বৈষ্ণব পদাবলী

(চয়ন)

বৈষ্ণব পদাবলী

(চয়ন)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

এবং

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্পাদিত

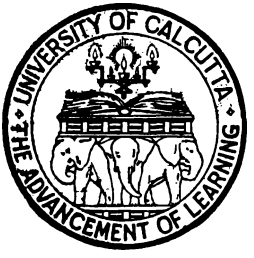

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

১৯৩০

BEU 1421

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 478 B.—May, 1930—A.

Gs 2983

ভূমিকা

[১]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। অবশ্য আমরা জয়দেবকে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের দলভুক্ত করিতে চাই না,—তিনি সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন।

প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে আমরা বহু প্রাচীন বৈষ্ণব পদের একরূপ নমুনা পাইতেছি। দুঃখের বিষয় তাহার ভাব ও ভাষা পরবর্ত্তী কালে কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সেই কবিতা দশম ও একাদশ শতাব্দীতেও যে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, বাঙ্গালাদেশের হাওয়ায় যে সকল রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে গান ভাসিয়া বেড়াইত, জয়দেব সেইগুলি সংস্কৃতে লিখিয়া গীতগোবিন্দের গোড়ার পত্তন দিয়াছিলেন। এই গানগুলি প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত হইয়াছিল, এবং জয়দেবের গানে যে সকল ছন্দ অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত অলঙ্কার-সাহিত্যের অনুগামী, সংস্কৃতের নহে। গীতগোবিন্দের গানগুলি কোনও ধারাবাহিক ভাবের কাব্যকথা নহে,—উহা বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের সহিত নিকট-সম্বন্ধ-রহিত। এতদ্দারা মনে হয় জয়দেবের সময়ে পল্লীর লোকেরা যে সকল গান গাহিত, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া গীতগোবিন্দের অন্তর্গত করা হইয়াছিল, কবি ধারাবাহিকত্বের দিকে ততটা লক্ষ্য রাখেন নাই। কাব্যখানি মৌলিক হইলে উহা এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবের সংগ্রহের মত হইত না—তাহা আদ্যন্ত একটা প্রণালীবদ্ধ হইত। গীতগোবিন্দের ভাষাও অবিমিশ্র সংস্কৃত নহে—উহাতে অনেক প্রাকৃত কথা স্থান পাইয়াছে।

এই প্রাকৃত গানের নমুনা কতক কতক রূপান্তরিত ভাবে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। ইহারা প্রথম যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা ভাষার আদি রূপ। সকলেই জানেন, বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাকে 'প্রাকৃত ভাষা' বলিয়াই অভিহিত করা হইত।

আমরা যে সকল সুপ্রাচীন বৈষ্ণব গান কতক কতক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার নাম 'কৃষ্ণধামালী'। এই সকল গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দের কিছু কিছু ঐক্য আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব ও ভাষা প্রায় ইহাদেরই মত। কৃষ্ণধামালী এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, এখন এই গানগুলি পরিবর্ত্তিত আকারে উত্তরবঙ্গের কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যে চলিত আছে।

কৃষ্ণধামালীকে আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট আদিযুগের অন্তর্গত করিতে পারি না, যেহেতু ইহারা আরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং আমরা ইহার স্বরূপের নমুনা একটিও পাই নাই।

আদিযুগের প্রধান কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। কিন্তু বাঙ্গালা পদসংগ্রহে ইঁহার বেশ-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—আমরা ইঁহাকে কতকটা বাঙ্গালীর মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই বেশ-পরিবর্ত্তন কিরূপ, তাহা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংস্করণের সঙ্গে পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদ মিলাইয়া দেখিলেই টের পাওয়া যাইবে। বিদ্যাপতির পদ মহাপ্রভু সর্ব্বদা গাহিতেন—এজন্য বিদেশী হইলেও তাঁহার পদ বাঙ্গালীর এত প্রিয় হইয়াছে। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজ-কবি ছিলেন, ইনি সংস্কৃতে অনেক কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা শিব-সিংহ ও তৎপত্নী রাজ্ঞী লছিমাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইনি রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক পদ লিখিয়াছেন, ভণিতায় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং পর পর অনেক রাজার সহায়তা ও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি 'গিয়েসুদ্দিন সুলতানে'র প্রশংসা-সূচক কথাও লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপমা দেশবিশ্রুত—"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার" প্রভৃতি কত সুন্দর উপমা দিয়াই না তিনি ললনা-চক্ষুর ভাবমুগ্ধ আত্মহারা দৃষ্টি বুঝাইয়াছেন! সেই উপমার প্রত্যেকটি মৌলিক ও কবিত্বময়। প্রথম দিক্‌কার কবিতায় বিদ্যাপতি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শেষাংশের কবিতা অধ্যাত্ম-রাজ্যের। কেহ কেহ বলেন চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁহার কবিতার এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালিক কবি, কিন্তু খুব দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না,—তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল গৌড়ের সম্রাটের আজ্ঞায়। সম্রাট্ তাঁহার বেগম চণ্ডীদাসের অনুরক্ত সন্দেহ করিয়া তাঁহার হত্যার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। বৃদ্ধের প্রতি এরূপ সন্দেহ সম্ভবপর নহে। আমরা তিন চারটি প্রাচীন পদে পাইয়াছি—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পরস্পরের যশে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি এই অভিপ্রায়ে 'রূপনারায়ণ'কে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, চণ্ডীদাসও কতকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া শুভ বসন্ত ঋতুতে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ;—উভয়ের মধ্যে প্রেমের স্বরূপ কি, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামতারার প্রেম তাঁহার জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। চণ্ডীদাসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নরহরি সরকারের জন্ম হয়; ইনি চণ্ডীদাসের এই প্রেমের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক প্রসাদদাস এবং কানুদাস এই প্রেম সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে তরুণীরমণ এবং বহু কবি এই রজকিনীর সঙ্গে আসক্তির বিষয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন—শুধু সহজিয়ারা ইহা বলেন নাই। প্রাচীন পদ-সাহিত্যে এই প্রেমের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত কাগজে যে কবিতাটিতে চণ্ডীদাসের মৃত্যুর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্বয়ং রামী রচনা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত রামীর রচিত অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে—তাহার সকল গুলিতেই চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার প্রেমের উল্লেখ আছে—বিশেষতঃ মৃত্যু-বিবরণটি এত মর্ম্মান্তিক যে তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণিত কাহিনী বলিয়াই মনে হয়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নকল করা চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে খাতা অবলম্বন করিয়া নীলরতনবাবু চণ্ডীদাসের সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে চণ্ডীদাস স্বয়ং রামীর সঙ্গে প্রণয়ের ইতিহাস দিয়াছেন। সেই ইতিহাসে কি ভাবে এই প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার যথাযথ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। আমি সেই খাতাখানি দেখিয়াছি। চণ্ডীদাস রামীর প্রতি অনুরাগী হইয়া প্রেমের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন;

ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদে দেখা যায় তিনি কৃষ্ণধামালী ও গীতগোবিন্দের ভাব লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কবিতাগুলি, প্রেমরসের এক নূতন আস্বাদন—তখন উহা পৃথিবী হইতে স্বর্গের কোঠায় পা দিয়াছে।

চণ্ডীদাস সহজিয়া পদ লিখেন নাই—এই মত গ্রাহ্য নহে। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সুরু করিয়া সমস্ত পদের মধ্যে এই সহজিয়া ভাবের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে সহজিয়ার তান্ত্রিকাংশ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—পরবর্ত্তী কবিতাগুলিতে তাহার ভাবের দিক্‌টার ব্যাখ্যা আছে। ইতিপূর্ব্বে সহজিয়াদের তান্ত্রিক সূত্রগুলিই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস এই প্রাচীন মতটিকে ভাব ও প্রেমের দিক্ দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন, এই জন্য একটি পদে তাঁহাকে সহজিয়ারা "আদি চণ্ডীদাস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সহজিয়া মত বহু প্রাচীন। ইহার গোড়া-পত্তন দিয়াছিলেন—বৌদ্ধ সমভিপ্পায়ীর দল (খৃঃ পূঃ তিনশত বৎসর)। 'সমভিপ্পায়ী' পালী শব্দ, 'সমভিপ্রায়ী' শব্দের রূপান্তর। বৌদ্ধ বিহারের একদল সমভাবের ভাবুক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এই সময় হইতেই একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং এজন্য ভিক্ষু সমাজে তাঁহারা নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। সেই নৈশ সমিতির জের এখনও বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে চলিয়া আসিয়াছে। চণ্ডীদাসের কতকগুলি সহজিয়া পদ এত কবিত্বময় ও উচ্চ-ভাবাপন্ন, যে সেগুলি চণ্ডীদাসের প্রতিভার শিলমোহর করা। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদের অনেকগুলিতে সহজিয়া ভাব এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে যে বিশেষজ্ঞ সমালোচক ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা ধরা শক্ত। অবশ্য এমন কতকগুলি পদ থাকা বিচিত্র নহে যাহা চণ্ডীদাসের নামে সহজিয়ারা চালাইয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা খুব কৃতী। বহু সাধু বৈষ্ণবের ললাটে তাঁহারা কলঙ্কের তিলক পরাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে সহজিয়ার কলুষের দিক্‌টা নহে, তাহার অতি গৌরবান্বিত আকার বর্ত্তমান। অথচ বাজে সাম্প্রদায়িক সহজিয়াদের কাহারও কাহারও পদ যে চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু সহজিয়াদের কথায় নহে, চারিদিকের বহু প্রমাণে চণ্ডীদাসের সহজিয়া-সংশ্রব সূচিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের হত্যার আদেশ কোন্ সম্রাট্ দিয়াছিলেন, তাহা অবিসংবাদিত ভাবে আমরা বলিতে পারি না। মনে হয় সম্রাট্ জালালুদ্দিনই এই আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি মধ্যযৌবনে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন সুতরাং তাঁহার মহিষীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। খাস পাঠান বা মোগল-কন্যা হইলে রাধাকৃষ্ণ-গানে তাঁহার এত অনুরাগ হওয়া সম্ভবপর হইত না।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে প্রথম যুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আর এক জনের নাম করিব। ইনি চৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসের পর সমস্ত পদই তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়ে রচনা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিগণের কাকলীতে রাধকৃষ্ণ-কুঞ্জ মুখরিত। এই সময়ে কত বৈষ্ণব কবির যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, শশিশেখর, বলরামদাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি কবি এই দলের অগ্রণী। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস শীর্ষস্থানীয়। ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, প্রেম-বিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বহু পুস্তকে গোবিন্দদাসের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত-কুলতিলক তৎসাময়িক পণ্ডিতকুল-চক্রবর্ত্তী জীব গোস্বামী সর্ব্বদা গোবিন্দদাসের পদ শুনিতেন এবং মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ভক্তি-রত্নাকরে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সকল কবিদের বিবরণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এবং অপরাপর অনেক গ্রন্থেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও কবিওয়ালাদের গানে তাহার কিছু কিছু জের চলিয়াছিল। এই সময়ের কবিদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'দিব্যোন্মাদ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ও তরুণীরমণ নামক এক কবির বহু সুন্দর পদ এই যুগের চিহ্নাঙ্কিত। কবিওয়ালাদের গান কৃষ্ণধামালীর পরবর্ত্তী বিশুদ্ধ সংস্করণ।

[২]

পদাবলীর রচয়িতাদিগের পরিচয় তাঁহাদের স্বরচিত পদেই পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক পদকর্ত্তা স্বরচিত পদের বা গানের শেষ কলিতে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে মুদ্রাঙ্কিত হওয়াতেই আমরা এত সহজে কবির সন্ধান পাই। পদের শেষে এইরূপ কবির নাম সংযোগ করিবার পদ্ধতিকে 'ভণিতা' বলে। প্রায় সকল পদের শেষেই ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদের সমকালে রচিত কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণেও ভণিতা আছে। তাহার কারণ আমাদের মনে হয় ঐ কাব্যগুলি পাঁচালীর আকারে পঠিত এবং গীত হইত বলিয়া ভণিতা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে শ্রোতৃবর্গের পক্ষে রচয়িতাকে নির্দ্দেশ করা সহজ হইত।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে অধিকাংশ কবিতায় ভণিতা থাকিলেও ভণিতাবিহীন কবিতাও বিরল নহে। কোনও ক্ষেত্রে হয়ত কবি নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, এজন্য তিনি স্বীয় নাম যোগ করেন নাই। আবার কোনও কোনও স্থানে হয়ত এমনও হইয়াছে যে কালক্রমে ভণিতার কলিটি লুপ্ত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন যে বহু পদের অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। লিপিকরের দোষে অনেক সময়ে এক প্রাচীন নামের স্থলে অন্য নাম চলিয়া গিয়াছে, এবং লিপিকর-পরম্পরায় সেই ভুল চলিয়া আসিতেছে। যে স্থলে এরূপ কোনও ভুল হয় নাই, সেখানেও অন্য কারণে কখনও কখনও কবি-পরিচয়ে আমাদের বাধা ঘটে। বিদ্যাপতি কখনও কবিশেখর, কখনও কবিকণ্ঠহার, কখনও কবিবল্লভ নামে আপনার ভণিতা দিয়াছেন। অন্য কবিও যে এ সকল ভণিতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, এমন নহে। এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন যে কোন্ পদটি বিদ্যাপতির এবং কোন্ পদটি অন্য কবির। বিদ্যাপতির নামে পরিচিত বহু পদ গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্ত্তৃক অপরের বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে একাধিক যদুনন্দন, ১০।১১ জন বলরামদাস, ৮ জন গোবিন্দদাস, ২ জন রামানন্দ, ২ জন ঘনশ্যাম এবং ২ জন নরহরি ছিলেন। সুতরাং ভণিতাও সকল সময়ে আমাদিগকে নিসংশয়রূপে

কবি-নির্ণয়ে সহায়তা করে না। তাহা হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে ভণিতার বিশেষ মূল্য আছে। এই ভণিতা হইতেই আমরা জানিতে পারি—যাহা অন্য কোনও প্রকারে জানা সম্ভব হইত না—যে চৈতন্যের পরে বঙ্গে অনেক মহিলা-কবি এবং মুসলমান পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল।

[৩]

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে পদাবলীর ভাষা আধুনিক কবিতার ভাষা হইতে কতকটা পৃথক্। ভাষার এই পার্থক্যই যে অনেক সময়ে পাঠকের পক্ষে এই সকল কবিতার অর্থবোধের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ঐছন, পেখলুঁ, ভেল, কহত, ডারত, রহু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার বৈষ্ণব কবিতায় এত অধিক, যে পড়িতে গিয়াই গোলে পড়িতে হয়। এই সকল পদ যখন আমরা কীর্ত্তনীয়ার মুখে শুনিতে পাই, তখন আমাদের তেমন অসুবিধা হয় না; কারণ কীর্ত্তনীয়া 'অলঙ্কার' বা 'আঁখর' দিয়া দুর্ব্বোধ বা অপরিচিত শব্দগুলিকে বিশদ করিয়া দেন। উদাহরণ স্বরূপ যে কোনও পদ লওয়া যাইতে পারে। মনে করুন কীর্ত্তনীয়া গোবিন্দদাসের একটি পদ ধরিয়াছেন :—

কো কহ কাম অনঙ্গ।
কেলি-কদম্বমূলে সো রতি-নায়ক
পেখলুঁ নটবর-ভঙ্গ॥

কীর্ত্তনীয়া গাহিবার মুখে বলিলেন 'কে বলে তার অঙ্গ নাই গো? আমি এই এখনি দেখে এলাম। রূপ ধ'রে মদন দাঁড়ায়ে আছে।' সেই রতি-পতি কেলি-কদম্বের মূলে নৃত্য ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। পরে, পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, হাঁ তুমি ঠিকই দেখিয়াছ; তবে সে মদন নহে, 'মদন-মোহন অবতার'!

এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে তবেই কবিতাগুলির মাধুর্য্য সকলের পক্ষে আস্বাদন-যোগ্য হইয়া উঠে। পদাবলীর মধ্যে এই যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, ইহাকে সচরাচর 'ব্রজবুলি' নামে

অভিহিত করা হয়। অনেকে অনুমান করেন—ব্রজবুলি নামক ভাষা মৈথিল ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অস্তগত হইবার প্রাক্কালে যে প্রকার প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, ব্রজবুলি তাহারই রূপান্তর। এ দেশের হাওয়ায় ঐরূপ একটা জিনিষ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কোন একটা ভাষা কবিরা পরামর্শ করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না। পিঙ্গলের ছন্দোমঞ্জরীতে ব্রজবুলির মত প্রাকৃতে বিরচিত রাধাকৃষ্ণ-পদের নমুনা আছে। রূপ গোস্বামীর কয়েকটি পদও সেইরূপ ভাষায় পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তী যুগে বিদ্যাপতির পদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে মৈথিল ভাষার অনেকটা প্রভাব ঐরূপ প্রাকৃতের উপর পড়িয়াছিল। গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির পদ বিদ্যাপতির দ্বারা বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত। এদিকে বৃন্দাবনে বঙ্গের গোস্বামীরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে মনোযোগী হইলে বঙ্গের কবিরা সেই মূল প্রাকৃতের সঙ্গে অনেক হিন্দী শব্দের বিমিশ্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল বৈষ্ণব পদগুলিকে বঙ্গদেশের বাহিরেও প্রচার করা। এখনও রাজপুতানা ও মধ্যভারতের কোন কোন রাজ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বীকার করেন। উড়িষ্যার রাজারা প্রায় সকলেই সেই মতাবলম্বী। বৈষ্ণব পদের গণ্ডী বিস্তার করিবার জন্য কবিরা হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ ও ক্রিয়া ব্রজবুলিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাষার আদি খুঁজিতে গেলে আমরা দেশীয় প্রাকৃতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিব। পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ববর্ণিত কারণে ইহা নানা ভাষার সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

যাহা হউক, মহাজন-পদাবলী ব্যতীত অন্য কোথায়ও আমরা 'ব্রজবুলি'র সাক্ষাৎ পাই না। রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদে এই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং ব্রজ বা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী। এই জন্যই বোধ হয় এই ভাষার নাম ব্রজবুলি (ব্রজের বুলি বা ভাষা) হইয়াছে। বৃন্দাবনেও বাঙ্গালা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়। সে ভাষার সহিত পদাবলী-প্রচলিত 'ব্রজবুলি'র সম্বন্ধ অতি অল্প। মৈথিল, হিন্দী, উড়িয়া ও অসমীয় ভাষার প্রভাব পদাবলীতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাহার কারণ কবিদিগের ব্যক্তিগত পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিজ

নিজ দেশের ভাষা সকলের নিকটেই মিষ্ট লাগে। 'দেসিল বঅনা সব মিঠ্ঠা।' সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও কম নহে। অনেক মহাজন-পদ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, আবার অনেক পদ সংস্কৃতের অনুকরণে গ্রথিত, যথা—

নন্দ-নন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥

এই সকল কারণে পদাবলী সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। পদাবলীর এই দুর্বোধ্যতা দূর করিয়া যাহাতে সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগ্য করা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক পদের নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বত্রই যে আমরা অর্থ ঠিক ধরিতে পারিয়াছি, বা ব্যাখ্যা যথাযোগ্য ভাবে দিতে পারিয়াছি, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। পদাবলীর মধ্যে এরূপ বহু ভাব-সমৃদ্ধ কবিতা আছে, যাহার অর্থ বাহির করা বহু ভাষাতত্ত্ববিৎ ভাবুক ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম-সাপেক্ষ।

[৪]

বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা বঙ্গদেশে এক বিপুল কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে যুগে এই সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে গীতি-কবিতার যুগ বলা হয়। এরূপ বিপুল গীতি-কবিতা-ভাণ্ডার আর কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। কি অদ্ভুত প্রেরণার ফলে এই পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের সহিত পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। যদিও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া কাব্য-সাহিত্যে অমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি পদাবলীর প্রসার ও আদর চৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই বেশী হইয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি বহু কবি সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। অবশ্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গীতি-কবিতা-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট্। পদাবলীর

রচয়িতৃগণ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা ভজনের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যেই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই সকল কবিকে মহাজন আখ্যা দেওয়া হয়। সকল কবিই শ্রেষ্ঠ নহেন, সকল কবিতাও মনোজ্ঞ নহে। কিন্তু যে প্রেরণা হইতে ঐ সকল কবিতার উদ্ভব, তাহা যে অসাধারণ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কাজেই কবিতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ না ধরিয়া বৈষ্ণব কবিদিগকে সাধারণতঃ মহাজন বলা হয়।

এই গীতি-কাব্যের প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম। দাম্পত্য প্রেম জগতের সমস্ত কাব্য-কলার জীবন্ত প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে। তাহার কারণ রসই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা। যেখানে রস বা আনন্দ নাই, সেখানে কাব্য নাই। দুঃখের অভিব্যক্তিতেও আনন্দ থাকিতে পারে; সুতরাং তাহাও 'রস' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। সুখ-দুঃখ লইয়াই জীবন; সুখ-দুঃখ লইয়াই কবিতা। সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, Poetry is the criticism of life. জীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভূতি আছে, ভালবাসা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই অনুরাগ, মিলন, বিরহ, বেদনা লইয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হইয়াছে। পুত্রের জন্য মাতার সকরুণ স্নেহ, পুত্রের বিরহে মাতার কাতর ক্রন্দন, সখার জন্য সখার ব্যাকুলতা, সখার সঙ্গে সখার নিবিড় সম্মিলন, নায়িকার প্রতি নায়কের প্রীতি, নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা, প্রেমাস্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার—এই লইয়াই যাবতীয় কবিতা। বৈষ্ণব কবিতায়ও এই সকল রসের অনুবৃত্তি ও বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদ এই, সাধারণ কবিতায় সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম মানুষের মধ্যে নিবদ্ধ; বৈষ্ণব কবিতায় উহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে যে ভাবে সেই লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে মানুষ যদি এই কবিতার অবলম্বন হইত, তাহা হইলে ঐ রসগুলি এ প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হইত কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণব কবিতার শ্রীদাম প্রভৃতি সখা সখ্য রসের প্রতীক। 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।' সখা হইতে হয় ত এমনই হওয়া উচিত। যশোমতী বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী। বাৎসল্য হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে কিছুই থাকে না। শ্রীরাধিকা

কৃষ্ণপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ স্বরূপ। তাঁহার জীবনের সবখানিই সেই প্রীতির মাধুর্য্যে ভরপূর।

অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, রাধাকৃষ্ণ যদি ভগবৎপদ-বাচ্য হয়েন, তবে তাঁহাদিগকে দিয়া সাধারণ মানুষের মত লীলা-কলা না করাইলেই ভাল হইত। এস্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, বৈষ্ণবেরা ভগবান্‌কে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া জগতের পর-পারে নির্ব্বাসন করিয়া দেন নাই। শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কথিত হইলেও তিনি যে জীবের একান্ত আপনার, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যে মানুষের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত প্রেমাস্পদ, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রাধান বৈশিষ্ট্য। আরও অনেক ধর্ম্মমতে ভগবানের সহিত মানব নিকট সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা করিয়াছে। খ্রীষ্টানেরা ভগবান্‌কে পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করেন, শৈবেরাও উপাস্য দেবতাকে ঐরূপভাবে সম্বোধন করেন, শাক্তেরা ইষ্টদেবতাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন। ভগবান্‌কে একবার সুদূর স্বর্গ হইতে নামাইয়া নিকটে আনিতে পারিলে, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে আস্বাদন করা যায়। তিনি সখা, তিনি পুত্র, তিনি প্রাণপতি, কিছুই বলিতে আর দ্বিধা হয় না। রামপ্রসাদ যে মুহূর্ত্তে ভগবান্‌কে 'মা' বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখনই তাঁহার কবিতার উৎস খুলিয়া গেল। তিনি কখনও তাঁহার সহিত খেলা করিতেছেন, কখনও কোন্দল করিতেছেন, কখনও তাঁহার নিকট আব্‌দার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যও যখন নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, বেদনা-ব্যথার মধ্যে ভগবান্‌কে পাইলেন, তখন ভগবানের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত রূপ আর রহিল না। হৃদয়-দেবতাকে লইয়া তখন কাব্য-কলার সমস্ত লীলাই সম্ভবপর হইল। তখন আর তাঁহাকে একমাত্র নৈবেদ্যোপচারের গ্রাহক রূপে ঠাকুর-ঘরের সীমাবদ্ধ বাতাসে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল না।

'পূজ্যেস্বনুরাগো ভক্তি'—পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ তাহার সাধারণ নাম ভক্তি। কিন্তু এখানে ঈশ্বরে যে পরানুরক্তি বা প্রগাঢ় প্রেম,

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

যে প্রেম সকল ভুলাইয়া দেয়, যে প্রেমে ভেদ-বুদ্ধি থাকে না, যাহা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে, তাহাই ভক্তি। এই পরানুরক্তি-প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার সকলগুলি ঝর্‌নার ধারা ছুটাইয়া দিয়াছে। ইহাই পদ-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, ইহাই কাব্যজগতে নূতন প্রেরণা প্রবাহিত করিল। ইহারই জন্য বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য্য চির-নবীন। বহুবার শুনিলেও ইহা পুরাতন হয় না। রস-সম্পদেও এই জন্য ইহা গরিষ্ঠ। একজন সুধী সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, "ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে এরূপ শত শত পদ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কি শব্দ লালিত্য, কি ছন্দের ঝঙ্কার, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সেরূপ কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্য কেন, বোধ হয় বিশ্ব-সহিত্যেও খুব কম আছে।" *

পদাবলী গীতি-কবিতার সমষ্টি হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে। এগুলি প্যাল্‌গ্রেভের Golden Treasury কবিতার মত খণ্ড কবিতা নহে, বরং ইহাদিগকে খণ্ড কাব্যের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। লীলার বৈচিত্র্য অনুসারে কতকগুলি কবিতা গোষ্ঠ, কতকগুলি বিরহ, কতকগুলি নৃত্য এই ভাবে গ্রথিত হইতে পারে। কোন্ কবিতা কোন্ রসের বা কোন্ পর্য্যায়ের অন্তর্গত, তাহা সেই কবিতা দেখিলেই বুঝা যায়। বহু কবি 'মান' সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির মধ্য হইতে পদ বাছিয়া সাজাইলেই সুন্দর একখানি খণ্ড কাব্য হইতে পারে। কীর্ত্তনীয়াগণ এইরূপ ভাবে পদ বাছিয়া 'পালা' সাজাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান চয়নে সেরূপ রীতি সম্যক্ অবলম্বিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পদ হয়ত একই খণ্ডে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থের উদ্দেশ্য লইয়া যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রথিত হয় নাই, ইহা অভিজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব কবিতার আস্বাদন সকলে সাধারণ ভাবে যাহাতে স্বল্প পরিসরে পাইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্. এ., 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ভূমিকা।

[৫]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে এবং কাব্য-সাহিত্যে যে অপূর্ব্ব প্রেরণা আনয়ন করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সর্ব্বসুখলালসাবর্জ্জিত চৈতন্যদেব প্রেমের এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। পার্থিব, প্রাকৃত প্রেমের সম্পর্ক-লেশ মাত্র পরিহার করিয়া তিনি এক অপ্রাকৃত স্বর্গীয় প্রেম-রাজ্যের সন্ধান জগতে প্রচার করিলেন।

মধুর বৃন্দাবিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

এই পদটিতে নরহরি সরকার ঠাকুরের ভণিতা আছে। কখনও কখনও বাসু ঘোষের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহাদের চাক্ষুষ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেমমাধুর্য্যে প্রবেশ করিবার সংকেত আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি না হইলে ব্রজরমণীগণের নিঃস্বার্থ ভক্তি বা প্রেমের কথা জানাইতে কাহার শক্তি ছিল? রক্ত-মাংসের সংস্রবহীন যে প্রেম, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥

দেহের তৃপ্তির সম্বন্ধ যেখানে আছে, সেখানে প্রেম হয় না। সর্ব্ব-প্রকারে দেহের সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত হইয়া চৈতন্যদেব স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। তাহারই অভিব্যক্তি কাব্যের শ্রীরাধা। শ্রীরাধা প্রেমিকা, কৃষ্ণপ্রেমে জ্ঞানহারা, উন্মত্তা। কিন্তু শ্রীরাধা কে? ভগবানেরই প্রেম-রসমূর্ত্তি, তাঁহারই শক্তি। ভগবানের শক্তিতে জগতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। কিন্তু ভগবানের অনন্তশক্তি ত ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি রসস্বরূপ, আনন্দময়, 'পিরীতি রসের সার'। তিনি যেমন আপনার চিৎ-শক্তির দ্বারা আপনার তত্ত্ব অবগত হয়েন, তেমনি প্রেমস্বরূপ বা হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা আপনাকে আস্বাদন করেন। সুতরাং কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণকে রসিকশেখর বা রসিকেন্দ্র-

চূড়ামণি এবং রাধিকাকে সর্ব্ব রূপ-গুণের আধার নায়িকাগণের শিরোমণি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

[৬]

চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের পদাবলী দিনরাত আস্বাদন করিতেন। শ্রীবাস-আঙ্গিনায় সদর দরজা বন্ধ করিয়া সারারাত্রি গান চলিত। দরজার কাছে পাহারা দিতেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত; এ সম্বন্ধে শাসনের এতটা কড়াকড়ি ছিল যে কোন ব্রাহ্মণ বহু চেষ্টায় ঢুকিতে না পারিয়া চৈতন্যকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পুরীর দেবায়তনের এক প্রান্তে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও গোবিন্দের সাহচর্য্যে চৈতন্য কত রাত্রি নাচিয়া গাহিয়া কাটাইয়া দিতেন, তথায় অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন সহস্র সহস্র লোকের সঙ্গে তিনি নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইতেন, তখন শুধু নাম-কীর্ত্তন চলিত।

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস-আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তিনি অন্তরঙ্গদের সহিত কত ছন্দোবন্ধে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ব্যাখ্যা করিতেন, ক্রমে সেই রসে বিভোর হইয়া তিনি জ্ঞান-হারা হইয়া পড়িতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহব্যথা জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ ছিল। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ করাইয়া দিত। এই রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত নবীন সন্ন্যাসী প্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সেই প্রেমপ্লাবন হইতেই পদাবলীরূপ কৌস্তুভের উদ্ভব।

গোবিন্দদাস, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি কবির রাধাকৃষ্ণের লীলা—গৌর-প্রেম-রসপুষ্ট। যে 'দিব্যোন্মাদ' গাহিয়া কৃষ্ণকমল পূর্ব্ববঙ্গ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতেরই সারাংশ। এই প্রেমোন্মাদনা পুরীর গম্ভীরায় সর্ব্বদা অভিনীত হইত। উপকরণ একই, কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন ইতিহাস, কৃষ্ণকমল লিখিয়াছেন কাব্য—প্রভেদ এই মাত্র। অনেক বৈষ্ণব

পদে কবিরা চৈতন্যদেবকে আঁকিয়া তাঁহারই শ্রীমূর্ত্তিকে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের প্রতীক করিয়া দেখাইয়াছেন। শৈশবে একটা গান শুনিয়াছিলাম, তাহার কিছু অংশ এখনও মনে আছে—"গৌর কেন এমন হ'ল—এই না কৃষ্ণ-কথা কইতেছিল।" কৃষ্ণ-কথা বলিতে বলিতে চৈতন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, তখন স্বরূপ তাঁহাকে কোলে করিয়া এই ভাবের বিলাপ করিতেছেন—ইহাই গানের প্রতিপাদ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া এই গৌরগীতিটি দেশময় প্রচলিত ছিল—তার পর কবিওয়ালাদের একজন গাহিলেন—"রাই কেন এমন হ'ল, এই না কৃষ্ণ-কথা কইতেছিল, ও বিশাখা তোরা দেখে যা—রাই বুঝি প্রাণে ম'ল।" একদিকে গৌরচন্দ্রিকা, অপর দিকে গৌরের শিলমোহর করা রাধাকৃষ্ণের পদ। একদিকে গৌরলীলা স্মরণ করিয়া রাধামোহন ঠাকুর গাহিলেন—

"আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ-চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥" (৫ পৃঃ)

অপর দিকে রাধামোহনের বহুপূর্ব্বে চণ্ডীদাস গৌরলীলার আগমনী হৃদয়ঙ্গম করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়।" (৬২ পৃঃ)

চৈতন্যের পরবর্ত্তী রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে ত কথাই নাই, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের কবিতায়ও তাঁহার আসন্ন লীলার পূর্ব্বাভাস পড়িয়াছিল—

"অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥

পায়ে ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলী যেন ধূলায় লুটায়॥"

চণ্ডীদাস তাঁহাকে দেখেন নাই—একমাত্র তিনিই জগতে হরিনাম শুনিলে আচণ্ডাল সকলের পায়ে গড়াগড়ি যাইতেন। চণ্ডীদাসের রাধা এখানে গৌরলীলার পূর্ব্বাভাস। কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর কিংবা কর্ম্মবীরের আগমনের পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সেই ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের আগমনী গান করেন; ভাবী ঘটনা তাঁহাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে। এইভাবে রুসো ও ভল্টেয়ার নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সূচনা করিয়াছিলেন এবং চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর উদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার লীলার সুর শত শত সঙ্গীতে বহিয়া আনিয়াছিলেন। যখন বিদ্যাপতি বিস্‌ফি গ্রামে বসিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সুরে সুর মিলাইয়া রাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণন করিতেছিলেন—যখন লিখিতেছিলেন, "থির নয়ন অথির কিছু ভেল" কিংবা "নিরজনে উরজ হেরত কতবেরি, হাসত আপন পয়োধর হেরি।" তখন নান্নুরের কবি পূর্ব্বরাগের যে চিত্র উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে যৌবনমাধুরীর লবলেশ নাই। তাহা ক্লিষ্ট-কর্ম্মা তপস্বীর—"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো"—এখানে রাধিকা নাম জপ করিতেছেন,—যে রাধিকা নীলাম্বর পরিয়া কৃষ্ণের বর্ণ-মাহাত্ম্য অনুভব করেন—এ রাধা সে রাধা নহে,

"বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।" (৬১ পৃঃ)

রাধা উপবাস করেন এবং গেরুয়া পরেন। বস্তুতঃ বেণুবীণার সঙ্গীত-মুখর—নানা রাগালাপনে বিচিত্র—পার্থিব কাহিনীর কোন চিহ্ন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগে পাওয়া যায় না। যতই গভীর ভাবে তাহার গূঢ়ার্থের বিচার করা যাইবে ততই দেখা যাইবে, এখানে অনুরাগের নামে ঘোর বিরাগ, সংযোগের নামে পার্থিব সুখ-ভোগের সম্পূর্ণ বিয়োগ; রাধিকা বলিতেছেন—

"যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।"

তিনি সর্ব্বব্যাপী—এটা ত মুখের কথা। কিন্তু যিনি সত্য সত্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, ভগবান্ এই এখানে আমার নিকটেও আছেন, তিনি আর কি করিয়া কুলধর্ম্ম পালন করিবেন? তাঁহার বাঁশীর সুর ঘরে বসিয়া শুনিলে ঘর আর ঘর থাকে না, তাহা ভাগবত মিলন-কুঞ্জ হইয়া দাঁড়ায়। তখন সংসারের সাধ্য কি তাহাকে কর্ত্তব্যের বাঁধন দিয়া ঘরে আট্‌কাইয়া রাখিবে? চণ্ডীদাসের কবিতায় সর্ব্বত্র সেই বিশ্ববিমোহন বংশীধারীর সুরটি শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি তাঁহার কবিতার প্রথম উদ্যম—কৃষ্ণকীর্ত্তন—যাহাতে তিনি একদিকে কৃষ্ণ-ধামালীর অমার্জ্জিত স্তর ও অপরদিকে জয়দেবী ছন্দের অনুকৃতি সবেমাত্র কাটাইয়া উচ্চতর প্রেমের রাজ্যে বিচরণের উদ্যোগ করিতেছিলেন—সেই কৃষ্ণকীর্ত্তনেও হঠাৎ দুই একটি স্থানে তাঁহার অধ্যাত্ম নির্ম্মল প্রেমের আভাস পাওয়া যায়। সেই শ্রুতির অমৃত—ভগবৎ-প্রেমের বিলাস—চিরপরিচিত পদটির কথা বলিব। সংসারে হাটের পত্তন সবে মাত্র দেওয়া হইয়াছে, কত আপাত-মনোরম পশরা সাজাইয়া বিকিকিনি সুরু হইয়াছে—সংসারের সুখ-ভোগের জন্য দশ ইন্দ্রিয় লোলুপ হইয়াছে—এমন সময় একি সুর? কি মিষ্ট! কি নিষ্ঠুর!—কি অপরিহার্য্য অথচ কি নির্ম্মম! আনন্দময়ের ডাক আসিল, তাহার একদিকে পাতানো হাট ভাঙ্গিবার তীব্র জ্বালা, অপরদিকে সেই আকর্ষণ নিরোধ করিবার অক্ষমতা! —কে সে পুরুষবর যিনি হাসিয়া খেলিয়া ডাকিতেছেন—"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরষে" (৬৩ পৃঃ)—এ যে পরমানন্দময়ের আহ্বান, কিন্তু আমি তাঁহার পদে কি অপরাধ করিয়াছি যে তিনি আমার সাজানো ঘর ভাঙ্গিয়া দিলেন? আমার মনে হইতেছে এখনই আমি দাসী হইয়া তাঁহার পায়ে নিজকে বিলাইয়া দিই।

চণ্ডীদাসের বহু পদেই এই সুরটি আছে। আর একটি পদের কথা বলিব; "আমি কানু অনুরাগে এদেহ সপিনু তিল তুলসী দিয়া" এই দেহ-সমর্পণ সস্তাদরের 'যৌবন-দান' নহে। তিল তুলসী দিয়া—অর্থাৎ সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুরাগে দেহ-সমর্পণ। আমার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহার সেবায় চিরতরে নিযুক্ত করিব—

সংসারের দাবী-দাওয়া আমার আর রহিল না, আমি একেবারে তাঁহারই হইলাম।

সমস্ত বৈষ্ণব পদেই এই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষের বাঁশীর সুরটি ধ্বনিত হইতেছ। গৌরচন্দ্রিকা শ্রোতার লক্ষ্য সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

[৭]

বৈষ্ণব কবিদিগের অধ্যাত্ম-রাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের আর একটা দিক্ আছে—তাহা কবিত্বের দিক্। আরও দুই একবার যে উপমাটি দিয়া এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে—এবারও তাহারই উল্লেখ করিব। বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্র-গামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত করিয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, শাক-সব্জীর বাগান, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কূজিত, জন-কোলাহল মুখরিত উদ্যান-সংকুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্য্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য। বিদ্যাপতি রাধার মুখে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, তাহা হইতেও বেশী, তুমি আমার নিকট পাখীর পাখা—তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই—মাছের পক্ষে জল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, ডাঙ্গায় তুলিলে সে তখনই মরিয়া যায়—আমি তোমাকে সব দিয়াছি। কিন্তু "মাধব তুহুঁ কৈছে কহবি মোয়"—আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়—মাধব, বল তুমি কে এবং কেমন!

রাধা কাহাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াছেন? সর্ব্বস্ব দিয়া শেষে পরিচয় জিজ্ঞাসা, এ মন্দ নয়! প্রেমিক এত তপস্যার পর বুঝিতেছেন যাঁহাকে তিনি আপন হইতে আপন মনে করিয়াছিলেন, তিনি পরাৎপর,

অবাঙ্‌মনসোগোচর। বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে পরিচিত পথ দিয়া লইয়া যাইয়া অপরিচিতের সন্ধান দেয়।

এই ভাবের পদ চণ্ডীদাসেরও আছে। রাধিকা পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার জনকে পর করিয়াছেন; ঘরে মন নাই—ঘর বাহিরের মত হইয়া গিয়াছে—আর বাহিরে যাইয়া অভিসারের পর যেন আসল ঘর পাইয়াছেন। সারারাত্রি জাগেন—এবং দিনের বেলায় ঘুমে এলাইয়া পড়েন—"রাতি কৈলাম দিবস, দিবস কৈলাম রাতি" কিন্তু যাঁহার জন্য এই সর্ব্বস্বত্যাগী প্রেমসাধনা করিলেন, যে প্রেমে প্রকৃতির নিয়মের বিপর্য্যয় করিয়া তিনি অসাধ্য-সাধন করিলেন, সেই পুরুষবরকে ত মুহূর্ত্ত কালের জন্যও আপনার জন বলিয়া মনে করিতে সাহস করেন নাই। এত করিয়াও "বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতে।" এত ভালবাসা দিয়াও সর্ব্বদা

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে।"

বৈষ্ণব কবিতা এই সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে। সসীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের সৌন্দর্য্য, বাণীকুঞ্জের সার কবিত্ব—এবং হঠাৎ সেই কবিতার সুর বদলাইয়া যায়, আসল পাওয়া-জিনিষ হারাইয়া যায় এবং সমস্ত বিষয়টা যাহা পরিষ্কার বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা জটিল এবং অস্পষ্ট প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও আলিঙ্গনের স্পৃহা মিটে না, শত শত বাসন্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকে হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। জন্ম ভরিয়া রূপ দেখিয়া রূপের তৃষ্ণা মিটে না। একি অফুরন্ত রহস্য! এই অপার আনন্দের পর-পার দেখা যায় না।

রাধার তপস্যা যোগীর তপস্যা,—সারারাত্রি আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া পিছল পথে যাতায়াত শিক্ষা করেন; তিনি যখন ডাকিবেন, তখন সে দুর্গম পথে যাইতে হইবে,—পথে কাঁটা বিছাইয়া দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি সারারাত্রি পথ হাঁটেন, অমাবস্যা-রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে যে তাঁহাকে বাশীর সুর শুনিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ছুটিতে হইবে! এই সকল পদে পার্থিবের সঙ্গে অপার্থিবের মিলন, বিয়োগান্ত নাট্যের সমস্ত কারুণ্য অথচ তাহা সিঁড়ির ন্যায় প্রেমের উচ্চ স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

আমরা পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় পার্থিব প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। ভালবাসার জন্য মানুষ যত কৃচ্ছ্র সহ্য করিতে পারে—পল্লী-কবিরা সেই পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। প্রাসাদ-স্বামী কুটীরবাসিনীর পায়ে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছেন; কুটীরবাসিনী তাহার প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীবন উত্তাল নদী-তরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়াছে। কত বিরহীর অশ্রু, মনস্তাপ ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্ম-সমর্পণ ও হত্যা, কত প্রেমিকের শ্বেতাব্জসুন্দর নির্ম্মলতা, কত বীরোচিত ধৈর্য্য, মূর্ত্ত সহিষ্ণুতা—পল্লী-গীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে প্রেমের শাস্ত্র আরো অগ্রসর হইয়া যাহা লক্ষ্যের অতীত সেই মহা সত্যকে ধরিয়াছে। কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহুতি—এক কথায় যে কোন কালে যে কোন নায়িকা প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন,—রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক। রাধার পূর্ব্বরাগ, অভিসার. মিলন, মান, বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পরে প্রেমের কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কথা ফুরাইবার পর প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডারের শেষ যাহা কিছু, তাহাও বৈষ্ণব পদে আছে। কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবি যে সত্য, চৈতন্যদেব তাহারই প্রমাণ। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় নায়িকাদিগকে প্রেমের যে উত্তুঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই—তাহা হইতে বৈষ্ণব কবির বৈকুণ্ঠ আরও একটু দূরে,—মনে হয়, গীতিকার নায়িকাদের আর এক ধাপ পরে বৈষ্ণব কবিদের গণ্ডী সুরু হইয়াছে। শত শত সতী চিতায় পুড়িয়া যে ছাই হইয়াছে—সেই চিতাশয্যার বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল 'সতী' ও নায়িকা হব্যস্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব্য হোমাগ্নির আহুতি হয়—তখন তাহার নাম হয় 'রাধা-ভাব'।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব	বিদ্যাপতি	১৩২
অতি শীতল মলয়ানিল	শশিশেখর	১৩৮
অব মথুরাপুর মাধব গেল	বিদ্যাপতি	১২৯
আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙিয়া পাগড়ী মাথে	শেখর	৩৮
আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত	বিদ্যাপতি	১০৫
আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর	বিপ্রদাস ঘোষ	৩৯
আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান	বাসুদেব ঘোষ	৩
আজু বনবিজয়ী রামকানু	অজ্ঞাত	৪৭
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু	বিদ্যাপতি	১৪৬
আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ	রাধামোহন	৫
আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে	যাদবেন্দ্র	৪৩
এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা	চণ্ডীদাস	১০০
এ সখি হামার দুখের নাহি ওর	বিদ্যাপতি	১৩১
এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে	চণ্ডীদাস	১১৮
ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা	জ্ঞানদাস	১১০
কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল	গোবিন্দদাস	৮৫
কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে	শেখর	১৩৭
কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চস্বর করি	মাধব	৫১
কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে	চণ্ডীদাস	৭৩
কালিন্দীর এক দহে কালি নাগ যাহা রহে	মাধব	৪৯
কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি	অজ্ঞাত	৪০
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর	বিদ্যাপতি	১৪৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান	চণ্ডীদাস	১২৪
কি রূপ দেখিলুঁ সই কদম্বের তলে	অজ্ঞাত	৭০
কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে	বাসুঘোষ	১১
কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়ায়ে	কৃষ্ণকমল গোস্বামী	৯৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে	বাসুঘোষ	৬
কেনা বাঁশী বায়ে বড়ায়ি কালিনী নই কুলে	(বড়ু) চণ্ডীদাস	৬৩
কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু	বলাইদাস	৪৭
গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি	গোবিন্দদাস	৮৭
গোঠে যাব মাগো, গোঠে আমি যাব	বলরামদাস	৪০
গোপাল নাকি যাবে দূর বনে	অজ্ঞাত	৪৪
গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল	বলরামদাস	৪১
গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনাইতে	গোবিন্দদাস	১১২
গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব	বাসুদেব ঘোষ	২৩
গোরাচাঁদ ছাড়ি যাবে নৈস্থা	নরহরি	৯
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার	চণ্ডীদাস	৬২
চম্পক সোণ-কুসুম কনকাচল	গোবিন্দদাস	৪
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি	জ্ঞানদাস	১০১
চির-চন্দন উরে হার ন দেলা,	বিদ্যাপতি	১৩৪
ছোড়ল আভরণ মুরলী-বিলাস	বিদ্যাপতি	১১১
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়	গোবিন্দদাস	৭১
তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম	বিদ্যাপতি	২৯
তুঙ্গ মণিমন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে	শশিশেখর	১০৪
তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ	নরোত্তমদাস	১৩৬
তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়	চণ্ডীদাস	১২৬
তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই	চণ্ডীদাস	১১৬
থির বিজুরি বরণ গৌরী দেখিনু ঘাটের কুলে	চণ্ডীদাস	৭৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
দিবসে আন্ধার গোকুল নগর	মাধব	৫০
দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী	ঘনরামদাস	৩৭
ধনী ধনী বনি অভিসারে	অনন্তদাস	৯৩
ধর ধররে নিতাই আমার গৌরে ধর	মুরারি	২২
ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া	রঘুনন্দন	৬৯
নন্দরাণী গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়	শিবাইদাস	৪৫
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই	দুখিনী	১০৮
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর	দুখিনী	১০৭
নাচত মোহন নন্দদুলাল	অজ্ঞাত	৩৭
নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে	বল্লভদাস	১৭
নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে	গোবিন্দদাস	১
নীলাচলপুরে গতায়াত করে যত বৈরাগী সন্ন্যাসী	প্রেমদাস	১৬
নীলাচল হৈতে সখিরে দেখিতে আইসে জগদানন্দ	মাধবীদাস	১২
পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে	গোবিন্দদাস	১৮
পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিলুঁ বসিয়া শিয়র পাশে	চণ্ডীদাস	৬৮
পহিলহিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল	রামানন্দ রায়	৭৮
পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে	বাসুদেব	৭
পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে	বিদ্যাপতি	১৪৪
বঁধু কি আর কহিব আমি	চণ্ডীদাস	১২০
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ	চণ্ডীদাস	১২৩
বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ	অজ্ঞাত	৪৬
বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে	চণ্ডীদাস	১৪৫
বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া	উদ্ধবদাস	৪৮
ব্রজ-নিজ-জন হেরি আনন্দ-চন্দ	মাধবদাস	৫৫
ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনুবৎস শিশু	বলরাম	৫২
ব্রজবাসিগণ জীবন শেষ	মাধব	৫৪
ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন	গোবিন্দদাস	৩১

বিষয়		পৃষ্ঠা
মন্দির বাহির কঠিন কপাট	গোবিন্দদাস	৮৯
মনের মরম কথা তোমারে কহি যে এথা	জ্ঞানদাস	৬৭
মরম না জানে ধরম বাখানে	চণ্ডীদাস	১২৫
মাথহি তপন তপত পথ-বালুক	গোবিন্দদাস	৯৫
মাধব কি কহব দৈব বিপাক	গোবিন্দদাস	৮৮
মাধব বহুত মিনতি করি তোয়	বিদ্যাপতি	২৭
মুরলী করাও উপদেশ	জ্ঞানদাস	১০৯
মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার	জ্ঞানদাস	৯০
মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে পিছিলা ঘাটে সে নায়	রায়শেখর	৭৫
যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে	চণ্ডীদাস	৬৫
যতনে যতেক ধন পাপে বাটায়লি	বিদ্যাপতি	২৮
যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে	যদুনন্দনদাস	৭৯
যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত	গোবিন্দদাস	১৪০
যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু-জ্যোতি	গোবিন্দদাস	৭৬
যেদিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া	প্রেমদাস	১০
রাইক ঐছে দশা দেখি এক সখী	যদুনন্দনদাস	৮০
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা	চণ্ডীদাস	৬০
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর	জ্ঞানদাস	৭২
শুনলো প্রাণের সই মরম কথা তোরে কই	শ্যামানন্দ	৬৬
শুনহে চিকণ কালা	চণ্ডীদাস	১২২
শোন শোন হে রসিক রায়	চণ্ডীদাস	১১৯
শ্যাম অভিসারে চলুঁ বিনোদিনী রাধা	জ্ঞানদাস	৯১
শ্যাম বঁধু আমার পরাণ তুমি	সৈয়দ মর্ত্তুজা	১১৭
শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম	বলরামদাস	৪২
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম	দ্বিজ চণ্ডীদাস	৫৯
সকল মোহান্ত মিলি সকালে সিনান করি	বাসুদেব ঘোষ	৭৯
সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈয়া	অজ্ঞাত	৪৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
সখি আজি কুদিন সুদিন ভেল	চণ্ডীদাস	১৪৩
সখি কহবি কানুর পায়	দ্বিজ চণ্ডীদাস	১৩৬
সখি কি পুছসি অনুভব মোয়	কবিবল্লভ	১৪৯
সহচরী সঞে রাই ক্ষিতিতলে লুঠই	মাধবদাস	৫৩
সাধু সঙ্গ কর ভাল হৈয়া	বলরাম	৩৩
সিনান দোপর সময়ে জানি	গোবিন্দদাস	৭৪
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু	চণ্ডীদাস	১৩৫
সুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত	বাসু ঘোষ	৮
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে	গোবিন্দদাস	১০২
হরি অভিসারে চললি বর সুন্দরী	অজ্ঞাত	৯২
হরি কি মথুরাপুরে গেল	বিদ্যাপতি	১৩০
হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা	বিদ্যাপতি	১৩০
হাতক দরপণ মাথক ফুল	বিদ্যাপতি	১৪৮
হেদে গো মালিনী সই অদ্বৈত-মন্দিরে চল যাই	বল্লভ	২১
হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও	গোবিন্দ ঘোষ	২৩
হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি	দাশরথি	৩২
ক্ষণেক রহিয়া চলিলা উঠিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ	চন্দ্রশেখর	১৩

বৈষ্ণব পদাবলী

(চয়ন)

প্রথম স্তবক

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ

১

নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥

১। নীরদ.....অবলম্ব—চক্ষুদুটি মেঘের ন্যায়, কেননা উহা অবিরত জলধারা সিঞ্চন করিতেছে। অবিরল বারিপাত হইলে যেমন বৃক্ষে বৃক্ষে মুকুল হয়, তেমনি গৌরাঙ্গের দেহে রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদ্‌গম হইতেছে। জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ চৈতন্যপ্রভুকে পুষ্পতরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে; নিরবধি চোখের জলে এই তরু বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গের স্বেদজল মকরন্দের মত বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার ভাবরূপ কদম্ব ফুটিয়া উঠিতেছে।

মুকুল-অবলম্ব—মুকুলের অবলম্বন-তরু।

ভাব-কদম্ব—অনুরাগ, উৎকণ্ঠা, বিরহ, অভিমান প্রভৃতি। মহাপ্রভুর রোমাঞ্চ-সুবলিত ভাব-বিকাশের সহিত কেশর-সমন্বিত কদম্বের তুলনা করা হইয়াছে।

কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥

চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥

পেখলুঁ—দেখিলাম।
নটবর—প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ।
গৌর কিশোর—কিশোর বয়স্ক গৌরাঙ্গ।
অভিনব.....সঞ্চরু—ভাগীরথীর তীর উজ্জ্বল করিয়া যেন একটি সোণার গাছ চলিয়া বেড়াইতেছে (সঞ্চরু)।

অভিনব—অদৃষ্ট ; আর কখনও যাহা দেখা যায় নাই।
কলপতরু—শ্রীচৈতন্য গৌরবর্ণ বলিয়া, তাঁহাকে সোণার-গাছ বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি সামান্য তরু নহেন। তিনি পরম বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন, প্রেমরত্নরূপ অপার্থিব ফল বিতরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে কল্পবৃক্ষ বলা হইয়াছে।

উজোর—উজ্জ্বল।
চঞ্চল—অবিরত নৃত্যপরায়ণ।
চরণ-কমল-তলে ঝঙ্করু—চরণতলে ঝঙ্কার করিতেছে। ভক্তগণ বিভোর হইয়া পদতলে নানা প্রকার ধ্বনি করিতেছেন।

পরিমলে লুবধ—সুগন্ধে লুব্ধ হইয়া।
ধাবই—ধাবিত হইতেছে।
সুরাসুর—দেব-চরিত্র এবং আসুরিক ভাবাপন্ন লোকেরা। বড় বড় ভক্ত ও সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিগণ এবং জগাই-মাধাইয়ের মত পাষণ্ডিগণ।
অগোর—অজ্ঞান। তাঁহার পদতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

অবিরত প্রেম- রতন-ফল বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

২

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
রজনী জাগাইতে অরুণ নয়ান ॥
অলসে অবশ গোরা কিছুই না চায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে দেখিতে না পায় ॥

অখিল.....পূর—সমস্ত বিশ্বের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে।
তাকর.....দূর—শুধু গোবিন্দদাস তাঁহার (তাকর) সেই চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে পড়িয়া আছে।

২। বৈষ্ণব পদাবলী কতকগুলি রস অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, যথা পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ ইত্যাদি। প্রত্যেক রসের পদাবলী এক একটি পালা হিসাবে গীত হইতে পারে। প্রত্যেক পালা আরম্ভ করিবার সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতে হয়। যে সকল গৌর-বিষয়ক পদ পালার ভূমিকা-স্বরূপে গীত হয়, তাহার নাম গৌরচন্দ্রিকা। প্রত্যেক রসের গান করিবার সময় সূচনায় সেই রসাশ্রিত গৌরচন্দ্রের অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং কোনও পালার গৌরচন্দ্রিকা শুনিলেই কোন্ বিষয়ের গান হইবে—অর্থাৎ মান, দান কিংবা গোষ্ঠলীলা তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল পদে মহাপ্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণের ভাবে লীলা করিতেছেন, কখনও বা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত—এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা গৌরাঙ্গের ভাব-বিলাস মাত্র। ভক্ত পদকর্ত্তৃগণ এই ভাবে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল পদের বর্ণিত ঘটনার সহিত তাঁহার জীবনের বাস্তব ঘটনার যে সর্ব্বত্র মিল আছে, তাহা নহে। ১ম পদটী

আজু রজনী বঞ্চিলা কারু সনে।
চাঁদ-মুখ শুকায়্যাছে কিসের কারণে ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা কেন কান্দে।
না জানি ঠেকেছে গোরা কার প্রেম-ফান্দে ॥

৩

চম্পক সোণ- কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর তনু লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি আনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে ॥

পূর্ব্বরাগের ও ২য় পদটি খণ্ডিতার গৌরচন্দ্রিকা। এই পদে শ্রীগৌরাঙ্গের উপর শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব আরোপিত হইয়াছে।

আবার পদকর্ত্তারা গৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অভেদ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সময় সময় গৌরাঙ্গের উপর শ্রীকৃষ্ণ-কৃত এমন সকল কার্য্যাবলী আরোপ করিয়াছেন, যাহা গৌরাঙ্গের চরিত্রের সহিত বাহ্যতঃ দেখিলে খাপ খায় না। কিন্তু ভাবরাজ্যে তাহার সঙ্গতি আছে; ২য় পদটি এই শ্রেণীর রচনা। সারারাত নিকুঞ্জে জাগিয়া পরদিন প্রভাতকালে শ্রীকৃষ্ণের যে যে অবস্থা ভাগবতে বর্ণিত আছে, পদকর্ত্তা গৌরাঙ্গের উপর সেইগুলি কল্পনায় আরোপ করিয়া কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের অভেদত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন। সারা রাত্রি কখনও কৃষ্ণ-প্রেম আস্বাদে তন্ময় হইয়া, কখন বা অভিমানে বিভোর অবস্থায় গৌরাঙ্গ লীলা করিয়াছেন; রাত্রি-জাগরণ হেতু চাঁদমুখ শুকাইয়াছে।

৩। চম্পক.....লাবণিরে—গৌরদেহের লাবণ্য চাঁপা, সোণ ফুল ও সুবর্ণ গিরিকে পরাজয় করিয়াছে।

উন্নত গীম—গ্রীবাদেশ সমুন্নত।

সীম নাহি আনুভব—তাঁহার আনুভবের (প্রেমের, প্রেমভাবের—অনুভব কথার বিকৃতি) সীমা নাই।

জগ-মনোমোহন—জগতের মনোমুগ্ধকর।

ভাঙনী—ভঙ্গী।

জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবনমণ্ডন কলিযুগ কাল-
ভুজগ-ভয় খণ্ডন রে॥ ধ্রু।
বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণী
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

৪

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥

মণ্ডন—অলঙ্কার, শোভা।
কলিযুগ.....খণ্ডন—কলিযুগরূপ কালসর্পের ভয় খণ্ডন করেন যিনি।
বিপুল.....কলেবর—অতিশয় (বিপুল) আনন্দে আকুল দেহ।
গরগর.. ...ভরে—প্রেমভরে অন্তর গরগর।
লহু—মৃদু।
কত মন্দাকিনী ..ঝরে—কত স্বর্গ-গঙ্গা নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।
নিজ রসে—নিজস্ব প্রেম-রসে।
ঢুলায়ত—ঘুরাইতেছে।
গাওত.....মেলি—কত ভক্ত মিলিয়া গান করিতেছে।
যো রসে.....ভেল—যে রসে, যে প্রেমবন্যায় সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল, গোবিন্দদাস (পদকর্ত্তা) সেই প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক্, তাহার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত রহিল।

৪। করতলে.....অবলম্ব—হস্তের উপর মুখ ন্যস্ত করিয়া আছেন (করতল দিয়া মুখখানি অবলম্বন করিয়া আছেন)।

পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥

৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধুলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায় ॥

পুনঃ পুনঃ.....পন্থ—"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়"।—চণ্ডীদাস। ঘর পন্থ—ঘর ও বাহির (পথ)।

খেনে.....একান্ত—"মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়।"—চণ্ডীদাস।

পুলক.....থেহ—পুলকে সমস্ত দেহ শিহরিত। পুলক মুকুলবর—আনন্দজাত রোমাঞ্চ; ভরু—ভরিল। রাধামোহন (পদকর্ত্তা) কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগোক্ত রাধা-ভাবের সঙ্গে এই পদের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত চৈতন্যদেবের প্রথম ভাবোচ্ছাসের সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন।

৫। এই পদে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধার ভাবে ভাবিত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

সুরধুনী—পবিত্র অশ্রুধারা; গঙ্গা যেমন পাপীর পাপ হরণ করেন, মহাপ্রভুর অশ্রুধারাও সেইরূপ জগতের উদ্ধারের জন্য।

মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
দিবস রজনী গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মান-ভাব গোরাচাঁদের বাসুঘোষ গায়॥

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাস

৬

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে।
ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর।
শচী বোলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর॥

মানে—কৃষ্ণের প্রতি অভিমান-বশতঃ; তিনি আমাকে কৃপা করিলেন না—এই অভিমানে!

কিছুই না ভায়—কিছুই প্রকাশ করিয়া বলে না।

গোঙায়—কাটায়।

ক্ষণে……গায়—ভাবের স্ফুরণ-বশতঃ সঘনে শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে, যেন ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছেন না—বাসুঘোষ বলিতেছেন গৌরাঙ্গ আজ মানে মগ্ন রহিয়াছেন।

মান ভাব—'নানাভাব' পাঠান্তর।

৬। এই পদে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বাভাস পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন।

বেশর—নোলক।

বজর—বজ্র।

থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥

৭

সুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল॥
শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা॥

৭। এই পদে শচী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরসন্ন্যাস-জনিত প্রথম শোকোচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। এই পদের মর্ম্মানুসারে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া, সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে একত্র ছিলেন, দেখা যায়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলেও সেইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা অন্যরূপ। যদিও এই পদে প্রচুর কবিত্ব আছে, আমাদের বিশ্বাস বৃন্দাবনদাস-বর্ণিত উক্তিই সত্য। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার ভূমিকায় প্রচুর আলোচনা আছে।

সুধা = শুধু, শূন্য।
সুধা খাটে—শূন্য পালঙ্কে।
মাথাত—মাথায়।
করুণা করিয়া—কাতর ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া।

তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥

তা শুনি নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জনে পথে ধায় দশ জনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥

সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চন নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌরহরি
পাছে যেন মস্তক মুড়ায়॥

৮

গোরাচাঁদ ছাড়ি যাবে নৈত্যা, ইথে
তরঙ্গরহিত জাহ্নবীধারা।
শম্ভু ভগবতী গণপতি মূর্ত্তি যত ছিল
হৈল মলিন পারা॥

ইতি উতি—চারিদিকে।

পাছে.....মুড়ায়—গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গিয়া মস্তক-মুণ্ডন-পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

৮। এই পদটি বিরহের গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে বৃন্দাবনের যে দশা হইয়াছিল, পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে ঠিক তাহাই নবদ্বীপে ঘটিয়াছিল।

পারা—প্রায়, তুল্য।

তরু লতা ফুল পল্লবিত নহে
না বিকাশে পুষ্প সুগন্ধ-হীনা।
তাহে না বৈসে না পিয়ে পুষ্প-রস,
না গুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী দীনা॥
পিককুল কলরব-বিরহিত
না নাচে ময়ূর ময়ূরী সনে।
সারি শুক নানা পাখী আঁখি ঝুরে,
নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে॥
ধেনুগণ হাম্বারবে না ধাওয়ে,
মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি।
ভণে নরহরি শোভাহীনা, দুঃখ
সম্বরিতে নারে নদীয়া খিতি॥

সন্ন্যাস

৯

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবানিশি পিয়ে গোরা নাম সুধাখানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥

ধৃতি—ধৈর্য্য।
নদীয়া খিতি—নদীয়াক্ষিতি—নবদ্বীপ দেশ।

৯ পিয়ে.....সুধাখানি—তদবধি গৌরাঙ্গের নামামৃত পান করেন।
কভু.....পরাণী—কবি বলিতেছেন গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায় উপবাসেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে শচীদেবীর আহারের পর পাতে সামান্য যাহা কিছু পড়িয়া থাকিত, তাহা খাইয়া কোনও রূপে জীবন-ধারণ করিতেন।

হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ-বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করয়ে কেহো কহি তার কথা।
প্রেমদাস-হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥

১০

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না যায় পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মোহান্ত-ঘরে বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ॥

১০। অরুণ-বসন—গেরুয়া বস্ত্র।
উচ্চ রায়—উচ্চ রবে, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের রোলে।
বিধাতা—হরিদাস ব্রহ্মার অবতার বলিয়া গৃহীত।
জ্বলন্ত অনল—রূপ-যৌবন-সম্পন্না রমণীতে মানুষের মন স্বভাবতঃ অনলে পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট হয়; কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হইলেন না কেন?
লেহ—স্নেহ, প্রেম। শুধু অতুলনীয় রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রী নহে; তাহার প্রগাঢ় প্রেমও উপেক্ষা করিলেন কেন?

কি কব দুখের কথা কহিতে মরম-ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী
বাসুঘোষ পড়ে মুরছিয়া ॥

১১

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুল পুরের ছন্দ ॥

ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই বা না পাই শচীরে দেখিতে
এহি অনুমানে যায় ॥

১১। জগদানন্দ—মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্ত, ইনি পুরীতে তাঁহার নিত্য সহচর ছিলেন। মহাপ্রভু খাওয়া-দাওয়াতে কঠোর ভাব অবলম্বন করিলে ইনি অভিমান করিয়া নিজে না খাইয়া থাকিতেন। এই অভিমান-পরায়ণতার জন্য ভক্তমণ্ডলী ইঁহাকে সত্যভামার অবতার মনে করিয়াছেন। একদা মহাপ্রভু ভক্ত-দত্ত সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই তৈল দ্বারা পুরীর মন্দিরে আলো জ্বালিবার আদেশ প্রদান করিলে জগদানন্দ এতটা চটিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আঙ্গিনায় সেই তৈলের হাঁড়িটি আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু জগদানন্দকে এইজন্য ভয় করিতেন ('জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।' চৈ চ)। মহাপ্রভু পুরীগমনের পরে শচীদেবীকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। এখানে সেই ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

গোকুল পুরের ছন্দ—কৃষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিলে তথাকার যে ভাব হইয়াছিল সেইরূপ। ছন্দ—ছাঁদ, ধারা, ন্যায়।

পাইবা.....যায়—শচী হয়ত চৈতন্যের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন কিনা এই আশঙ্কা করিয়া যাইতেছেন

লতা তরু যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা॥
শাখে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি
ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কারও মুখে নাহি রা।
মাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ে গা॥

১২

ক্ষণেক রহিয়া চলিলা উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
নদীয়া নগরে দেখে ঘরে ঘরে
কাহার নাহিক স্পন্দ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি॥

রাতা—রক্তবর্ণ; মেঘগুলি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ রাঙ্গা করিয়াছে।
মাধবীদাস—পদকর্ত্তা; তাঁহার ঠাকুর যে জগদানন্দ, তিনি নবদ্বীপের এই অবস্থা দেখিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

১২। না মেলে পসার—কেহ বিকিকিনি করে না।

দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করল যাই।
আধমরা হেন ভূমে অচেতন
পড়িয়া আছেন আই॥

প্রভুর রমণী সেহো অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসন
মুদল নয়ানে ধারা॥

দাস দাসী সব আছয়ে নীরব
দেখিয়া পথিকজন।
সুধাইতে তারে কহ দেখি মোরে
কোথা হৈতে আগমন॥

পণ্ডিত কহেন মোর আগমন
নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গসুন্দর পাঠাইল মোরে
তোমা সবারে দেখিতে॥

শুনিয়া বচন সজল নয়ন
শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন চলিল তখন
শ্রীবাস-মন্দিরে ধাইয়া॥

আই—মাতা; শচীদেবী।
সেহো—সেও।
মুদল—মুদিত।
দেখিয়া পথিকজন—পথিক জগদানন্দকে দেখিয়া।

শুনিয়া শ্রীবাস মালিনী উল্লাস
যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল অমনি ধাইল
পরাণ পাইল আসি॥
মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া
উঠাইল হাতে ধরি।
শুনি শচী আই সচকিত চাই
দেখিলেন পণ্ডিতেরি॥
কহে তাঁর ঠাই আমার নিমাই
আসিয়াছে কত দূরে।
কহ গো গোঁসাই মোরে সমুদয়
নতুবা প্রাণ বিদরে॥
দেখি প্রেমসীমা স্নেহের মহিমা
পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গৌরমণি যুগে যুগে জানি
তুয়া প্রেমবশ হয়॥
গৌরাঙ্গ-চরিত হেন রীত নীত
সবাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিল নদীয়া নগরে
সবাকারে সুখ দিয়া॥
চন্দ্রশেখর পশুর সোসর
বিষয় বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গ-চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিত॥

পণ্ডিতেরি—পণ্ডিতকে।

বিষয় বিষেতে প্রীত—বিষয়রূপ বিষেই সমধিক প্রীতি, সুতরাং অমৃততুল্য যে গৌরাঙ্গচরিত তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না।

১৩

নীলাচল পুরে গতায়াত করে
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাঁহা সবাকারে কাঁদিয়া সুধায়
যত নবদ্বীপ-বাসী ॥

তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ ? ধ্রু।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাহার নাম,
তারে কি ভেটিয়াছ ?

বয়েস নবীন গলিত কাঞ্চন
জিনি তনুখানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম বলয়ে সঘনে
নয়নে গলয়ে ধারা ॥

কখন হাসন কখন রোদন
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা শিমুলের কাঁটা
ঐছন সোণার গায় ॥

তারা বোলে আহা দেখিয়াছি তাঁহা
থাকেন সমুদ্র-কূলে।
তেঁহ জগন্নাথ আপনে সাক্ষাৎ
তারে কে মানুষ বলে ॥

১৩। পুলকের ছটা.....সোণার গায়—তাঁহার স্বর্ণঅঙ্গে আনন্দজাত রোমাঞ্চ (পুলকের ছটা) শিমুলের কাঁটার মত দেখাইতেছে।

ঐছন—সেইরূপ।

তাঁহা—তাঁহাকে।

তেঁহ—তিনি।

যেরূপ যে গুণ যে নাট-কীর্ত্তন
যে প্রেম-বিকার দেখি।
হেন লয় মনে তাঁহার চরণে
সদাই অন্তরে রাখি॥
গিয়া নীলাচলে ভাগ্যে সে ফলিল
দেখিনু চরণ তার।
প্রেমদাস গায় সেই গোরা রায়
প্রাণ ইহা সবাকার॥

১৪

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে।
মুড়াইছে মাথার কেশ ধ'রেছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করযোড় করি আগে দাঁড়াইলা মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিয়া চাঁদ-মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইল ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে উপায়॥

নাট—নৃত্য।
প্রেম-বিকার—প্রেমজনিত সাত্ত্বিক বিকার, যথা—স্বেদ, কম্প অশ্রু, পুলক ইত্যাদি।
ইহা—এই স্থানের (নবদ্বীপের)। সবাকার—অধিবাসিবৃন্দের।

১৪। ঝুরে—কান্দে। পড়াইল—পড়াইলাম।
ইহার লাগিয়া—ইহারই জন্য; তুমি অবশেষে সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ত্যাগ করিবে এইজন্য।

এ ডোর কৌপীন পরি' কি লাগিয়া দণ্ড ধরি'
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি'।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে ধরণী বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভদাস গোরাচাঁদের বৈরাগ
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥

১৫

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি' উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন পড়ি' যায়॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি॥

বিদার মাগে—বিদরিতে চায়; ফাটিয়া যাইতে চায়।

১৫। পতিত হেরিয়া কাঁদে—পতিত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া করুণায় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।
স্থির নাহি বাঁধে—তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মন অস্থির হইয়া যায়।
করুণ নয়নে চায়—সকরুণ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করে।
নিরুপম হেম.....যায়—অতুল্য স্বর্ণনিন্দিত উজ্জ্বল (উজোর) গোরার দেহ ঘন ঘন ভূমিতে পড়িয়া যায়।
নিছনি—বালাই।
পিরীতি-চাতুরী—তাঁহার প্রেমের বিচিত্র ভাব।

বরণ-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি- দুলহ প্রেমধন
দান করায়ে জগজনে ॥
ঐছন সদয় হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

১৬

সকল মোহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি' বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি'
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে ॥
শচী কহে, শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি' দিলে মন্ত্র কে শিখাইল কোন তন্ত্র
কিবা হৈল কিছুই না জানি ॥

বরণ-আশ্রম—বর্ণাশ্রম ; বর্ণাশ্রমের বিভিন্নতা, এবং ধনী বা দীন দরিদ্র কাহারও প্রভেদ বা দোষ গণ্য করে না।

বিহি—বিধাতা। দুলহ—দুর্লভ।

কমলা.....জগজনে—লক্ষ্মী শিব ও বিধাতার পক্ষেও যে প্রেম দুর্লভ, তাহা জগজ্জনকে বিতরণ করে। কয়ল—করিল।

প্রেমধনের.....গোবিন্দ দাস—সমস্ত পৃথিবীবাসীকে প্রেমধনের ধনী করিলেন—কেবল গোবিন্দ দাস বঞ্চিত রহিল।

গৃহমাঝে শুয়েছিনু ভালমন্দ না জানিনু
কিবা করে' গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা গেল
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষে ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি' ঈশানে দেখায় ঠারি'
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥

১৭

আজিকার স্বপনের কথা শুনলো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে শুইয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইয়ের গলার সাড়া পায়্যা।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলাটি ধরিয়া॥

১৬। কিবা করে' গেল রে ছাড়িয়া—কেমন করিয়া ছাড়িয়া গেল, তাহার কিছুই জানি না।

কেবা নিঠুরাই.....পাথারে ভাসাঞা—কে আমারে পাথারে (সমুদ্রে, অকূলে) ভাসাইয়া নিঠুরাই (নিষ্ঠুর ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা) করিয়া গেল।

শিরে করাঘাত.....ছাড়িয়া—বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান নিজের শিরে আঘাত করিয়া ইঙ্গিতে (ঠারি) সকলকে দেখাইলেন—গৌরাঙ্গ নদীয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন।

১৭। যে শ্রীবাস মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ অনুচর ছিলেন, এবং যাহার আঙ্গিনায় মহাপ্রভু প্রতি রাত্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন, মালিনী সেই শ্রীবাসের স্ত্রী ও

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আসিলাম নৈদ্যাপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হ'তে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
কি করিব কহগো উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥

১৮

হেদে গো মালিনি সই অদ্বৈত-মন্দিরে চল যাই।
নিমাঞি আইল তাহা কহিল নিতাই॥
সে চাচর কেশ-হীন কেমনে দেখিব।
দণ্ড-কমণ্ডলু দেখি' পরাণ ত্যজিব॥
এত বলি' শচীমাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
দুঃখিত বল্লভ যায় কান্দিতে কান্দিতে॥

শচীদেবীর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে শ্রীবাস চৈতন্যদেব হইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

১৮। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর ভবনে আসিয়াছেন, নিতাই সেই সংবাদ লইয়া নবদ্বীপে আসিলে শচীমাতা বলিতেছেন।

চাচর—কুঞ্চিত। বল্লভ—কবির নাম।

১৯

ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর॥
আচার্য্য গোসাঞি দেখিহ নিতাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি খেনে নাচিতে কীর্ত্তনে
পরাণে হইব হারা॥
শুনহ শ্রীবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস
ভূমিতলে গড়ি' যায়।
সোণার বরণ ননীর পুতলী
ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্ত্তন
হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি
দেখহ মায়ের দশা॥

১৯। আছাড়.....কর—যখন আছাড় খাইয়া পড়িবে তখন কঠিন মাটীতে কোমল অঙ্গে আঘাত লাগে এই জন্য ইহাকে ধরিও; নিজ কনিষ্ঠ ভাই বলিয়া এইটুকু দয়া করিও।

শুন ভক্তগণ.....নিশা—শচীদেবী কাহাকেও বলিতেছেন আমার নিমাই যেন আছাড় খাইয়া মাটিতে আঘাত না পায়—তাহাকে কীর্ত্তন সময়ে দেখিও। কাহাকেও বলিতেছেন দেখ দেখ নিমাই সোনার পুতলীর মত মাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছে এবং কাহাকেও বলিতেছেন রাত্রি অধিক হইয়াছে—এখন কীর্ত্তন থামাইয়া দাও।

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন শচীদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় চৈতন্যদেবের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া শচীদেবী এই সকল উক্তি করিতেছেন।

২০

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥
তো'সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুত্তলী নবদ্বীপ ছাড়ি' যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া ॥

২১

গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্ল্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ॥

২০। পসারিয়া—প্রসারিত করিয়া।
তো'সবারে—তোমাদিগের সকলকে।
কোরে—কোলে।
কাতরে—কাতর ব্যক্তিকে।
নয়ান—নয়ন, পদকর্ত্তারা সকলেই সংস্কৃতে কৃতী ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া শব্দের খাঁটি বাঙ্গালা রূপ রক্ষা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা নয়ন না লিখিয়া 'নয়ান', লাবণ্য না লিখিয়া 'লাবণী' প্রভৃতি ভাবের শ্রুতি-মধুর শব্দগুলি রক্ষা করিয়াছেন।
বিলাস—আনন্দ।

অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥

২১। অকিঞ্চন—ক্ষুদ্র, পতিত, নগণ্য ব্যক্তি।
বিনু—বিনা। সোঙরিয়া—স্মরণ করিয়া।

প্রার্থনা

প্রার্থনা

১

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥

১। দেই—দিয়া। জনু—যেন।

দেই তুলসী.....মোয়—তিল-তুলসী দ্বারা কোন জিনিষ দান করিলে তাহা আর ফিরাইয়া লইবার উপায় থাকে না—আমার এই দেহ তোমাকে তিল-তুলসী দিয়া সমর্পণ করিতেছি; অর্থাৎ এই দেহের উপর আমার দাবী একেবারে ত্যাগ করিলাম। তুমি ইহাকে যে ভাবে চালাইবে, ইহা সেই ভাবেই চলিবে। তোমারই মন্দিরের পথে আমার পা চলিবে, তোমার দিকে আমার চক্ষু চাহিয়া থাকিবে, তোমারই নাম আমার জিহ্বা জপ করিবে—ইত্যাদি। চণ্ডীদাসেও ঠিক এইরূপ আছে, যথা—"আমি কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু, তিল তুলসী দিয়া।"

গণইতে.....বিচার—যখন তুমি আমার দোষগুণের বিচার করিবে, তখন দোষ গণিতে যাইয়া—গুণলেশ আমার মধ্যে পাইবে না।

তুহুঁ জগন্নাথ.....কহায়সি—তুমি জগতের নাথ বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। আমার কেবল ভরসা এই যে তোমাকে জগতের নাথ বলে; আমি অতি অপরাধী হইলেও তোমারই জগতে বাস করিতেছি, অতএব একদিন আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

২

যতনে যতেক ধন পাপে বাটায়লি
মিলি পরিজনে যায়।
মরণক বেরি হেরি' কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি' যায়॥

কিয়ে—কিবা। করম—কর্ম্ম। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গে।

কিয়ে মানুষ.....পরসঙ্গ—কর্ম্ম-ফলবশতঃ কি মনুষ্য, কি পশু অথবা কীট-পতঙ্গ যেরূপ জন্মই না কেন আমি গ্রহণ করি—জীবনযাত্রার এই যাতায়াত-কালে—সকল জন্মেই যেন তোমার প্রসঙ্গে আমার মতি থাকে।

তরইতে—ত্রাণ পাইতে। ইহ—এই।

পদপল্লব—অপেক্ষা পদপলব (প্লব—ভেলা) অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

তিল এক—এক তিলের অর্থাৎ কিয়ৎক্ষণের জন্য।

২। বাটায়লি—বণ্টন করিলাম। পাঠান্তর—বটোরলোঁ=সঞ্চয় করিলাম।

যতনে.....বাটায়লি—অতি যত্নে যে সকল ধন পাপকার্য্যে বণ্টন করিয়া দিলাম, অর্থাৎ তোমার সেবায় না দিয়া যাহা নানা অনুষ্ঠানে ব্যয় করিলাম, তাহা পরিজনেরাই ভোগ করিল।

বেরি—বেলায়।

এ হরি ! বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি' পাপ-পয়োনিধি
পার হ'ব কোন উপায় ॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবলুঁ
কুসঙ্গে রহিলুঁ সদা মেলি'।
অমৃত তেজি' কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥
ভনই বিদ্যাপতি হেন মনে গণি
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেবা কোন মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥

৩

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।

বন্দো—বন্দনা করি। পাঠান্তর—বন্ধ=আবন্ধ।

যাবত জনম—জন্ম হইতে এতকাল।

সম্পদে.....ভেলি—সম্পদে বিপদ্ হইল ; কারণ সম্পদ্ না হইলে হয়ত তোমাকে ভাবিতাম।

কহিলে.....কাজে—এখন মুখের কথায় কি ফল হইবে ?

সাঁঝক বেরি.....মাগই—সন্ধ্যাবেলায় কে সেবা অর্থাৎ ভিক্ষা মাগে ?

হেরইতে.....লাজে—আমাকে শেষ সময়ে তোমার করুণা ভিক্ষা করিতে দেখিয়া হয়ত তোমারই লজ্জা হইতেছে।

৩। তাতল—উত্তপ্ত। সৈকতে—বালুতে।

সুত-মিত-রমণী-সমাজে—পুত্র, মিত্র ও স্ত্রীলোকের সমাজে।

• উত্তপ্ত বালুকা-রাশিতে এক বিন্দু জল পড়িলে যেমন তাহা নিমেষে নিঃশেষে শুষিয়া লয়, সেইরূপ পুত্র-মিত্র-রমণী-পরিবৃত সংসার আমার মন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ তোমায় যে ভজিব এমন একটু মতিও অবশিষ্ট রাখে নাই।

তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে ॥

মাধব, মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥

আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতিলুঁ,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা ॥

তোহে—তোমাকে। বিসরি'—বিস্মৃত হইয়া।
তাহে—তাহাদিগকে।
অব মঝু.....কাজে—এখন আমার কর্ত্তব্য কি ?
তুহুঁ.....বিশোয়াসা—তুমি জগৎ-ত্রাতা, দীনের প্রতি দয়াশীল, এই জন্যই তোমার উপর বিশ্বাস (বিশোয়াসা) রাখিতেছি—যেহেতু আমি জগতের একজন ও অতি দীন। অন্যত্র বিদ্যাপতি বলিতেছেন, "জগ বাহির নহি মুঞি ছার"—তুমি জগৎকে রক্ষা করিতেছ, আমি তো জগৎ ছাড়া নহি।
আধ জনম—অর্দ্ধজন্ম। নিন্দে—নিদ্রায়। জরা—বার্দ্ধক্য
আধ জনম... ..গেলা—জীবনের অর্দ্ধেক কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম ; তার পরে শৈশব এবং বার্দ্ধক্যেও অনেক সময় কাটিল।
চতুরানন—ব্রহ্মা, এক এক ব্রহ্মার পরমায়ু যুগ-যুগব্যাপী, এরূপ বহু ব্রহ্মা মরিয়া যাইতেছেন।
তুয়া—তোমার। সমাওত—প্রবেশ করে, লীন হইয়া যায়।

ভনয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি,
অব তারণ-ভার তোহারা॥

৪

ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন-
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ- জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥

শীত-আতপ বাত-বরিখ
এ দিন-যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে॥

আদি.....তোহারা—তুমি আদি ও অনাদির নাথ বলিয়া লোকে ঘোষণা করিতেছ—এখন (অব) তারণের (ত্রাণ করিবার) ভার তোমার (তোহারা)।

৪। অভয়-চরণারবিন্দ রে—যে পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে মানুষ নির্ভয় হয়।
দুলহ—দুর্লভ। আতপ—গ্রীষ্মকাল। বাত—ঝঞ্ঝা। বরিখ—বর্ষা।
কৃপণ দুরজন—দুষ্ট এবং কৃপণদিগকে (যাহাদিগকে অনেক তোষামোদ করিলে এবং ভালবাসা দিলেও অতি নিষ্ঠুর ও কৃপণের মত ব্যবহার করে—প্রতিদানে কুণ্ঠিত হয়।)
চপল—চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী।
সুখলব—সুখলেশ। ক্ষণস্থায়ী সুখলেশের জন্য তাহাদের সেবা করিলাম।

এ ধন-যৌবন পুত্র-পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন দাসী রে।
পূজন ধেয়ান আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে ॥

৫

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস
যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার
ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি,
হবে বৃন্দা গোপনারী।
দেহ হবে নন্দের পুরী,
স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন,
পাপভার গোবর্দ্ধন।
কামাদি ছয় কংস-চরে
ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥

পরতীত—প্রত্যয়, বিশ্বাস।
কমলদল-জল জীবন টলমল—পদ্মদলস্থ জলবিন্দুবৎ এই জীবন টল্‌টল্ করিতেছে।
পাদ-সেবন দাসী—শ্রীকৃষ্ণের পদসেবার দাসী। (কবি নয় প্রকার ভক্তি-লক্ষণের কথা বলিতেছেন।)

বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী,
মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ সদা হৃদি-গোষ্ঠে
পুরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥

আমার প্রেমরূপ যমুনা কূলে,
আশা-বংশীবট মূলে,
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে
সতত কর বসতি ॥

যদি বল রাখাল-প্রেমে,
বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞান-হীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি ॥

৬

সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
নিতাই-চৈতন্য-গুণ গাঞা ॥

৫। তিষ্ঠ সদা হৃদি-গোষ্ঠে—এই হৃদয়রূপ গোষ্ঠে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান কর।
পূরাও ইষ্ট—আমার অভীষ্ট পূর্ণ কর।
স্বদাস ভেবে—তোমার নিজ সেবক ভাবিয়া।
যদি বল.....দাশরথি—যদি তুমি বল যে তুমি রাখাল-প্রেমে বন্দী হইয়া ব্রজে আছ—আর কোথাও যাইতে পারিবে না, তবে এই দাশরথিকেও তোমার একজন অজ্ঞান রাখাল বালক বলিয়া মনে করিও।

চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাঞা।
মহতের দায় দিয়া ভক্তি পথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া॥
মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মাখালের ফল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া॥
চন্দন-তরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে
আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধু-সঙ্গ সার নাই বলরাম ছার
ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া॥

৬। মহতের দায় দিয়া—নিজেকে মহৎ বলিয়া বাহ্যতঃ প্রচার করিয়া।
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া—যে ব্যক্তি ভাঙ্গিয়া দেখে সে ফেলিয়া দেয়। মাকালের ফল দেখিতে অতি সুন্দর (ও ভাল)।
চন্দন.....বায়ু দিয়া—চন্দন-তরুর নিকট অপরাপর যে সকল তরুলতা থাকে, তাহাদিগকে চন্দন-তরু নিজের গায়ের সুগন্ধ বাতাস দিয়া নিজের মতন (আত্মসম) করিয়া লয়। সাধু-সঙ্গেও এই রূপ ফল হয়।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা

বাল্যলীলা ও কালিয়দমন

১

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন
বাজত কিঙ্কিণী তাঁহি রসাল॥
স্থল-পঙ্কজ-দল জিনিয়া চরণতল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ- চান্দ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন-লোভা॥
মণি-আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চান্দ-বদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

২

দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারিভিত॥

১। তাঁহি—তাহাতে। রসাল—রসযুক্ত, মধুর। কিয়ে—কিবা।
হেরইতে—দেখিতে। জগ-মন-লোভা—জগজ্জনের মনোমুগ্ধকর।

হেদে রে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এ-ঘর ও-ঘর করি গোপাল লুকায়॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল ভুবনপতি যায় পলাইয়া॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে॥
রাণীর কোল হইতে গোপাল গেল পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপালে না দেখিয়া॥
ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইলা আকুল॥
কার ঘরে আছে গোপাল বলে ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে।
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাল্য মায়ের ডরে॥
ঘনরাম দাসে কহে থির কর মন।
প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন॥

৩

আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
স্তোক-কৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে॥

২। নবনী—নবনীত। খেদাড়িয়া—তাড়াইয়া। পালাঞা—পালাইয়া। উকটিল—খুঁজিল। একটি পদে আছে—

"একদিন ননী খাইয়া ছিলাম লুকাইয়া।
মরিতে ছিলেন মা আমায় না দেখিয়া॥"

সভাকার—সবাকার, সকলের।

৩। রঙ্গিয়া—রঙ্গিন।

কটি কাছনি বঙ্কিম ধটি বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কাণে কুণ্ডল-খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ বালা॥
স্ফুট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনু শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা॥

৪

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা-বেত্র-বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাড়াঞা রাজপথে॥
বিশাল অর্জ্জুন জান রুক্মিণী অংশুমান্
সাজিয়া সভাই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥

কটি কাছনি.....ধটি—কটি বেড়িয়া মালকোঁচা বঙ্কিমভাবে পরা।
কাঁখে—কক্ষে।
জিতি—জয় করিয়া।
গো-ছান্দন.....কান্ধহি—স্কন্ধে গরু বাঁধিবার দড়ি।
৪। ভালে—কপালে।
দাড়াঞা—দাঁড়াইয়া (অপেক্ষা করিতেছে)।
বিশাল.....অংশুমান্—সখাদের নাম।

চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে ধাইবে বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোষ্ঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥

৫

কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি।
চূড়া বান্ধি ধড়া পরি বসি রয়্যাছি॥
মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িবে সঙ্কটে॥
একদিন ননী খাইয়া ছিলাম লুকায়্যা।
মরিতে ছিলেন মা আমায় না দেখিয়া॥

জানিরে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে।
সামান্য ননীর তরে বান্ধ্যাছিল গাছে॥
যমল অর্জ্জুন যখন চাপ্যাছিল গায়।
তখন তোর মা নন্দরাণী আছিল কোথায়॥

৬

গোঠে যাব মা গো, গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে॥
পীত ধড়া দে গো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥

৫। 'জানিরে তোর' ইত্যাদি—পদগুলি শ্রীদামের উক্তি।

শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটি পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণি ॥

৭

গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বান্ধিল ॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জামাল ॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে ॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া ॥

৬। মনের আরতি—মনের ইচ্ছা ও আগ্রহানুসারে।
ধটি—ধড়া, ধুতি।
টালনি—ভঙ্গী।
কাতর পরাণি—বিদায়ের সময় উপস্থিত হওয়াতে রাণী কাতর হইলেন।

৭। নন্দরাণী না পারিল—বনে বিদায় দিবার সাজ-সজ্জা পরাইতে মায়ের মনে বিষম কষ্ট হইল, এজন্য তিনি পারিলেন না।

বলরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে ॥

৮

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি যে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া তুমি না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ জাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব ॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥

অমনি.....হেরিতে—সাজ-সজ্জা হইয়া গেলে তখনই রাণী কানুর মুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

৮। সভারে—সবাকারে, সকলকে।
আগে—অগ্রভাগে। বিহি—বিধাতা। তেঞি—সেই জন্য।
বাধা—পাদুকা, খড়ম। পদকর্ত্তা রাখালের ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, আমরা পথে তোমার গোপালের পাদুকা যোগাইয়া দিব; তাহার পায়ে কুশাঙ্কুরটিও বিঁধিবে না।

৯

সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈয়া।
অভাগিনী রইল তোমার চাঁদমুখ চাঞা॥
থাকিহ শ্রীদামের সঙ্গে চরাইহ বাছুরী।
জোরে শিঙ্গা রব দিও পরাণে না মরি॥
এ ক্ষীর নবনী এই খেতে তোরে দিনু।
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মৈনু॥

১০

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু বাজাইও মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥

৯। চাঞা—চাহিয়া।
জোরে.....মরি—উচ্চৈঃস্বরে শিঙ্গা বাজাইও, যেন সেই শব্দ আমরা এখান হইতে শুনিতে পাই; সেই শিঙ্গারব শুনিলে আমার প্রাণ থাকিবে, অন্যথা প্রাণ-বিয়োগ হইবে।
মৈনু—মরিলাম।

১০। শপতি—শপথ, দিব্য। রিপু-ভয়—শত্রুর ভয়।

ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

১১

গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে॥
দধি-মন্থন-কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির নাহি করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি কভু খেলে যাঞা
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥

চাহি—ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া।
কারু.....বড় ধেনু—কাহারও কথায় বড় গরুগুলি চরাইতে যাইও না।
হাত.....মাথে—আমার মাথায় হাত তুলিয়া ঐ সকল কথা দিব্য করিয়া বল।
রবি—রৌদ্র।
বাধা পানই—পাদুকা; 'পানই' শব্দ উপানৎ হইতে আসিয়া থাকিবে।
উপানৎ—জুতা।

১১। না জীব পরাণে—তাহা হইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না।

গোপাল যাবে বাথানে কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি
নয়ানে নিমিখে হই হারা॥

গোপাল আমার পরাণ-পুতলি।
তোমারে সঁপিয়া রাম কিছু সন্দেহ নাই
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি॥

১২

নন্দরাণী গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি-অবসান কালে গোপালে আনিয়া দিব
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥

সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ো গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥

সকালে আনিব ধেনু বাজাইয়া শিঙ্গা-বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়ারে।
গোপকুলে উতপতি গোধন-চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে॥

বাথানে—গোষ্ঠে, গোচারণের স্থলে। কোরে—কোলে।
নয়ানে.....হারা—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহাকে হারাই।

১২। বেলি—বেলা। সোঁপি—সমর্পণ করিয়া।
যাচিয়া—নিজে প্রার্থনা করিয়া, সাধিয়া।
গোপকুলে.....ঘরে—গোয়ালার ঘরের ছেলের গরু চরানই ব্যবসায়, সুতরাং ঘরে বসিয়া থাকিতে নাই।

শুনিয়া বলাইয়ের কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেম-জলে
হেরইতে কানাইয়ের বয়ানে॥

১৩

বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোষ্ঠে সাজাইছ॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশ বার খায়।
এ হেন দুধের ছাওয়াল বনে বিদায় দিয়া
দৈবে মরিবে বুঝি মায়॥
জনম ভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী
তাহে পাইলাম এ দুঃখ-পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মা কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ-কোঙরা॥

হেরইতে—দেখিতে।

১৩। যারে.....সাজাইছ—যাকে আমি ঝিনুকে করিয়া জোর করিয়া (চিয়াইয়া) দুধ খাওয়াইতে পারি না, এমন শিশুকে তুমি গোষ্ঠের জন্য সাজাইতেছ।

জনম ভাগ্য করি—জন্মের ভাগ্যবলে।

এ দুঃখ-পাসরা—এই দুঃখহরণ ছেলেকে পাইয়াছি। দুঃখ-পাসরা—যে দুঃখ বিস্মৃতি করাইয়া দেয়।

দুধ-কোঙরা—এই দুধের ছেলে (কুমার) বনে যা'ক—মা কি এই কথা ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতে পারে?

১৪

কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন শুনি নাই চান্দমুখের বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকাঞাছে হিয়া॥
মলিন হইয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ভ্রমিলা কোন গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
এক দিঠ হইয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে॥

১৫

আজু বন-বিজয়ী রাম কানু।
আগে পাছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু॥
সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল।
সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল॥
কারু নীল কারু পীত কারু রাঙ্গা ধড়ি।
সুরঙ্গ চতুনা মাথে বিনোদ পাগুড়ি॥

১৪। দিঠ—দৃষ্টি।

এ দাস.....দেখ্যাছে—বলাই পদকর্ত্তার নাম; পদকর্ত্তা বাৎসল্য-রসে নিমগ্ন হইয়া বলিতেছেন—কানুর এই কষ্ট তিনি কেন দেখিলেন!

১৫। ধড়ি—ধটি, ধুতি। ধড়া বা ধটি হইতেই ধুতি শব্দ উদ্ভূত, তথাপি পূর্ব্বোক্ত দুইটি শব্দ হইতে ধুতির অর্থ কালক্রমে একটু প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। ধুতি বলিতে যাহা এখন বুঝি তাহা ধড়ি বা ধটি হইতে অনেক দীর্ঘ।

চতুনা—মস্তকে বাঁধিবার সূক্ষ্ম বস্ত্র।

কারু গলে গুঞ্জা-গাভা কারু বনমালা।
রাখালের মাঝে নাচিছে চিকণ কালা॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনি-মন ভুলে।
ঝাঁপিল রবির রথ গো-খুরের ধূলে॥

রাখাল-রাজা

১৬

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে॥

অশোক-পল্লব করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥

স্তোক-কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞি ঠাঞি বানায় থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥

গাভা—গুচ্ছ। চিকণ—সুন্দর।
ঝাঁপিল—অন্ধকার হইল।
গো-খুরের ধূলে—গরুর খুরের ধূলিতে।

১৬। স্তোক-কৃষ্ণ—কৃষ্ণের জনৈক সখা, যথা "স্তোক-কৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে" আর একটি পদে পাওয়া যায়।

করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান্ করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালায়।
বটু করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্ব্বাদ-বাণী
দাম সুদাম নাচে গায়॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস-কেলি।
এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি॥

কালিয়দমন

১৭

কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ যাহা রহে
বিষজল দহন সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥
বিষ উথলিয়ে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরিয়াছে কত
বিষজ্বালা সহিতে না পারে॥

বটু—ব্রাহ্মণ-বালক। এখানে মধুমঙ্গল, ইনিই কৃষ্ণসখাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণ রাখাল-রাজা সাজিলে মধুমঙ্গলই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সাজ পরিতেন।
রস কেলি—আনন্দদায়ক ক্রীড়াকৌতুকাদি।

১৭। দহে—নদীর কোন অংশের চারিদিক্ শুকাইয়া যে একটা জলাশয় থাকিয়া যায়, তাহাকেই 'দহ' বলে। বড় হইলে উহা হ্রদ নামে অভিহিত হয়। দহন—অগ্নি। পাঞা—পাইয়া।

দেখি যদুনন্দন দুষ্ট সর্প-বিনাশনে
উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মাল্‌সাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালীদহ-জলে ॥
দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুল মন
পড়ে সবে মুরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেকে চেতন সবে পাঞা ॥
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে
ধেনু বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানি
মাধব অবনী পড়ি যায় ॥

১৮

দিবসে আন্ধার গোকুল নগর
সঘনে কাঁপয়ে মহী।
রুধির বরিখে নয়ান নিমিখে
সভাই হেরয়ে অহি ॥
নন্দ যশোমতী গোপ গোপী তথি
বিচার করয়ে মনে।
বলরাম বিনে সখাগণ সনে
কানাই গিয়াছে বনে ॥

সর্প-বিনাশনে—সর্পকে বিনাশ করিবার জন্য। ফুকরি—চীৎকার করিয়া।
থির নাহি বান্ধে—মন স্থির করিতে পারে না। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।
পাষাণ.....পানি—পাষাণ দ্রব হইয়া জলে পরিণত হইল।

১৮। বরিখে—বর্ষণ করে। নিমিখে—নিমিষে। সভাই—সবাই।
তথি—তথায়।

যশোমতী কহে দারুণ স্বপন
দেখিনু রজনী-শেষে।
আমার গোপালে ভুজঙ্গে বেড়ল
জরিল বিষম বিষে॥

ব্রজবাসী কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা
শুনিয়া চলিল ধাই।
যথা শিশুগণ করয়ে রোদন
তাঁহাই মিলিল যাই॥

ঝাঁপ দিল জলে শুনিয়া সকলে
বালকগণের মুখে।
অবনী-মাঝারে মুরছি পড়য়ে
মাধব কান্দয়ে দুখে॥

১৯

কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চস্বর করি
কোথা রে গোকুলচন্দ্র।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে
ভুজঙ্গে হইলা বন্ধ॥

অপুত্রক হৈয়া মন্দির লইয়া
আছিনু পরম সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জনমি
শেল দিয়া গেলা বুকে॥

বেড়ল—ঘিরিয়া ধরিল। জরিল—জর জর করিল।

১৯। ভুলি.....বোলে—কাহার কথায় প্রতারিত হইয়া।
বন্ধ—বন্ধন-যুক্ত, আবদ্ধ। মন্দির লইয়া—শূন্য গৃহ লইয়া।

নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা
বিচারিলা অদভুত।
কি দোষ পাইয়া লইলা কাড়িয়া
আমার সোণার সুত॥
শিরে কর হানে বিষ-জল পানে
সঘনে খাইতে যায়।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায়॥
নন্দঘোষ কান্দে থির নাহি বান্ধে
ভূমে পড়ি মুরছায়।
গোপগণ তাহা হেরিয়া কান্দয়ে
মাধব প্রবোধে তায়॥

২০

ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সবায়॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ॥

বিষ-জল পানে—কালীদহের বিষপূর্ণ জলের দিকে।
পসারি—প্রসারণ করিয়া।
থির নাহি বান্ধে—স্থৈর্য্য-রক্ষা করিতে পারে না।

বলরাম রাখে সবায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিবে কালী-দমন করিয়া॥

২১

সহচরী সঞে রাই ক্ষিতিতলে লুঠই
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছায়।
কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই
কো পরবোধব তায়॥
হরি হরি কি ভেল বজর-নিপাত।
কাহে লাগি কালিন্দী বিষ-জলে পৈঠল
সো মঝু জীবন-নাথ॥
চৌদিশে সবহু রমণীগণ রোয়ত
লোরহি মহী বহি যায়।
বিগলিত ভরম সরম সব তেজল
ঘন রোয়ত উভরায়॥

২০। কালী-দমন—কালিয়নাগকে দমন।

২১। সঞে—সঙ্গে। লুঠই—লুটাইয়া পড়িলেন।
ক্ষণহি ক্ষণহি—ক্ষণে ক্ষণে। মুরছায়—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।
তোড়ি—খুলিয়া ফেলিয়া, আলুলায়িত করিয়া।
পরবোধব—প্রবোধ দিবে। ভেল—হইল।
বজর-নিপাত—বজ্রপাত। কাহে লাগি—কিসের জন্য।
পৈঠল—প্রবেশ করিল। মঝু—আমার।
রোয়ত—রোদন করিতেছে। লোরহি—চক্ষের জলে।
মহী—পৃথিবী। বহি যায়—ভাসিয়া যায়।
বিগলিত.....উভরায়—সকল প্রকার ভব্যতা (ভরম) শিথিল হইল (বিগলিত) এবং সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে (উভরায়) রোদন করিতে লাগিল (রোয়ত)।

বিষ-জল পানে কোই কোই ছুটই
কোই না বান্ধই কেশ।
মাধবদাস সবহুঁ পরবোধই
গদ গদ বচন বিশেষ ॥

২২

ব্রজবাসিগণ জীবন শেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটন বেশ ॥
কালিয়া-ফণায় নটন রঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবন-সঙ্গ ॥
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান ॥
ফণায় ফণায় দলন করি।
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি ॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ।
উগরে অনল সমান বিষ ॥

বিষ-জল.....কেশ—কেহ কেহ বা (কোই) আলুলায়িত কুন্তল না বাঁধিয়াই (বান্ধই) বিষ-জল পান করিবার জন্য (পানে) ছুটিল (ছুটই)।

পরবোধই—প্রবোধ-দান করিলেন। সবহুঁ—সকলকে।

২২। নটন—নৃত্যশীল।

হেরি.....সঙ্গ—দেখিয়া যেন (জনু) দেহ পুনরায় জীবনের সঙ্গে একত্র হইল, অর্থাৎ দেহে প্রাণ আসিল।

মরণ-শরীরে—মৃত দেহে।

হেরিয়া.....মান—তাঁহাকে দেখিয়া সকলে (সবহুঁ) মনে করিলেন (মান) যে তাঁহাদের দেহে পুনরায় প্রাণ আসিয়াছে।

ঐছন—ঐরূপ।

ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি।
ভুঞ্জয়ে চরণ-নখর-শশী॥
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজমণি হরিষ মতি॥
ফণিপতি-মতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণ নিত॥
ফণিপতি বরে অভয় করি।
জল সঞে তীরে আইলা হরি॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ-সাগরে॥

২৩

ব্রজ-নিজ-জন হেরি আনন-চন্দ।
হেরই ভুখল চকোরক-ছন্দ॥
কাহুক বয়ানে না নিকসয়ে বাত।
কর-সরসীরুহে মাজই গাত॥

ভুঞ্জয়ে—ভোগ করে। সর্প-রাজের মাথার উজ্জ্বল মণিগণ খসিয়া পড়িল সর্পরাজ মণিহারা হইয়াও কৃষ্ণনখ-চন্দ্রের শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া সেই সুখই উপভোগ করিতে লাগিল।

বরে—বরদান দ্বারা। সঞে—হইতে।

২৩। ব্রজ-নিজ-জন...ছন্দ—ব্রজবাসী স্বজনগণ (ব্রজ-নিজ-জন) শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র (আনন-চন্দ) দেখিয়া (হেরি) চকোরের মত করিয়া (ছন্দ) দৃষ্টি দ্বারা (হেরই) সুধা পান করিল (ভুখল)।

কাহুক—কাহারও। না নিকসয়ে—বাহির হয় না। বাত—কথা।

কর-.....গাত—পদ্মতুল্য কোমল হস্ত দ্বারা (কর-সরসীরুহে) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গায়ে (গাত) হাত বুলাইতে লাগিলেন (মাজই—মার্জ্জন করিতে লাগিলেন)। ব্রজবাসীদের মনের অবস্থা তখন এরূপ

বিষ-জলে জনু দাহন ভেল।
ব্রজ-প্রেমামৃতে শীতল কৈল॥
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহুঁ আলিঙ্গয়ে গদ গদ ভাষ॥
সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক॥
পূরল মনোরথ দরশ-রস-পানে।
আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে॥
দ্বিজকুল আকুল আনন্দে ভাস।
নিরখি নিরাপদ মাধবদাস॥

যে ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তাহারা নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে নিজেদের কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বিষ-জলে.....কৈল—বিষাক্ত জলে (বিষ-জলে) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ পুড়িয়া যাইবার মত (জনু) হইতেছিল (দাহন ভেল), ব্রজবাসীদের প্রেমামৃত তাহা শীতল করিল (কৈল)।

যৈছন.....সম্ভাষ—যে যেমন, তাহাকে সেইরূপ সম্ভাষণ করিলেন, অর্থাৎ যে যেরূপ সম্ভাষণের যোগ্য, তাহাকে সেইরূপে সম্ভাষণ করিলেন।

সহচরীগণ.....দেখ—সহচরীগণ তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিল।

ঈষদ্.....অভিষেক—আবার (প্রেমপূর্ণ) কটাক্ষ (অপাঙ্গ-দৃষ্টি) দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিল (প্রেমরসে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিল)।

সুবদনী—সুমুখী ; এখানে শ্রীরাধা। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

পূর্ব্বরাগ

পূর্ব্বরাগ

১

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

১। এই কবিতাটি প্রথমতঃ নাম শোনার প্রসঙ্গ-শ্রবণ; সামান্য নায়ক-নায়িকার নাম শুনিয়া প্রেম উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ নামের মাধুর্য্য—ইহাও ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ। তৃতীয়তঃ নাম জপ (মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপঃ)—ইহাও ভগবৎ-প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না। চতুর্থতঃ "যেখানে বসতি তার"—ইত্যাদি, তিনি সর্ব্বব্যাপী। এখানেও তিনি আছেন এই উপলব্ধি জন্মিলে সে ব্যক্তি মুহূর্ত্তের জন্যও সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, তখনই তাহাকে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় ("যুবতী-ধরম কৈছে রয়")। স্ত্রীলোকেরা উপযাচিকা হইয়া আত্মসমর্পণ করে না, কিন্তু ভগবানের আকর্ষণ এত বেশী যে, তাহাতে মানুষ নিজের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া তাঁহার পায়ে সমর্পণ করিতে উদ্যত হয়।

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল-নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

২

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

পরতাপে—প্রতাপে।

ঐছন—এইরূপ ('অবশ'); শুধু নামের প্রতাপে অর্থাৎ নাম জপ করিতে করিতে যখন আমার অঙ্গ এইরূপ অবশ হইয়া আসিতেছে, প্রাণ আকুল করিতেছে, তখন তাঁহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়!

সেখানে থাকিয়া গো—'নয়নে দেখিয়া গো'—পাঠান্তর। তখন অর্থ এইরূপ হইবে—সেই নামের বসতি যেখানে অর্থাৎ যে দেহে, সেই দেহ বা রূপ দেখিয়া যুবতী-ধর্ম্ম (সতীত্ব) কেমন করিয়া থাকে?

আপনার যৌবন যাচায়—কুলবতী অর্থাৎ সতী-সাধ্বী রমণীগণ সেই নাম শুনিয়া এবং রূপ দেখিয়া আপন আপন রূপ-যৌবন (অর্থাৎ সর্ব্বস্ব) সাধিয়া ডালি দেয়।

সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমে যে অপূর্ব্ব আত্মসমর্পণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ভগবৎ-প্রেমের উন্মাদনা ও সর্ব্বপ্রকার আত্মাভিমান-বিলয়ের জাগতিক উদাহরণ। এই ধারণাই 'পূর্ব্বরাগের' ও 'অনুরাগের' কবিতাগুলির মূলে নিহিত রহিয়াছে।

২। এই পদে চণ্ডীদাস রাধার পূর্ব্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম ভগবৎ-

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥

প্রেমের আবির্ভাব হইতে মহাপ্রভু একা নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন।—চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

এই পদটি এবং পরের পদটিতে সখীদিগের মধ্যে কথোপকথন হইতেছে।

ধেয়ানে—ধ্যানে।

না চলে.....তারা—মেঘ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই নিশ্চল ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। মহাপ্রভুর সম্বন্ধে—

"মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন।" চৈতন্যভাগবত।

বিরতি আহারে—যতি-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে উপবাস। মহাপ্রভু প্রথম প্রেমাবেশে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাঙ্গাবাস পরে—গেরুয়া রঙ্গের কাপড় পরিধান করে—রাধা নীলাম্বরীই পরিতেন, কিন্তু এক্ষণে যোগিনীর মত বেশভূষার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। এখানে স্পষ্ট সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি ইঙ্গিত। এই সকল পদে চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর "আগমনী" গান করিয়াছেন।

যেমত যোগিনী পারা—এখানে ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট।

এলাইয়া...চুলি—ফুলের গাঁথুনি খুলিয়া ফেলিয়া চুলের বর্ণ নিবিষ্টভাবে দেখিতে থাকে। কারণ তাহাতে কৃষ্ণের বর্ণ দেখিতে পায়।

চুলি—চুল।

একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

৩

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই এমন কেন বা হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥

একদিঠ.....নিরীক্ষণে—ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে কৃষ্ণের নীলাভকৃষ্ণ বর্ণ আছে—এজন্য একদৃষ্টে তাহা দেখিতে থাকে।

একদিঠ—একদৃষ্টি।

৩। তিলে তিলে—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। উচাটন—উদ্বিগ্ন। দুরজন—দুর্জ্জন।

গুরু.....পাইল—গুরুজনকে ভয় করে না, দুর্জ্জনের নিন্দাবাদে ভয় নাই, কোন দেবতা ইহাকে পাইয়া বসিয়াছেন।

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে॥

৪

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই-কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলো রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিছিব আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায়ে বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥

তাহার চরিতে.....চাঁদে—তাহার চরিত্র দেখিয়া এমন মনে হয় যে সে চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে, অর্থাৎ অতি দুর্লভ কোন সামগ্রী পাওয়ার জন্য আশা করিয়াছে।

৪। এই পদটি শ্রীরাধিকার উক্তি। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে গৃহীত।
বড়ায়ি—বৃদ্ধা গোপী, বৃন্দাবনে যোগমায়া, রাধা-কৃষ্ণের মিলনের সহায়।
কালিনী—কালিন্দী, যমুনা।
নই—নদী। বেআকুল—ব্যাকুল।
শবদেঁ—শব্দে। মো—আমার।
আউলাইলো—এলোমেলো হইয়া গেল, আমার রান্নার কাজে বিঘ্ন ঘটিল।
হআঁ—হইয়া। নিছিব—আপনাকে উৎসর্গ করিব।

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণি॥

হারায়িলোঁ—হারাইলাম।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই পদটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—এরূপ পদ চণ্ডীদাসের আর কোন কাব্যে আছে কি না জানি না। ইহার উপর চণ্ডীদাসের করুণরসমিশ্র কবিত্বের এমন একটা অপূর্ব্ব ছাপ আছে, যাহাতে সমস্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন এই পদের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া—তাহা যে আমাদেরই চণ্ডীদাসের রচিত তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। যমুনার কূলে এ কে বাঁশী বাজাইতেছে, সে অপরিচিত—কিন্তু তাহার বাঁশীর সুর হৃদয়ের নিকট কত চেনা! এই গোকুলের গোচারণের মাঠে কে এমন বাঁশী বাজাইতেছে! বাঁশীর সুরে আমার দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে, এবং মন এমনই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে যে আমি কিছুতেই ইহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না; আমার রান্নার জিনিষ এলোমেলো হইয়া পড়িল, আমি কি করিতে যাইয়া কি করিতেছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না—সমস্ত ভুল হইয়া গেল! কে এমন ধারা বাঁশী বাজাইতেছে—সে কে তা'তো আমি জানি না, তথাপি তাহার বাঁশীর সুর আমাকে এমনই ভাবে টানিতেছে যে আমার মনে হইতেছে তার পায়ে নিজকে বিলাইয়া দিয়া আমি তাহারই হই। সে কোন্ আনন্দ-ধাম হইতে বাঁশী বাজাইতেছে—বাঁশীর সুর সেই আনন্দে ভরপূর, কিন্তু আমি তার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার ঘরকন্না হইতে—আমার বাঁধা গৃহস্থালী হইতে—সে আমাকে টানিয়া বাহির করিয়া পথে দাঁড় করাইতেছে? সেই সুরে আমার চোখের জল বাধা মানিতেছে না, মনে হইতেছে আমি এই সুরে প্রাণ হারাইব! চণ্ডীদাসের কত পদে যে এই বাঁশীর সুরের কথা আছে তাহার ঠিকানা নাই—

"কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥"

প্রভৃতি পদে রাধা বিনাইয়া বিনাইয়া সেই মর্ম্মভেদী বাঁশীর সুরের কথা বলিতেছেন। তিনি ঘরকন্না করিবেন বলিয়া সমস্ত সাজাইয়া রাখিয়াছেন, এমন সময় ডাক আসিল একেবারে সেই পুরুষ-বরের নিকট হইতে। আনন্দময়ের সুর যার কাণে পৌঁছিয়াছে—সে কি করিয়া ঘর-সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকিবে? সাধের সংসারের সাজগোছ ফেলিয়া তাহাকে সাধনার দুর্গমবনে ছুটিয়া যাইতে হইবে।

৫

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে নাহি পুছ॥

৫। যত.....ধায় রে—আমার ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে তাহার বশীভূত। যতই চিত্তকে আয়ত্ত করিতে চাই, ততই তাহা বিগ্‌ড়াইয়া যায়। অন্য পথে যাইতে চাই, কিন্তু তাহার মন্দিরের পথে পদ দুইটি আপনা আপনি ধাবিত হয়। আন—অন্য।

যার নাম নাহি লই—যাহার নাম লইব না বলিয়া মনে করি।

পরসঙ্গ—(তাহারই) প্রসঙ্গ।

ধিক্.....অনুভব—আমার ইন্দ্রিয়গণকে ধিক্, তাহারা আর আমাকে মানে না। সর্ব্বদা সেই কানু আমার অনুভবের বিষয় হইয়া আছে।

ভাল ভাবে.....পুছ—(অর্থাৎ গোপনে রাখিও—অনুরাগের কথা, সাধনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই।) তুমি সুখেই আছ (অর্থাৎ এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ সর্ব্বথা শুভলক্ষণ)—তোমার মর্ম্মের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না।

৬

শুনলো প্রাণের সই মরম কথা তোরে কই
গিয়াছিলাম যমুনারি জলে।
নন্দেরি নন্দন কানু করেতে মোহন বেণু
ব্যাধ-ছলে কদম্বেরি তলে॥
দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগ সেই কালে পড়িল ব্যাধের জালে
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল॥
ধৈর্য্যশালা-হেমাগার গুরু-গৌরব-সিংহদ্বার
ধরম-কবাট ছিল তার।
বংশীরব বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূমি করিল আমায়॥
(আমার) দম্ভশালে মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি আবেশে পলাল ছুটি
লুকাইয়া রৈল কোন্ দেশে॥

৬। ব্যাধ-ছলে.....পড়িল—কৃষ্ণকে ব্যাধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ব্যাধ যেমন প্রলোভন-জনক চার (মৎস্য ও পাখীর খাদ্য) দিয়া ও নলে আঠা মাখাইয়া পাখী ধরে, কৃষ্ণ তেমনই হাস্য-সুধা-চার ফেলিয়া ও অঙ্গকান্তির আঠা দিয়া আমার নয়ন-পাখীকে ধরিয়াছেন।

ধৈর্য্যশালা-.....তার—ধৈর্য্যকে স্বর্ণময় প্রাসাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই সুবর্ণ-প্রাসাদের সিংহদ্বার—গুরুজনের গৌরব, এবং বিশাল কবাট—ধর্ম্ম।

দম্ভশালে.....-অঙ্কুশে—অভিমানের সহিত মত্ত হস্তীর ও কটাক্ষের সঙ্গে অঙ্কুশের তুলনা করা হইয়াছে।

আছে শুধু প্রাণ বাকি তাও বুঝি যায় সখি
কি করব কহবি উপায়।
শ্যামানন্দদাসে কয় শ্যাম ত ছাড়িবার নয়
পার যদি ধর গিয়া পায়॥

৭

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিঁদ যাই মনের হরষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ জা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥

৭। দে—দেহ। শাওন—শ্রাবণ। দেয়া—মেঘ। চীর—বসন।
শিখণ্ড-রোল—ময়ূরের কেকাধ্বনি।
হৃদয়ে লাগল দেহ...বাণী—আমার বক্ষে তাঁহার দেহ ঠেকিল এবং তাঁহার মধুর বাণীতে আমার কর্ণ ভরিয়া গেল।

রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোলে
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

৮

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিলুঁ
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ বসন খানি
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বোলে॥

৮। বেশর—নোলক। পিঙল বরণ—পীতবর্ণের।
পসারি—প্রসারিত করিয়া।

অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজল
জাগিয়া হইনু হারা॥
চাতক পাখীরে চকিতে বাঁটুল
মারিলে যেরূপ হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়॥

৯

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া॥
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও-অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥

৯। ধরণী.....নাচিয়া—এখানকার পৃথিবীর কি সৌভাগ্য, কি শুভ জন্ম—যাহাতে করিয়া আমার বঁধু নাচিয়া নাচিয়া ইহাতে পা ফেলিয়া যান।

নূপুর.....সোনা—স্বর্ণ কি পুণ্যবলে নূপুরের রূপ ধারণ করিয়াছে।

পুষ্প.....করিয়া—কি পুণ্যবলে এখানকার ফুলগুলি বনমালার আকার ধারণ করিয়াছে।

মুরলী.....করিয়া—বংশ কি পুণ্যবলে বংশী হইয়াছে।

বাজে.....খাইয়া—যে পুণ্যে ইহা কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া বাজিতে থাকে।

এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন রটে দুপাণি জুড়িয়া।
এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া॥

১০

কি রূপ দেখিলুঁ সেই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিলুঁ রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
গৃহ কাযে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মলুঁ লোক-লাজে॥

এ সকল.....খেলিয়া—কৃষ্ণসখাদের কত পুণ্য ছিল তাই তাঁহার সখা হইতে পারিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে যাইতেছে।

শ্রীরঘুনন্দন.....ভাবিয়া—পদকর্ত্তা রঘুনন্দন করযোড়ে নিবেদন করিতেছেন, কোন্ ভাগ্যে বৃন্দাবনের এই গৌরব, সেই গূঢ় তথ্য ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

১০। লখিতে—লক্ষ্য করিতে। মলুঁ—মরিলাম।

১১

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেণে দেখিলুঁ
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥

১১। ঢল ঢল.....অবনী বহিয়া যায়—ঢল ঢল কাঁচা (তরল) অঙ্গ-কান্তি যেন ভূতলে বহিয়া চলিয়াছে, অর্থাৎ সে অপরূপ তরলতাপূর্ণ লাবণ্যে যেন পৃথিবী ভাসাইয়া দিল।

হিলোলে—হিল্লোলে।

মদন মুরছা পায়—স্বয়ং মদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন।

ধৈরজ—ধৈর্য্য। বেয়াকুল—ব্যাকুল।

ঝুরে—চোখের জল পড়ে।

বিষম বিশিখে—ক্রুর শরে। মাতল—উন্মত্ত।

বুলে—ভ্রমণ করে। 'বুলাইয়া' (যথা, হাত বুলাইয়া) এই শব্দ হইতে আসিয়াছে।

কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

১২

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার॥

১২। আঁখি ঝুরে—চোখের জল পড়ে।
আরতি—ব্যগ্রতা, ঐকান্তিকী ইচ্ছা।
আরতি নাহি টুটে—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না।
দরশ.....গা—দর্শন এবং স্পর্শের আশায় শরীর এলাইয়া পড়িতেছে।
পহু—প্রভু।

গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি॥

১৩

কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কানাকানি শুনি এই কথা॥

গুরু-গরবিত মাঝে—গুরু ও পূজনীয়গণের মধ্যে।

পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে।

পুলক ঢাকিতে.....পরকার—দেহে যাহাতে রোমাঞ্চ-প্রকাশ না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করি। পরকার—প্রকার, চেষ্টা।

লাজ-ঘরে—লজ্জা ও গৃহের মুখে আগুন জ্বালাইয়া দিলাম (ভেজাই)।

এই গানের "গুরু-গরবিত" হইতে "অনিবার" পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনেক পদ এই ভাবে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন।

আগুনি—আগুন।

১৩। কাল—কৃষ্ণবর্ণ।

কাল কুসুম.....ডরে—ভয়ে কৃষ্ণবর্ণ ফুল করদ্বারা স্পর্শ করি না (পাছে কৃষ্ণের কথা মনে হয়)।

ঠাঞি—কাছে।

সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব-তলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনি গো যদি
দুটি হাত থাকি দিয়া কানে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি কালা কিম্বা গোরা॥

১৪

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥

কালা পরিবাদ—কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিন্দাবাদ।
ভরমে—ভ্রমে। কাজরের—কাজলের। সাধ—ইচ্ছা।
যথা তথা.....কানে—বাঁশীর স্বর পাছে শুনি এই ভয়ে করাঙ্গুলীদ্বারা শ্রুতিপথ আবৃত করিয়া রাখি।
দেখিতে.....গোরা—দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাই। আমার দেহ ও মন তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়, সে কালো কিংবা গৌরবর্ণ সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়, বর্ণাতীত অশরীরী মূর্ত্তিদ্বারা আমি অভিভূত হই। তিনি কৃষ্ণবর্ণ কিংবা গৌরবর্ণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না,—এই কথার ভাবে চৈতন্যের আভাস কেহ কেহ পরিকল্পনা করিতেছেন।
১৪। সিনান—স্নান। সিনান.....জানি—দ্বিপ্রহর বেলায় স্নান করেন, ইহা জানিয়া।
তপত—তপ্ত (তপ্ত বালুকার পথে)।
ঢালয়ে পানি—জল ঢালিয়া পথ শীতল করে।

কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা॥
তাম্বুল খাইয়া দাঁড়াই পথে।
কোথা হইতে আসি বাড়ায় হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন-তলে লুটে কাহ্নাই॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল ব্যাকুল প্রাণ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥

১৫

মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে পিছিলা ঘাটে সে নায়।
(মোর) অঙ্গের জল-পরশ লাগিয়া বাহু পসারিয়া যায়॥

কোথা.....হাতে—কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া হাত বাড়াইয়া প্রসাদ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়।

লাজে.....কাহ্নাই—ইহাতে যদি লজ্জা পাইয়া আমি গৃহে প্রবেশ করি, তবে আমার পদ-চিহ্নের উপর কানু লুটাইয়া পড়ে।

কান—কানু।

তা দেখি.....ব্যাকুল প্রাণ—তাহার এই অনুরাগ দেখিয়া আমার প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করিতে থাকে।

১৫। মো.....ঘাটে—আমি যদি সাম্‌নের (আগিলা) ঘাটে স্নান করি (সিনাই)।

পিছিলা.....নায়—সে পিছনের (পিছিলা) ঘাটে স্নান করে।

পসারিয়া—প্রসারিত করিয়া।

বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়।
(মোর) নামের আধ আখর পাইলে হরিষ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যেদিগে সেদিন সে মুখে থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু বুঝে অনুমানে॥

১৬

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥

মোর.....লেয়—কোনখানে আমার নামের অর্দ্ধেকটি অক্ষর পাইলে তাহা আনন্দসহকারে গ্রহণ করে।

ছায়ায়.....পাকে—আমার ছায়ার সঙ্গে তাহার ছায়া ঠেকাইবার জন্য কত পাকচক্রে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলে।

মনের.....জানে—মনের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জানাইবার জন্য সে কত কৌশলই না জানে!

কিছু.....অনুমানে—তোমার (শ্রীরাধার) পদসেবী রায়শেখর (পদকর্ত্তা) অনুমান-দ্বারা সেই কৌশলরাশির কিছু জ্ঞাত হন।

১৬। এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। ইহাতে এবং পরবর্ত্তী পদে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইতেছে।

যাঁহা যাঁহা—যেখানে যেখানে।
নিকসয়ে—নিঃসৃত হয়।
তনু—ক্ষীণ, কৃশ।
তনু—দেহ।
তাঁহা তাঁহা—সেখানে সেখানে।
বিজুরি—বিজুলি, বিদ্যুৎ।
চমকময় হোতি—চমকায়।
হোতি—হয়।
চল—চঞ্চলভাবে।
চলই—চলিয়া যায়।
থল-কমল-দল—স্থলপদ্মের দল।
খলই—যেন স্খলিত হয়।

দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

১৭

থির বিজুরি বরণ গৌরী
দেখিনু ঘাটের কুলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥

সখি মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়ানে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে॥

দেখ সখি কো ধনী.....খেলি—হে সখি দেখত, এ কোন্ রমণী যে সহচরীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার জীবন লইয়া খেলা করিতেছে।

ভাঙ্গুর—ভাঙ্গা, বঙ্কিম, বাঁকা। ভাঙু—ভ্রূ।

চিনলহুঁ..:...জান—মুগ্ধ হইয়াছ বলিয়া রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছ না।

১৭। থির—স্থির। বিজুরি—বিদ্যুৎ।

গৌরী—গৌরবর্ণা। কুলে—কাছে।

কানড় ছান্দে—কানড় ফুলের মত [অথবা দক্ষিণ দেশীয়া (Canarese) রমণীদের ন্যায় (?); তুলনা করুন কানাড়া রাগিণী।]

ফুলের গেঁড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া
সঘনে দেখায় পাশ।
শ্রীমুখ হইতে বসন খসয়ে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে মল্ল টোড়ল
সুরঙ্গ যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাস হৃদয়ে উল্লাস
পুন কি হইবে দেখা॥

১৮

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥

গেঁড়ুয়া—বলের মত; ফুলের স্তবক বা গুচ্ছ।
লুফিয়া—ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা ধরে।
মল্ল টোড়ল—মল ও তোড়া নামক অলঙ্কার।
সুরঙ্গ—সুরঞ্জিত। যাবক—আলতা।
১৮। এই পদটি শ্রীরাধিকার উক্তি।
পহিলহি—প্রথমতঃ। রাগ—অনুরাগ।
নয়ন-ভঙ্গ—চোখের কটাক্ষ। ভেল—হইল।
অনুদিন—ক্রমশঃ, দিন দিন করিয়া। বাঢ়ল—বৃদ্ধি পাইল।
অবধি না গেল—শেষ হইল না; সীমা রহিল না; অর্থাৎ অফুরন্ত ভাবে বাড়িয়াই চলিল।
না সো রমণ—সেও পুরুষ নহে। না হাম রমণী—আমিও স্ত্রী নহি।
দুইজনের মনে মনোভব (কামদেব) প্রবেশ করিল; অথবা যেন পেষণ করিয়া এক (অভেদ) করিয়া দিল। মহাপ্রভুর উক্তি, "অভেদ পুরুষ নারী যখন বুঝিবে। তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে॥" প্রেমের উচ্চতম স্তরে স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান থাকে না।

এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জনি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

১৯

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥

কানু.....বিছুরহ জনি—এ সকল কথা বিস্মৃত হইও না, অর্থাৎ তাঁহাকে বলিবে। আমাদের প্রেম কোন দূতী বা অপর ব্যক্তির দ্বারা ঘটে নাই।

দুহুঁক.....পাঁচ-বাণ—পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হইতেই এই ভাব জন্মিয়াছিল। দুইজনের মধ্যে শুধু পাঁচ-বাণ (কামদেব) মধ্যস্থ ছিলেন।

সুপুরুখ.....রীতি—সুপুরুষের প্রেমের এইরূপই রীতি বটে! (ব্যঙ্গোক্তি।)

রাম রায়ের এই পদটির ভণিতায় তাঁহার রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উড়িষ্যার রাজা তখন ছিলেন প্রতাপরুদ্র, রাম রায় তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। (পদকর্ত্তা) কবি রামানন্দ রায়ের এই উক্তি (ভাণ—ভণিত) প্রতাপরুদ্র-নরপতির মান (সম্মান) বর্দ্ধন করুক, অথবা মহারাজ প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত-মান কবি কর্ত্তৃক উক্ত হইতেছে।

১৯। যদি.....তোমারে—রাধা সমদুঃখিনী সখীকে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন (অকরুণ) সে জন্য (তাহাতে) তোমাকে কে দোষ দিবে? (সে আমার অদৃষ্ট-দোষে,—তোমার তাহাতে দোষ কি?")

না কান্দিহ আরে সখি কহিএ নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিমু দেহে॥
উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥
তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখহ বান্ধিয়া॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দনদাস॥

২০

রাইক ঐছে দশা দেখি এক সখী
তুরিত হি করল পয়ান।
নিরজনে নিজগণ সঙ্গে যাঁহা মাধব
যাই মিলিল সেই ঠাম॥

উত্তর.....সহায়—ভবিষ্যতে (উত্তর-কালে) তোমাকে আমার একটি উপকার (সহায়—সাহায্য) করিতে হইবে।
তমালের.....বান্ধিয়া—তমালের শাখায় (কাঁধে) আমাকে তুমি অতি নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়া (বান্ধিয়া) রাখিবে।

২০। রাইক ঐছে দশা—রাধার ঐরূপ দশা (অতি কাতর ভাব)।
তুরিত হি—শীঘ্র। করল পয়ান—গমন করিল।
নিরজনে—নির্জ্জনে।
নিজগণ সঙ্গে—অপরাপর সখীদের সহিত। যাই—যাইয়া।
মিলিল—মিলিত হইল।
সোই ঠাম—সেই স্থানে।

শুন মাধব অব হাম কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু কুমারী বর সুন্দরী
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়॥
তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে॥
অম্বর নব জল- ধর হেরি সো ধনী
কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব সহই না পারই
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥

অব হাম.....তোয়—এখন তোমাকে আর কি বলিব।
সো—সেই। বর সুন্দরী—শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।
তুয়া লাগি—তোমার লাগিয়া। রোয়—রোদন করে।
তুয়া—তোমার। অনুরূপ—মতন, তুল্য।
লিখিয়া—আঁকিয়া। দেয়ল—দিল, সখীরা দিল।
তাকর—তার। আগে—সম্মুখে।
সো রূপ—সেই রূপ। মুরছি পড়ে—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।
মানয়ে করম অভাগে—নিজের কর্ম্মের ও দুর্ভাগ্যের দরুণ এরূপ হইয়াছে—ইহাই মনে করে (মানয়ে)।
অম্বর.....পরলাপ—আকাশে নূতন মেঘ দেখিয়া সেই রমণী অতি কাতর হইয়া কত প্রলাপ বকিতে থাকে।
করু—করে।
নীলাম্বর.....ঝাঁপ—নীলাম্বরীতে কৃষ্ণ-বর্ণের শোভা দেখিয়া তাহা পরিতে পারে না, (কৃষ্ণকে মনে হওয়ার দুঃখ) রক্তবস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করে (ঝাঁপ)।

ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ
রোয়ত যামিনী জাগি।
কহে যদুনন্দন শুন নন্দনন্দন
মিলহ সব জন-ভাগি॥

রোয়ত—রোদন করে।
মিলহ.....ভাগি—সকলের পুণ্যফলে (ভাগি—ভাগ্যের ফলে) তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হও।

অভিসার

অভিসার

১

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

১। কণ্টক গাড়ি.....ঝাঁপি—কণ্টক পুঁতিয়া (গাড়ি, পদ্মপ্রভ পদের নূপুর বস্ত্র (চীর) দ্বারা আবৃত করিয়া। (পাছে নূপুরের শব্দ হয়, এই আশঙ্কায় বস্ত্রদ্বারা তাহা আবরণ করিয়া) যখন বঁধুর বাঁশী বাজিবে তখন হয়ত কণ্টকময় পথে চলিতে হইবে, এই জন্য আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া কণ্টকময় পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।

গাগরি.....চাপি—কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিনা পিছল করিয়া মাটিতে পদাঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। পথে পা হড়্‌কাইয়া না যায় এবং শব্দ না হয় এই জন্য অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে বঁধুর লাগিয়া অভিসারে যাইতে হইবে, সেই জন্য পিছল পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই পদ ভাঙ্গিয়া লিখিয়াছেন—

"অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়া অতি পিছল,
গতাগতি করিয়া শিখিতাম—
আমার চল্‌তে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে।"

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুরতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ ফণী-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

মাধব.....জাগি—হে মাধব, তোমার লাগিয়া অতি দূর দুর্গম পন্থায় কিরূপে অভিসার করিতে হইবে, নিজ মন্দিরে রাত্রে জাগিয়া রাধা সেই সাধনা করিতেছেন।

কর-যুগে—হস্তদ্বয়-দ্বারা। নয়ন মুদি—চক্ষু মুদিত করিয়া।

চলু ভামিনী—রমণী (রাধা) চলিতেছেন।

তিমির.....আশে—অন্ধকারে ভ্রমণ করা শিখিবার আশায়। আঁধার রাতে বঁধুর নিকটে যাইতে হইবে বলিয়া অভ্যাস করিতেছেন।

কর-কঙ্কণ পণ—হস্তের কঙ্কণ পণ (পুরস্কার দেওয়া স্বীকার করিয়া)।

ফণীমুখ-বন্ধন—সর্পের মুখ কিরূপে বন্ধ করিতে হয় (অর্থাৎ যাহাতে সাপ কামড়াইতে না পারে)।

শিখই...পাশে—ভুজগ-গুরু অর্থাৎ সাপের ওঝার নিকট শিক্ষা করিতেছেন। আঁধার রাতে বঁধুর উদ্দেশে পথ চলিতে সাপ সম্মুখে পড়িলেও ক্ষতি না হয়, এই জন্য।

গুরুজন.....আন—গুরুজনের উক্তি শুনিয়াও শোনে না—বধিরের ন্যায়, এক কথা শোনেন কিন্তু অন্যরূপ উত্তর দেন।

মুগধি—বোকা, নির্ব্বোধ।

পরিজন.....পরমাণ—পরিজনের বাক্য শুনিয়া মুগ্ধার (বিহ্বলার, বোকার) মত হাসিতে থাকেন। পরমাণ—সাক্ষী।

২

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
চৌদিশে অথির পবন ভরু দোল।
জগভরি শীকর-নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরী নগর-পুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

২। গগনহিঁ নিমগন—আকাশে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।
দিনমণি-কাঁতি—সূর্য্যের কান্তি।
লখই—লক্ষ্য করা। কিয়ে—কি।
ঐছন—ঐ প্রকার। কয়ল—করিল।
আন্ধিয়ার—অন্ধকার। নিয়ড়হিঁ—নিকটে।
কোই—কাহাকেও।
লখই.....পার—লক্ষ্য করিতে পারা যায় না।
চলু—চলিল।
গমন নিরঙ্কুশ—তাহার গতি কোন বাধা মানিল না (নিরঙ্কুশ)।
আরতি—ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা।
বিথার—অতিবড়, অত্যন্ত বেশী (বিথার—বিস্তার)।
চৌদিশে.....ভরু দোল—চতুর্দ্দিক্ ভরিয়া ঝড় দোলা দিতে লাগিল।
অথির—চঞ্চল। জগভরি—জগৎ ভরিয়া।
শীকর.....হিলোল—জলধারাসমূহ হিল্লোলিত হইতেছে।
চলইতে.....কবাট—নগরের রাজপথ দিয়া (গৌরীর) রাধিকার যাওয়ার সময়, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হইয়া গেল। (ঝড়ের গতিকে ?)

যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরিপাশ।
দূরহিঁ দূরে রহু গোবিন্দদাস॥

৩

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ-আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥

যব—যখন।

দূরহিঁ দূরে রহু—রহু দূরে রহিলেন। সে আনন্দ-উৎসাহ দেখিবার সৌভাগ্য কোথায়?

৩। দৈব বিপাক—দৈব দুর্দ্দশা।

পথ.....লাখ—যদি লক্ষ মুখ পাই তবুও পথ-ভ্রমণের সমস্ত কথা বলিয়া উঠিতে পারিব না।

মন্দির.....আওলুঁ—গৃহত্যাগ করিয়া যখন মাত্র চারিপদ অগ্রসর হইলাম।

আওলুঁ—আগমন করিলাম।

নিশি.....অঙ্গ—রাত্রিকাল দেখিয়া আমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

পথ.....পারিয়ে—পথ দেখিতে পাইলাম না।

বেঢ়ল—বেড়িল। কুহু যামিনী—অমাবস্যা রাত্রি।

বরিখয়ে—বর্ষণ করে।

হাম.....কোন পুর—আমি কোন্ স্থানে যাইব—তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না।

একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল॥

তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥

৪

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥

একে.....ভেল—একে আমার পদ কর্দ্দমাবৃত, তাহাতে আবার তাহা কণ্টক-বিদ্ধ হইল।

জর জর—জর্জ্জরিত। ভেল—হইল।

কছু নাহি জানলুঁ—কিছুই জানিতে পারিলাম না। তোমার দর্শনের আশায় পথের এত যে কষ্ট, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

চিরদুখ—বহু দিনের কষ্ট। অব—এখন। তোহারি—তোমারই।

প্রবেশল—প্রবেশ করিল। ছোড়লুঁ—ছাড়িলাম।

পন্থক.....গণলুঁ—পথের কষ্ট তৃণবৎও গণ্য করিলাম না।

কহতহি—কহিতেছেন।

৪। মন্দির.....কপাট—গৃহের বাহিরে কঠিন দরজা—ইহা প্রথম অন্তরায়।

চলইতে.....বাট—দ্বিতীয় বাধা; চলিবার সময় দেখিলাম পথ (বাট) পঙ্ক বা কর্দ্দমময় (পঙ্কিল) এবং শঙ্কাপূর্ণ বা বিপজ্জনক (শঙ্কিল)।

তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

তহিঁ—তাহার উপর। দূরতর—দূরব্যাপী।
বাদর দোল—বর্ষা দোল খাইতেছে, বৃষ্টিরাশি দোদুল্যমান।
বারি.....নিচোল—বারি কি নীল অঞ্চলে বারণ করিতে পারে,—এই বর্ষার জলধারা কি আমার নীল শাড়ী ঠেকাইয়া রাখিতে পারে?
কৈছে—কিরূপে। করবি—করিবে।
হরি.....পার—হরি মানসগঙ্গার (বৃন্দাবনে মানসগঙ্গা নামে এক হ্রদ আছে) অপর পারে আছেন। বজর—বজ্র। নিপাত—পাত।
শুনইতে.....যাত—শুনিলে মর্ম্ম জ্বলিয়া যায়।
দহই—দগ্ধ করে। বিথার—বিস্তারিত স্থান ব্যাপিয়া।
হেরইতে—দেখিতে। উচকই—চমকিত হইয়া উঠে।
লোচন-তার—চক্ষুর তারা। ইথে—ইহাতে। তেজবি—ত্যাগ করিবি।
প্রেমক—প্রেমের। লাগি—জন্য (লাগিয়া)।
উপেখবি—উপেক্ষা করিবি, অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করিবে।
ইথে.....বিচার—এখন আর কি বিচার চলে?
ছুটল—ছোড়া, যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।
ছুটল বাণ.....নিবার—যে বাণ ছুটিয়াছে তাহাকে কি যত্ন করিলে নিবারণ করা যায়?

৫

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগরাজ॥

৬

শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মারুত হিলোলে।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোলে॥

৫। মেঘ-যামিনী—মেঘাবৃত রাত্রি। আন্ধিয়ার—অন্ধকার। ঐছে—এমন। করু—করে। আপি—ব্যাপিয়া। ঝাঁপি—আবৃত করিয়া। বরিখত—বর্ষণ করে। খরতর—দারুণ। মেহ—মেঘ। পাওল—পাইল। নাহ—নাথ, কৃষ্ণকে। চলু—চলে। যাঁহা—যেখানে।

৬। ঝাঁপিয়াছে—আবৃত করিয়াছে। আধা—অর্দ্ধেক। বেশর—নোলক।

কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেমবিলাসিনী রাই কানু-মনোলোভা॥
ভালে সে সিন্দূর বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ-আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই আইল পারা॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারি দিকে চায়।
মাধবীলতার তলে দেখে শ্যামরায়॥
শ্যাম সঙ্গে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গাচরণ-মাধুরী॥

৭

হরি অভিসারে চললি বরসুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গতি অতি মন্থর চিত্ত অধীর
যৈছে চলয়ে হংসরাজ॥

জলদে.....দেখা—চন্দনের রেখাপাঁতির মধ্যে সিন্দুরের ফোঁটা, তাহার মধ্য-স্থলে আবার মৃগমদবিন্দু। তাহাতে মনে হইতেছে যেন চাঁদকে কিয়ৎ পরিমাণে মেঘে ঢাকিয়াছে।

মুরছিয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া। সংকীর্ত্তনে চলিবার সময় মহাপ্রভু সখার স্কন্ধে হেলাইয়া প্রায়ই ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। যথা—প্রচলিত গানে আছে—"গোরা কেন এমন হল, এই না কৃষ্ণ-কথা কইতেছিল, ওগো স্বরূপ দেখ দেখ গোরা বুঝি প্রাণে মৈল।"

সাড়া—কলরব। রাই আইল পারা—রাই যেন (কুঞ্জে) প্রবেশ করিল।

একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী-তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেমঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতা-রাজ সাজে॥
চৌদিগে রমণী সাজে ডম্ফ রবাব বাজে
সবে চলে মদন-তরঙ্গে।
(ধনী) যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥

৮

ধনী ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-বিহারে॥

৭। একে সে তরুণ.....মাঝে—সেই মুখখানি তরুণ চন্দ্রের ন্যায়, তাহাতে বিন্দু বিন্দু চন্দনের ফোঁটা। তাহার মধ্যে আবার মৃগমদের তিলক।

হেমঝাঁপা—বেণীর অগ্রভাগে সংলগ্ন স্বর্ণভূষণবিশেষ, তাহার মাঝে মাঝে রঙ্গিন পট্টবস্ত্রের থোপা।

ডম্ফ রবাব বাজে—এই চিত্র স্পষ্টতঃ সংকীর্ত্তনের চিত্র। অভিসারিকা কখনও ডম্ফ রবাব বাজাইয়া জগতের ঘুম ভাঙ্গাইয়া প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হইতে যায় না। জয়দেবের উপদেশ—

"মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরম্।"

মদন-তরঙ্গে—প্রেম-স্রোতে গা ঢালিয়া। মদন—প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবতা।

মদন পলায়—শ্রীরাধিকার অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া মদনও হারি মানে।

৮। ধনি—ধন্য। শ্রীমতী বৃন্দাবিপিনে যে অভিসার করিতেছেন, তাহা ধন্য! ধন্য—চমৎকারিত্ব বিষয়ে।

বনি—বনে। পূর্ব্বকালে এই ভাবে একারের স্থলে অনেক স্থানে ইকারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা—"দেখয়ে খসায়ে চুলি।"—চণ্ডীদাস। কেহ কেহ বলেন বনি অর্থে 'বনিয়া' (হিন্দী)—সাজিয়া, সাজসজ্জা করিয়া।

সাজলি—সজ্জিত হইল।

চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥

কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥

হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী-কান্ধে।
অনন্তদাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জ বনে
পূরাইতে শ্যাম-মন-সাধে॥

চলইতে—চলিল।

চলইতে.....পানকি লোভে—রাধিকার অঙ্গগন্ধে মুগ্ধ হইয়া মধু-লোভী ভ্রমরেরা তাঁহার চরণপদ্ম ঘিরিয়া চলিতেছে,—আল্‌তা-পরা চরণের ছাপগুলিকে স্থলপদ্ম মনে করিয়া যেখানে যেখানে সে ছাপ পড়িয়াছে, সেই স্থানের মৃত্তিকা চুম্বন করিতে করিতে চলিয়াছে।

উনমত—উন্মত্ত।

বিধির অবধি—বিধাতার যত দূর শক্তি তাহার প্রয়োগে ঐরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বঙ্করাজ—বাঁক্‌মল।

চলইতে—চলিতে।

সুলাবণি—গমনভঙ্গী অতি লাবণ্যময়।

অবলম্বন—সখীর স্কন্ধ-দেশ অবলম্বন করিয়া।

পূরাইতে.....-সাধে—শ্যামের মনের অভিলাষ পূর্ণ করিতে।

৯

মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীক পুতলী তনু চরণ-কমল জনু
দিনহিঁ চললি অভিসার॥

হরি হরি প্রেমকি গতি অনিবার।
কানু পরশ-রসে অবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥

গুরুজন-নয়ন পাপগণ-বারণ
মারুত-মণ্ডল-ধূলি।
তাহিক মেলি চলল ব্রজরঙ্গিণী
পন্থহিঁ গেও সব ভুলি॥

৯। মাথহি.....বিথার—মাথার উপর উত্তপ্ত তপনদেব, পদতলে পথ-বালু, সূর্য্যতাপে (আতপে) বিস্তৃত (বিথার) অগ্নির সমান (দহন)।

ননীক.....অভিসার—রাধার দেহ ননীর পুতুলের মত (কোমল) এবং তাঁহার চরণযুগল পদ্মের মত (পেলব), রাধা দিবাভাগে অভিসারে চলিলেন। জনু—যেন।

অনিবার—যাহা নিবারণ করা যায় না, অনিবার্য্য।

পরশ-রসে—স্পর্শ-সুখে। অবশ—জ্ঞানশূন্য।

বিছুরল—বিস্মৃত হইল। সবহুঁ—সকল।

বিচার—যুক্তি।

গুরুজন.....-ধূলি—প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক উত্থিত ধূলিপটল গুরুজনের দৃষ্টিরূপ বাধা সকলের নিবারক হইয়া যখন আকাশ আচ্ছন্ন করিল, তখন তাহাতে মিশিয়া, (তাহিক মেলি) শ্রীরাধা গুরুজনের দৃষ্টি এড়াইয়া অভিসার করিলেন।

পন্থহিঁ.....ভুলি—পথে বাহির হইয়া শ্রীরাধা বিঘ্নের সম্বন্ধে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

যত যত বিঘিনি জিতল অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ-মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ
হরিসঞে রসময় তন্ত্র॥

বিঘিনি—বিঘ্ন। সাধলি—সাধনা করিল, কামদেবের মন্ত্র সাধনা করিল।

মিলন, বংশীশিক্ষা,
নৃত্য ও মান

মিলন, বংশীশিক্ষা, নৃত্য ও মান

১

কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়ায়ে
—(দেখ্ দেখি গো, ওগো ও বিশাখে !)
ও কি বারিধর কি গিরিধর ?

ও কি নবীন মেঘের উদয় হ'ল
—(দেখ্ দেখি গো, ওগো ও ললিতে !)
না কি মদনমোহন ঘরে এল ?

ও কি ইন্দ্রধনু যায় দেখা
—(নব জলধরের মাঝে !)
না কি চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা ?

১। এই পদটি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "দিব্যোন্মাদ" হইতে গৃহীত। এই কাব্যের প্রথম ভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে রাধিকা মেঘদর্শনে কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া নানারূপ আক্ষেপ ও আবেদন-নিবেদন করিতেছেন। কিন্তু শেষে যখন বুঝিলেন তিনি যাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি কৃষ্ণ নহেন—মেঘমাত্র, তখন নিরস্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এইজন্য কাব্যশেষে যখন কৃষ্ণ স্বয়ং রাধার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছেন, তখন রাধা প্রত্যয় করিতে পারিতেছেন না যে সত্য সত্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন। তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভুল হইতেছে—এ কি কৃষ্ণ না মেঘ। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনানন্দ তাঁহার পক্ষে এত সুদুর্লভ যে তিনি নিজে দেখিয়াও স্বীয় সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

ও কি বারিধর কি গিরিধর—ও কি মেঘ কিংবা কৃষ্ণ ?

ও কি বকশ্রেণী যায় চ'লে
—(নিশ্চয় করিতে নারি গো !)
না কি মুক্তামালা গলে দোলে ?

ও কি সৌদামিনী মেঘের গায়
—(দেখ্ দেখি গো, সহচরি !)
না কি পীতবসন দেখা যায় ?

ও কি মেঘের গর্জ্জন শুনি
—(বল্ দেখি গো, ও সজনি !)
না কি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ?

২

এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা
কেমনে আইলে বাটে ।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

সই, কি আর বলিব তোরে ।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥

২। বাটে—বর্ত্মে, পথে ।

রবীন্দ্রবাবু এই পদটির খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় বহুপূর্ব্বে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন বৈষ্ণব-ভিখারী আমাকে বলিয়াছিল—এই পদের অর্থ এই—ভগবান্ আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না ; অতিশয় পাপের অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

৩

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥

সঙ্কেত করিয়া—একবার তাঁহাকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়াছিলাম।
আনল—অনল, অগ্নি। ভেজাই—লাগাইয়া দি।

৩। নয়ান নাচনে.....পুতলী—তোমার চোখের নাচনে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠে।

হিয়ার পুতলী—হৃদয়, চিত্ত-পুত্তলিকা।
পীত পিন্ধন—পীতবর্ণ বস্ত্র। তুয়া—তোমার।
তুয়া অভিলাষে—তুমি গৌরী, এইজন্য আমি পীত বর্ণের বসন পরিয়া থাকি।
পরাণ.....নিশ্বাসে—তুমি যদি একটিবার নিশ্বাস ফেল, তবে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—(তোমার কষ্টের আশঙ্কায়)।

রাই, কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

৪

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে
আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী
আপন কেশেতে মোছাই॥

পরখসি—পরীক্ষা করিবে। (কত আর আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে?)
তুয়া.....সংসার—আমি যে তোমাকে আরাধনা করি তাহা সমস্ত সংসারের লোক জানে।
লেহ লেহ.....মুরলী—আমার এই হাতের বাঁশীটি একবার ধর, আমি দক্ষিণ হস্তে তোমার পদধূলি গ্রহণ করিব।
লেহ—লও। ভেল—হইল। ভোর—বিভোর।
তুয়া.....-চোর—তোমার চোখের অঞ্জন পরের চিত্ত চুরি করিতে দক্ষ।
আগুলি—অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ। বিহি—বিধি।
এত ধনে.....কৃপণ—সে কেন আমাকে প্রেম দিতে কার্পণ্য-প্রকাশ করে।
৪। সুবাসিত.....রাই—রাই তখন (তৈখনে) ঝারি (কলসী) ভরিয়া সুবাসিত বারি আনিল (আনল)।
দুখানি.....মোছাই—দুইখানি চরণ (শ্যামের) ধৌত করিয়া (পাখালিয়ে)

অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই
অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহুঁ সনে মান করলুঁ বর মাধব
হাম অতি অলপ-পরাণ॥
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি
অবহুঁ টুটায়ব কেহ॥
সব অপরাধ খেমহ বর মাধব
তুআ পায়ে সোপলুঁ পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদগদ
হেরইতে রাই-বয়ান॥

সুন্দরী রাধা আপনার কেশগুচ্ছ-দ্বারা (কেশেতে) মুছাইলেন (মোছাই)।

বর—শ্রেষ্ঠ। হাম—আমি। অলপ-পরাণ—সঙ্কীর্ণ-চিত্ত।

রমণীক.....দেহ—সকল রমণীর (রমণীক) মধ্যে (মাঝে) লোকে আমাকে শ্যামসোহাগিনী বলে (কহই), তাহাতে গর্ব্বে (গরবে) আমার (মঝু) বুক ভরিয়া উঠে।

হামারি.....কেহ—আমার (হামারি) গর্ব্ব (গরব) তুমিই (তুহুঁ) পূর্ব্বে (আগে) বাড়াইয়াছ (বাঢ়াঅলি), এখন (অবহুঁ) কে তাহা ভাঙ্গিতে পারে (টুটায়ব)? অর্থাৎ—রাধা বলিতেছেন, হে মাধব, তুমিই আমার গর্ব্ব বাড়াইয়া দিয়াছ, এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই আমি তোমার উপর অভিমান করিয়াছিলাম।

খেমহ—ক্ষমা কর। তুআ—তোমার।
সোপলুঁ—সমর্পণ করিলাম। কহ—কহেন।
ভেল—হইল। হেরইতে—হেরিয়া।

৫

তুঙ্গ মণি-মন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে
মেঘরুচি-বসন-পরিধানা।
যত যুবতী-মণ্ডলী পন্থ ইহ পেখলি
কোই নহি রাইক সমানা॥

তাই বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রী সৃজল ইহ নায়রী
ধনি রে ধনি ধন্য তুয়া ভাগী॥

৫। তুঙ্গ.. ...-পরিধানা—সুউচ্চ মণিময় অট্টালিকার উপর শ্রীরাধা কৃষ্ণবর্ণের (মেঘরুচি-বসন) শাড়ী পরিয়া গতায়াত করিতেছিলেন; তাহাতে বোধ হইতেছিল ঠিক যেন মেঘের কোলে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতেছে (সঞ্চরে)। শ্রীরাধার কৃষ্ণবর্ণ বসন দূর হইতে মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার আড়াল হইতে রাধার শুভ্রোজ্জ্বল দেহরুচি বিকাশ পাইতেছিল,—মনে হইতেছিল যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে।

যত.....সমানা—সখা বলিতেছে, "হে কৃষ্ণ, এই পথে (পন্থ ইহ) যত যুবতী-মণ্ডলী দেখিলে (পেখলি), তাহারা কেহই (কোই) রাইয়ের (রাইক) সমান নহে (নহি)।

তাই.....ভাগী—তাই বিধি (বিহি) তোমার সুখের জন্য (তোহারি সুখ লাগি) রূপ এবং গুণের সাগর (সায়রী) এই নাগরী (ইহ নায়রী) সৃষ্টি করিল। হে কৃষ্ণ, তোমার ভাগ্যকে (ধন্য তুয়া ভাগী) ধন্য ধন্য করি (ধনি রে ধনি)।

দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিণী
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি।
প্রতি দিবস নৌতুনা রাই মৃগী-লোচনা
অতএ তুহুঁ উহারি অনুরাগী॥
রতন-অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা
হেরি হরি অচল পদ পাণি।
রসিক জন-মানসে হরিগুণ-সুধারসে
জাগি রহু শশিশেখর-বাণী॥

৬

আওল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পয়গণ্ড।
কেশর-কুসুম ধরল হেমদণ্ড॥

দিবস.....জাগি—দিবস ও (অরু) যামিনী রাই তোমারই অনুরাগিণী হইয়া তোমারই (তোহারি) হৃদয়মাঝে জাগিয়া রহুন (রহু)।

প্রতি দিবস.....অনুরাগী—হে কৃষ্ণ, মৃগনয়নী রাধার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার এতই অফুরন্ত যে নিত্য নূতন নূতন ভাবে তোমাকে মুগ্ধ করিবে—কোন কালেও তাহা বৈচিত্র্যহীন হইয়া পুরাতন হইবে না। সেই জন্যই তুমি (অতএ তুহুঁ) উহার অনুরাগী হও।

হেরি.....পাণি—অট্টালিকার উপর রাধিকাকে দেখিয়া কৃষ্ণের (হরি) হস্তপদ অবশ (অচল) হইল, অর্থাৎ তিনি মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন।

৬। মাধবী-পন্থ—মাধবীলতার দিকে।

পয়গণ্ড—পৌগণ্ড; অর্থাৎ শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া কিশোর (স্নিগ্ধ) অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

কেশর... ..হেমদণ্ড—কেশর-পুষ্প হেমদণ্ড ধারণ করিল। ঋতুরাজ বসন্তের দণ্ডধরের কাজ কেশর-কুসুম গ্রহণ করিল।

নৃপ-আসন নব পাটল-পাত।
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পঢ়ু আশিস মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্ব তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ অশোক-দল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥

নৃপ-আসন.....-পাত—রাজার আসন নূতন পাটলি-পুষ্পের দলে রচিত হইল।

ধরু—ধারণ করিল।

মৌলি.....গায়—রসাল তরুর মুকুল মুকুট-স্বরূপ (মৌলি) হইল (ভেল), রাজার সম্মুখে (সমুখহি) কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল—(বন্দীদের মত)।

অলিকুল যন্ত্র—ভ্রমর-গুঞ্জন বাদ্য-যন্ত্রের কাজ করিল।

আন.....মন্ত্র—অন্যান্য পক্ষিগণ (দ্বিজকুল) আশীর্ব্বাদী মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল—(রাজসভার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত)।

চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ—প্রচুর পুষ্প-পরাগ আকাশে উড়িয়া চন্দ্রাতপের মত হইল।

মলয়.....অনুরাগ—মলয় পবনের সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কুসুম-পরাগ আকাশে উড়িল।

পাটল.....বাণ—পাটলি-(পলাশ) পুষ্প তূণ হইল এবং অশোকের দল বাণ-স্বরূপ হইল।

হেরি.....ভঙ্গ—ঋতুরাজ বসন্তের এই রণসজ্জা দেখিয়া শীত-ঋতু (শিশির) ভঙ্গ দিল।

সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল।
শিশিরক সবহু করল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন প্রদান ॥
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

৭

না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ॥
বিষম সঙ্কট-তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥

উধারল—উদ্ধার করিল ; শীতে পদ্ম ম্রিয়মাণ হইয়াছিল।
নবদল—নূতন সেনাদল, অর্থাৎ ভ্রমরকুলকে আসন প্রদান করিল।
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে—ঋতুরাজের রাজ্য হইল শীতাপগমে নবীভূত বৃন্দাবন।
সময়ক সার—বসন্ত-ঋতু কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাল।

৭। এই পদে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নৃত্য-কৌশল পরীক্ষা করিতেছেন।
না হবে.....মঞ্জীর—এত দ্রুত নাচিতে হইবে যে অতিশয় গতি হেতু ভূষণের ধ্বনি হইবে না, অঞ্চল উড়িবে না, এবং নূপুরের শব্দ হইবে না।

এ দেশে নাচিবার কৌশল যে অতি অদ্ভুত রূপে আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাঁচা সরার উপর অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্পর্শ করাইয়া নর্ত্তকীরা নাচিতে পারিতেন,—মনে হইত যে তাঁহারা শূন্যের উপর নাচিতেছেন। কাঁচা সরা ভাঙ্গিলে নর্ত্তকীর কৌশল ব্যর্থ হইত, তিনি লজ্জা পাইতেন ; এরূপ বর্ণনা অনেক প্রাচীন পদে পাওয়া যায়।

চীর—বস্ত্র। মঞ্জীর—নূপুর। বিষম সঙ্কট-তাল—তালের নাম।
ধনু-অঙ্কের—ধনুর আকারে অঙ্কপাত (রেখাপাত) করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিব, তাহারই মধ্যে নাচিতে হইবে। •

হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন-মুরলী॥
যেমন বলে শ্যাম-নাগর তেমনি নাচে রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিকে চাই॥
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে।
দুখিনী কহিছে গোপী-মণ্ডলী হাসালে॥

৮

না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল॥

এই সকল বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন আছে সত্য, কিন্তু এখনও এদেশের নর্ত্তকীরা তাঁহাদের প্রাচীন নৃত্যকলা-কৌশল একেবারে হারান নাই। অতি অল্পদিন হইল লাট সাহেবের অভ্যর্থনা উপলক্ষে ভারতের একজন মহারাজ তাঁহাকে তাঁহার দেশের নর্ত্তকীদের যে অদ্ভুত নর্ত্তন-কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে লাট সাহেব এবং তদীয় অনুচর সাহেবেরা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদদাতা তদুপলক্ষে লিখিয়াছিলেন—নর্ত্তকীরা "danced on sword-edges, on sharp spikes and saws and finally on frail hollow sugar wafers without breaking them in order to show their lightness of foot."

মুরলী লুকান শ্যাম.....চাই—কৃষ্ণ হারিয়া গিয়াছেন। পাছে বাঁশী হারাইতে হয় এই ভয়ে তিনি চারি দিকে চাহিয়া (কেহ দেখিতে পায় কি না—ভয়ে ভয়ে) বাঁশীটি লুকাইয়া ফেলিলেন।

দুখিনী—পদকর্ত্রীর নাম। কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব সাধুদিগের সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম নেতা শ্যামানন্দই নিজকে দুখিনী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

৮। এই পদে রাধিকা কৃষ্ণের নৃত্যকলা-কৌশল পরীক্ষা করিতেছেন।

ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ॥
তুঙ্গ বিদ্যা কপিলাস তম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী॥
উদ্ভট-তালে যদি হার বনমালী।
চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালী॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে থোব দুখিনী শুনে হাসি॥

৯

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥

বায়—বাজায়। থোব—রাখিব।

৯। মুরলী.....উপদেশ—রাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, আমাকে মুরলী-শিক্ষা দাও।
যে.....বিশেষ—যে যে রন্ধ্রে (বাঁশীর ছিদ্রে) যে যে ধ্বনি উঠে তাহা তুমি বিশেষ রূপে জান (সেই জন্য তোমার নিকট বংশী-শিক্ষা করিতে চাই)।

এই পদে কৃষ্ণের বাঁশীর অলৌকিকত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের বাঁশীর প্রতি রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর বাজে। যে ইঙ্গিতে বিশ্ব ফলে-ফুলে, বর্ণে-গন্ধে, সঙ্গীতে-ছন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাই কৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহে হাসি হাসি।
শুন রাধে মোর বোল—বাজিবেক বাঁশী॥

১০

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম-নৌকায় নিরবধি পার কর ভব-নদী
তব আগে কি ছার যমুনা॥
চরণ তরণী যার যে করে তোমারে সার
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণরেণু পাষাণ মানবী-তনু
কাষ্ঠ-নৌকা পদে হৈল সোণা॥
অজামিল পাপী ছিল সেহত তরিয়া গেল
চরণ করিয়া আরাধনা।
হেন পদ-অনুভবে যাহার পরাণ যাবে
নাহি তার যমের যন্ত্রণা॥

জ্ঞানদাস.....বাঁশী—জ্ঞানদাস পরিহাস করিয়া বলিতেছেন, রাধে তুমি আমার কথা শোনো, অর্থাৎ তোমার নীল শাড়ী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া আমার ধড়াচূড়া পরিধান কর (অন্য পদে আছে) তাহা হইলে বাঁশী বাজিবে, নচেৎ নহে।

১০। নাম-নৌকায়..... যমুনা—তোমার নাম ভবনদী পার হইবার তরণী-স্বরূপ; সুতরাং তোমার নিকট যমুনা অতি তুচ্ছ।

পাইয়া.....-তনু—অহল্যার শাপমোচন-বৃত্তান্ত।

কাষ্ঠ.....সোণা—যখন রাম নৌকায় পা দিয়াছিলেন, তখন খেয়া নৌকা সোণা হইয়া গিয়াছিল।

আমরা আহীর নারী কুল শীল পরিহরি
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী শুন ওহে গুণমণি
কত না করহ প্রবঞ্চনা॥

১১

ছোড়ল আভরণ মুরলী-বিলাস।
পদতলে লুটয়ে সো পীতবাস॥
যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম-সঙ্গতি।
ভাগ্যে মিলয়ে এহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি ন হোয় সমুচিত॥

আহীর—গোপ।

১১। ছোড়ল—ত্যাগ করিল। পীতবাস—যাঁহার পীতবসন, কৃষ্ণ।
যাক—যাহার। দরশ—দর্শন। ঝুরয়ে—অশ্রু ত্যাগ করে।
অব—এখন। তাক—তাহার। কান—কানু। শ্যাম রসবন্ত—প্রেমিক কৃষ্ণ।
প্রেম-সঙ্গতি—প্রেমিকের সঙ্গ। এহ—এই। আজু—আজ।
গোঙায়বি—যাপন করিবি। রোই—রোদন করিয়া।
যাচিত—যাচ্ঞা করিয়া যাহা আসে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে।
হোয়—হয়।

১২

গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভীখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত
বুঝল ভীখ নাহি নেল॥

জটিলা কহত তব কা তুহুঁ মাগত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ-হাত- ভীখ হাম লেয়ব
তুরিতহিঁ দেহ পাঠাই॥

১২। গোরখ জাগাই—গোরক্ষনাথ জাগ্রত হও। এখন যেরূপ বৈষ্ণব ভিখারীরা 'জয় গৌর', 'জয় নিতাই' উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করে, পূর্ব্বে এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তদ্রূপ 'গোরখনাথ জাগ' এই কথা উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিত।

শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে—শিঙ্গা-দ্বারা 'গোরখনাথ জাগ' এই ঘোষণা শুনিলে।
ভীখ—ভিক্ষা।
জটিলা—রাধার শাশুড়ী।
দেল—দিল।
মৌনী—কথা না কহিয়া।
যোগেশ্বর—যোগীবর।
মাথ হিলায়ত—মাথা হেলন করিলেন, দোলাইলেন।
বুঝল.....নেল—তদ্দ্বারা বোঝা গেল যে যোগী ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না।
তেরে—তোমার।
বধূ-হাত-ভীখ—বধূর হস্তের ভিক্ষা। লেয়ব—লইব।
তুরিতহিঁ দেহ পাঠাই—শীঘ্র তাহাকে পাঠাইয়া দাও।

পতিবরতা বিনু ভীখ নাহি লেয়ব
যোগী-বরত হোয়ে নাশ।
তাকর বচন শুনিতে তনু পুলকিত
ধাই কহে বধূপাশ ॥
দ্বারে যোগিবর পরম মনোহর
জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।
বহুত যতন করি কনক থালী ভরি
ভীখ দেহ তছু ঠামে ॥
শুনি ধনী রাই আই করি উঠল
যোগী নিয়ড়ে নাহি যাব।
জটিলা কহত যোগী নহ আনমত
দরশনে হোয়ব লাভ ॥

পতিবরতা বিনু—পতিবরতা (পতিব্রতা) বিনু (বিনা)।

ভীখ.....লেয়ব—সতীসাধ্বী ভিন্ন অপর কোন রমণীর ভিক্ষা আমি গ্রহণ করিব না।

যোগী-বরত হোয়ে নাশ—(তাহা লইলে) আমার যোগী-বরত (যোগীর ব্রত, সন্ন্যাসধর্ম্ম) নষ্ট হইবে। হোয়ে—হইবে।

তাকর—তাহার। শুনিতে—শুনিয়া।

তনু পুলকিত—এই কথা শুনিয়া, তাহার মুখে বধূর প্রশংসা শুনিয়া, জটিলা যোগীকে খুব বড় সাধু মনে করিল এবং পুত্রবধূর সুখ্যাতি শুনিয়া আনন্দে তাহার দেহ পুলকিত হইল। ধাই—ধাইয়া গিয়া।

জ্ঞানী.....অনুমানে—অনুমানে বুঝিলাম ইনি জ্ঞানী।

বহুত.....ঠামে—যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণথালা পূর্ণ করিয়া তাহার (তছু) কাছে (ঠামে) গিয়া ভিক্ষা দাও।

শুনি.....উঠল—রাই এই কথা শুনিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক 'আই' শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন। আই—ছি। নিয়ড়ে—নিকটে।

জটিলা কহত.....লাভ—জটিলা বলিলেন যোগী অন্যরূপ (আনমত) নহেন, অর্থাৎ অসাধু নহেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে লাভ হইবে।

গোধূম-চূর্ণ পূর্ণ থালীপর
কনক কটোরী ভরি ঘিউ।
করযোড়ে রাই লেহ করি ফুকরই
তাহে হেরি থরহরি জীউ॥
যোগী কহত হাম ভীখ নাহি লেয়ব
তুয়া মুখ-বচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর যো অভিমানসি
মাফ করহ ঘর যাই॥
শুনি ধনী রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ নটবর শেখর
সাধি চলত নিজ কাজ॥

কটোরী—(হিন্দী) ছোট খুরি, বাটি। ঘিউ—ঘৃত।
লেহ করি ফুকরই—উচ্চ স্বরে বলিলেন 'লও'।
তাহে……জীউ—তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জীউ (প্রাণ) থরহরি কাঁপিতে লাগিল—(পরপুরুষ-জ্ঞানে লজ্জাবশতঃ)।
তুয়া……চাই—তোমার মুখের একটি কথা শুনিতে চাই। পর—উপর।
যো অভিমানসি—যে অভিমান করিয়াছ তাহা মাপ কর।
চীরে—বস্ত্র-দ্বারা। ঝাঁপল—আবৃত করিল।
ভেখধারী……নটরাজ—বুঝিলেন যে নটরাজ কৃষ্ণই ভেখধারী হইয়া আসিয়াছেন।
সাধি……কাজ—গোবিন্দদাস বলিতেছেন, নটরাজ কৃষ্ণ নিজ কাজ সাধিয়া (মান-ভঞ্জন করিয়া) চলিয়া গেলেন।

আত্ম-নিবেদন

আত্ম-নিবেদন

১

শ্যাম-বঁধু আমার পরাণ তুমি।
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ-বদনে
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুন শুন পরাণ কানু।
কুল-শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

২

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥

১। পাসরিতে—ভুলিতে। করে আন্‌চান—ব্যাকুল হয়।
বিনু—বিনা। রহিল—রহিলাম। ভরি—ভরিয়া, ব্যাপিয়া।
২। সুধায়—জিজ্ঞাসা করে।

অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ-মুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ্।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

৩

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

ভখিমু—খাইব।

এ ছার.....মুখ—এই দুঃখপূর্ণ জীবনে আর কি সুখ আছে? তোমার চন্দ্রমুখ-খানি দেখাই জীবনের একমাত্র আনন্দ ও সফলতা। একবার এই দুঃখিনীর সম্মুখে দাঁড়াও, আমি তোমার মুখখানি দেখিয়া মরি। সোয়াস্তি—আরাম।

নাহি টুটে ভুখ্—আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। টুটে—কমিয়া যায়।

পরের বোলে.....চায়—লোকে নিন্দা ও গঞ্জনা করে বলিয়াই কি তুমি প্রাণ ত্যাগ করিবে? পরের কথায় কে কবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে?

ইহা না যুয়ায়—ইহা যোগ্য হয় না।

৩। না জানি.....টুটে—কোন্ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-প্রেমে বঞ্চিত হই ইহাই সর্ব্বদা আশঙ্কার বিষয়।

গড়ন.....বিরল—গড়া জিনিস ভাঙ্গিতে পারে এরূপ দুষ্ট খল ব্যক্তি অনেক আছে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে জোড়া দিতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল।

যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদ মুখের মধু হাসে তিলেকে জুড়াই ॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥

৪

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিনু
নিবেদিয়ে তুয়া পায় ॥
কি জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায়ে হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু ॥

যথা.....জুড়াই—আমি যেখানে সেখানে যাই না কেন—যত দূরেই যাই—সেই মুখখানির হাসি মনে পড়িলে অমনই আমি জুড়াইয়া যাই।

তিলেক—তন্মুহূর্ত্তে।

সে হেন.....তায়—যে ব্যক্তি এই প্রেম ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিবে, সে আমার বধের ভাগী হইবে, আমার মৃত্যুর দায়ী হইবে।

চণ্ডীদাস.....তিলেক—চণ্ডীদাস বলিতেছেন—রাই, তুমি অনেক বৃথা দুর্ভাবনা ভাবিতেছ। একি জান না যে, তাঁহার ভালবাসা এমন ভঙ্গপ্রবণ নহে যে, কেহ কিছু বলিলেই তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে? তোমার প্রেম ভিন্ন সে কি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে?

৪। রায়—মর্য্যাদা-সূচক সম্ভাষণ। তুয়া—তোমার।
গৌরবে—অহঙ্কারে। ঝুরিয়া—কাঁদিয়া।

জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণসম
পরাণ-বঁধুয়া তুমি ॥

সখীগণে কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি
অব টুটায়ব কে ॥

তোহারি গরবে গরবিণী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ ॥

৫

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥

পরাণ-বঁধুয়া তুমি—তাঁহারা তো ভালবাসেনই, সকলের উপরে তুমি আবার আমার প্রাণবঁধু। দে—দেহ।
হামারি—আমার। তুহুঁ—তুমি। বাঢ়ায়লি—বৃদ্ধি করিলে।
অব—এখন। টুটায়ব—ভাঙ্গিবে, নষ্ট করিবে। তোহারি—তোমারই।

৫। মরণে.....তুমি—শুধু মৃত্যুকালে নহে, কিন্তু জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যেন তোমাকে আমি প্রাণপ্রিয় বলিয়া মনে রাখি। শুধু এই জন্মে নহে, যতবার আসিব যাইব—যত জন্ম হইবে—তুমি প্রতিজন্মে আমার একমাত্র প্রিয় থাকিও।

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥

একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি—তোমার পদযুগলের সঙ্গে আমার প্রাণে প্রেমের ফাঁসি লাগিয়াছে, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় তিলমাত্র সরাইয়া লইলে আমার প্রাণ যাইবে।

একুলে ওকুলে—স্বামিকুলে ও পিতৃকুলে।

একুলে.....দুকুলে—পিতৃকুল ও স্বামিকুল এই দুই কুলে এবং সমগ্র গোকুলে অর্থাৎ ত্রিসংসারে আমার আপনা বলিতে কেহ নাই।

অখল—সরল (খলশূন্য)।

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

৬

শুন হে চিকণ কালা।
কি বলিব আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবোলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম নবীন শ্যাম॥

পরশ.....পরি—তুমি আমার স্পর্শমণি, (যাহার স্পর্শে সকল ধাতু সোণা হয়; অর্থাৎ অমূল্য রত্ন) তোমাকে হার করিয়া গলায় পরিতে ইচ্ছা হয়। যেন এক মহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে হৃদয় হইতে বিযুক্ত করিতে না হয়।

৬। আমার পদ পরাধীন, তোমার মন্দিরের পথে তাহা যাইতে পারে না। আমি তোমার কাছে আসিলে লোকে উপহাস করে—সংসারের কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া যে ভগবান্‌কে লইয়া থাকিতে চাহে সংসারে তাহার প্রশংসা নাই, লোকে তাহাকে ক্ষেপা-পাগল বলিয়া কটূক্তি করে।

তেঞি—সেইজন্য। অবোলা—যে কথা বলিতে পারে না।

অবোলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে॥

৭

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥

পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

রসিক—এই ভাবের ভাবুক, কৃষ্ণানুরাগী।

৭। তোহারে—তোমাকে। আন—অন্য।
ভায়—প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয়।

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম
তোহারি চরণখানি ॥

৮

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥

পাপ পুণ্য.....চরণখানি—পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক তোমার পদযুগলই আমার সর্ব্বস্ব।

৮। অবলার.....হেন—তোমার ন্যায় মন মোহিত করিতে পারে, এরূপ আর কেহ নাই।

রাতি.....কৈনু রাতি—সারারাত্রি অভিসার মিলনাদির জন্য জাগিয়া থাকি, এবং দিনের বেলা ঘুমাই।

ঘর.....কৈনু ঘর—সংসারাতীত সুখের আশায় বাহিরে চলিয়া যাই—সেই মিলন-কুঞ্জই আমার প্রকৃত গৃহ হয়, এবং সংসার আমার কাছে প্রবাসের মত বোধ হয়।

কোন বিধি.....শেঁওলি—স্রোতের শেওলা যেমন ভাসিয়া যায়, যেদিকে প্রবাহ সেইদিকে তাহার গতি, তাহার কোন লক্ষ্য নাই, কেহ তাহাকে দেখিবার নাই।

সিরজিল—সৃষ্টি করিল। ব্যথিত—সমবেদনাশীল, সহানুভূতি-পরায়ণ।

বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

৯

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
(আমার) বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
(তোরা) নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিয়া আলা॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥
(তোরা) পর(ম) পতি সনে সদাই গোপনে
সতত করিবি লেহা।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

বঁধু.....রও—একমাত্র তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করিতেছি, তুমি যদি আমার প্রতি নির্ম্মম হও, তবে দাঁড়াও—তোমার সম্মুখেই এই প্রাণ ত্যাগ করিব।

৯। এই পদটি হেঁয়ালি বা 'সন্ধ্যা' ভাষায় রচিত কবিতার একটি সুন্দর উদাহরণ।

তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে
তবে ত পিরীতি সাজে॥

১০

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

না হইবি.....অসতী—তোরা সৎ থাকিবি, কিন্তু বাহিরে সাধুর বেশ ধারণ করিবি না।

১০। ভায়—প্রতিভাত হয়, ভাল লাগে। ভরমে—ভ্রমবশতঃ, আনমনে।

গুরুজন.....বিকল—যখন গুরুজনের মধ্যে বসিয়া থাকি, তখন প্রসঙ্গতঃ তোমার নাম হইলে আমি আনন্দে অধীর হইয়া যাই। আমার চিত্ত দ্রবীভূত হয়। আপনা আপনি দেহ আনন্দে কণ্টকিত হয় ও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। আমার নিজের অবস্থা দেখিয়া নিজেই বিচলিত হইয়া পড়ি,—আশঙ্কা হয় যে গুরুজনেরা বুঝি সমস্ত দেখিতে পাইলেন।

থাকিয়ে—থাকি। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে।

দরবয়ে—দ্রব হয়। বিকল—বিচলিত। পাসরিতে—ভুলিতে

মাথুর

মাথুর

১

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুল-খেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান॥

১। অব—এখন। কো—কে। শূন—শূন্য।
নগরী—দেশ। সগরি—সকলি।
কৈছনে—কেমন করিয়া। নেহারব—দেখিব।
সঞে—সহিত। যাহা—যেখানে। কয়ল—করিল।
ফুল-খেরি—ফুল-খেলা। জীয়ব—জীবন ধারণ করিব।
তাহি—তাহা। নেহারি—দেখিয়া।
বিদ্যাপতি.....রহু কান—বিদ্যাপতি বলিতেছেন, তুমি দুঃখ করিও না, তিনি চিরতরে চলিয়া যান নাই, কৌতুক দেখিবার জন্য তিনি তথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন।
রহু—রহিয়াছেন। তঁহি—সেখানে। ছাপি—লুকাইয়া।

২

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনা-কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সায়রে তেজব পরাণ।
অনি জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহ-বাধা॥
বিদ্যাপতি কহে নীত।
অব রোদন নহ সমুচিত॥

৩

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥

২। রোদতি—রোদন করে। ধাবই—ধাবিত হয়। অব—এখন।
সোই—সেই। বুলে—বেড়ায়। হাম—আমি।
তেজব—ত্যাগ করিব। অনি—অন্য, আন। হোয়ব—হইবে।
যব—যখন। তব—তখন। জানব—জানিবে।
বাধা—কষ্ট। নীত—নীতি, সার। নহ—নহে।

৩। বিপথে.....মালতী-মালা—যেন মালতী ফুলের মালা কেহ বিপথে ফেলিয়া দিয়াছে। পড়ল—পড়িল।
পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। কৈছনে—কেমন করিয়া।

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

৪

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

নয়নক—নয়নের। নিন্দ—নিদ্রা।
বয়ানক—বয়ানের, মুখের। গেও—গিয়াছে।
সুখ.....পিয়া সঙ্গ—প্রিয়ের সঙ্গে সুখ গিয়াছে। মঝু—আমার।
বরনারি—সুন্দরী রমণী। সুজনক—সুজনের।
সুজনক.....চারি—সজ্জন ব্যক্তির অশুভ সময় (কুদিন) মাত্র দুই চার দিনের জন্য।

৪। ওর—সীমা। ভরা—পূর্ণ। বাদর—বাদল, বর্ষা। মাহ—মাস। ভাদর—ভাদ্র। এই ভাদ্রমাসের ভরা বাদল, কিন্তু আমার গৃহ শূন্য।
ঝাম্পি—ঝাঁপিয়া, দশ দিক্ ব্যাপিয়া। ঘন—মেঘ।
গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে। সন্ততি—সতত।
বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করিতেছে। পাহুন—প্রবাসী।
সঘনে.....হন্তিয়া—দারুণ (নিষ্ঠুর) কামদেব সঘনে খর শর হানিতেছে।

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

৫

অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥

কুলিশ.....মাতিয়া—শত শত কুলিশপাত (বজ্রপাত) দ্বারা মোদিত (আনন্দিত) ময়ূর মত্ত হইয়া নাচিতেছে।

মত্ত—যে মাতিয়া গিয়াছে। দাদুরি—ভেক সকল।

ফাটি.....ছাতিয়া—আমার বক্ষ (ছাতি) কষ্টে ফাটিয়া যাইতেছে, কারণ আমার প্রিয় নিকটে নাই।

অথির বিজুরি পাঁতিয়া—বিদ্যুৎপঙ্‌ক্তি অস্থির (অথির) হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

গোঙায়বি—যাপন করিবি। রাতিয়া—রাত্রি।

৫। জারব—পুড়িবে।

বারিদ-মেহে—জলবাহী মেঘে। অঙ্কুর হইতেই যদি রবি-তাপে পুড়িয়া গেল, তাহা হইলে জলপূর্ণ মেঘে আর কি করিবে?

গোঙায়ব—কাটাইব।

পিয়া-লেহে—বঁধুর স্নেহে; তাঁহার ভালবাসায় আর কি লাভ হইবে?

হরি হরি কো ইহ দৈবদুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে॥

কো—কি। দৈবদুরাশা—দুর্ব্বিপাক। কো—কে।
পিয়াসা—পিপাসা। যব—যখন। ছোড়ব—ছাড়িবে।
বরিখব—বর্ষণ করিবে। আগি—অগ্নি।
চিন্তামণি—একপ্রকার মণি যাহার গুণে যাহাই চিন্তা করা যায়, তাহাই সুলভ হয়।
মাহ—মাস। ঘন—মেঘ। সুরতরু—কল্পতরু।
বাঁঝকি ছন্দে—বন্ধ্যার (বাঁঝকি=বাঁঝার) মত। ছন্দে—মত।
ঠাম—ঠাঁই, স্থান। পাওব—পাইব।
ধন্ধে—ধাঁধা; বিদ্যাপতি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, তাঁহার নিকট এটি একটি ধাঁধা (রহস্য)।

সমুদ্রের নিকট যাইয়া শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ফিরিয়া আসা (জলনিধির নিকট জল না পাওয়া), চন্দনবৃক্ষের নিকটে যাইয়া সুগন্ধ না পাওয়া, চন্দ্রকিরণে অগ্নির উত্তাপ লাভ করা, শ্রাবণ মাসের মেঘের নিকট এক বিন্দু জল না পাওয়া, চিন্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া এবং কল্পতরুর বন্ধ্যার ভাব,—এ সকল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আমি অভাগিনী আমার ভাগ্যের ফল—কৃষ্ণকে সেবা করিয়া ফল না পাওয়া ইহাও তেমনই। বিদ্যাপতি এই রহস্য ভেদ না করিতে পারিয়া গোলে পড়িয়াছেন।

৬

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

৬। চির চন্দন.....ভেলা—যাঁহার সঙ্গে মিলনে পাছে একটুকু বাধা হয়—এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরিতাম না, সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্ব্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন।

চির—চীর, বসন। উরে—বক্ষে। ন দেলা—দিই নাই।
সো—সে। অব—এখন। আঁতর—অন্তর, ব্যবধান।
ভেলা—হইল। পিয়াক—প্রিয়ের। গরবে—গর্ব্বে।
হাম—আমি। কাহুক—কাহাকেও। না গণলা—গণনা করি নাই।
মোহে—আমাকে। কো কি না কহলা—কেই বা কি না বলিতেছে।
রহল—রহিল। মরমে—মর্ম্মে।
বিছুরল—বিস্মৃত হইল, যদি আমায় ভুলিয়া গেল। পূরব—পূর্ব্ব।
পূরব জনম.....ভরমে—পূর্ব্বজন্মে ভুলক্রমে বিধাতা আমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই হইল।
পিয়াক দোখ.....করমে—আমার প্রিয়ের কোনও দোষ নাই; যাহা আমার কর্ম্মে ছিল, তাহাই ফলিতেছে।
আন—অন্য। পাঁজর—বক্ষপঞ্জর। ঝাঁঝর—ছিদ্রময়।

৭

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

সখি কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥

উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥

নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে॥

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি
মরমে রহিল শেল॥

৭। উচল—উচ্চ। অচল—পর্ব্বত।
লছমী—লক্ষ্মী, শ্রী। বেঢ়ল—ঘেরিয়া ধরিল।
পিয়াস—তৃষ্ণা। বজর—বজ্র।

এই পদটিতে কখনও কখনও জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু খুব প্রাচীন পুথিতে ইহা চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত দেখা যায়।

৮

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহে আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

৯

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিয়ে যমুনায় দিব ঝাঁপ॥

৮। কহবি—কহিবে। সুখ-সায়র—সুখের সাগর।
দৈবে শুকায়ল—দৈবদোষে শুকাইয়া গেল। তিয়াসে—তৃষ্ণায়।
আপনা বলিয়া.....বর—নিজ জন মনে করিয়া কথা বলিতে ছাড়িবি না, তাহার নিকট হইতে বর আদায় করিয়া লইবি।
শয়নে.....বাদ—যে সকল ইচ্ছা শয়নে স্বপ্নে পোষণ (ভাবনে) করিয়াছিলাম, বিধাতা তাহাতে বাদ সাধিলেন।

এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াইব পরাণী॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াইব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলেরে গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তলভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফান্দ॥

১০

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
রোপিণু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরুশাখায় রহিল সারিশুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥

৯। থুই—রাখিয়া (থুইয়া)। ফুলেরে—ফুলে।
বনাইয়া.....কুন্তলভার—তোমার কেশ-কলাপে (কুন্তলভার) মোহন চূড়া সুন্দর করিয়া বাঁধিয়া (বনাইয়া) দিব।

১০। এই পদটি রাধার দশমী দশার অর্থাৎ মৃত্যু অবস্থার; কৃষ্ণের জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। মুমূর্ষু রাধা বলিতেছেন, "আমার মৃত্যুর পরে কৃষ্ণ যেন এই বৃন্দাবনে একবার আইসেন, এই অনুরোধ তাঁহাকে জানাইও।"

মল্লিকা ফুলের চারা পুতিয়াছিলাম, তাঁহাকে সেই ফুলের মালা পরাইব বলিয়া। আমার ভাগ্যে তাহা হইল না, যখন এই চারায় ফুল হইবে তখন আমি আর জগতে থাকিব না—তোমরা ফুলের মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাইও।

এই.....ইহার মুখে—ইহাদের মুখে যেন তিনি আমার এই দশার কথা শুনেন।

এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি পিয়া যেন দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দোতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন নাহি ফুর ॥

১১

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মন্দ বহনা।
হরি-বৈমুখী হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা ॥

কি কহিবে.....ফুর—পদকর্ত্তা শেখর বলিতেছেন, তিনি আর কি কহিবেন, তাহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না।

১১। অতি.....দহনা—রাধা বলিতেছেন, "অত্যন্ত শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে, এ অবস্থায় প্রাণিমাত্রেরই অঙ্গ জুড়াইয়া যায়, কিন্তু আমার তাহা হইতেছে না,—এত ঠাণ্ডা বাতাসেও কৃষ্ণবিরহবিধুর আমার অঙ্গ বিরহানলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।"

বহনা—বহিতেছে।

হরি-বৈমুখী হামারি অঙ্গ—হরি যাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন এমন যে আমি, আমার অঙ্গ।

মদনানলে দহনা—প্রেম বা বিরহের অনলে দগ্ধ হইতেছে।

কোকিলাগণ কুহু কহু স্বরে
ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি-লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত
গাওত হরিলীলা।
ঐছন বাণী শুনি তৈখনি
রাগিণী মোহ গেলা॥
ললিতা কোরে করি বৈঠল
বিশাখা ধরু আসিয়া।
শশিশেখর কহত ধনি
যাওত জীউ ফাটিয়া॥

স্বরে—স্বর করিয়া গান করে। ঝঙ্কারে—ঝঙ্কার করে।

কোকিলাগণ.....জনমে—কোকিল কোকিলা পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে, ফুলে ফুলে ভ্রমর গুণ গুণ রব করিতেছে; কিন্তু আমি এমনই অভাগিণী যে এ সকলই আমাকে পীড়া দিতেছে। [আমার আর বাঁচিতে সাধ নাই। আমি বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া মরিব যাহাতে পরজন্মে তাঁহাকে পাইতে পারি।

হরি-.....জনমে—হরিকে পাইবার (অতৃপ্ত) আকাঙ্ক্ষা লইয়া মরিব, তাহা হইলে পরজন্মে তাঁহাকে পাইব। [শাস্ত্রে বলে, মরিবার সময় যে যাহা একান্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া মরে, পরজন্মে সে তাহা পায়।]

হরি-লালসে—হরিকে পাইবার আকাঙ্ক্ষায়। তেজব—ত্যাগ করিব।
পাওব—পাইব। আন জনমে—অন্য জন্মে (পরজন্মে)।
ঘেরি বৈঠত—রাধাকে ঘিরিয়া বসিল। গাওত—গাহিতে লাগিল।
ঐছন বাণী—ঐরূপ কথা (উক্ত হরিলীলা)। শুনি—শুনিয়া। তৈখনি—তৎক্ষণাৎ।
রাগিণী—অনুরাগিণী। মোহ গেলা—মূর্চ্ছা গেলেন। কোরে করি—কোলে করিয়া।
বৈঠল—বসিল। ধরু আসিয়া—বিশাখা আসিয়া তাহাকে ধরিলেন।
কহত—কহেন। যাওত—যাইতেছে। জীউ—প্রাণ।

১২

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হোই মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ-জ্যোতি হোই তছু মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ-নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল-চন্দ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তছু মাহ॥
যোই বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদুবাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরী।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

১২। যাঁহা—যেখানে। পহুঁ—প্রভু।
অরুণ-চরণে—অরুণ-বর্ণ পদে। যাত—যায়।
তাঁহা তাঁহা.....গাত—(আমার মৃত্যুর পরে) আমার অঙ্গ (গাত) যেন সেই স্থানের মাটী হইয়া থাকে। চাহ—দেখেন।
তছু মাহ—তাহার মধ্যে যেন আমার দেহ জ্যোতি হইয়া থাকে।
এ সখি.....গোকুল-চন্দ—হে সখি, বিরহ ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরোধ ঘুচিয়া যাউক এবং এইরূপে (ঐছনে) অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পরে যখন আমার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন আমি গোকুলের চাঁদকে পাইব।
নাহ—স্নান করেন। তছু মাহ—তাহার মধ্যে।
যাঁহা পহুঁ.....ঠাম—যেখানে তিনি শ্যামল মেঘের ন্যায় ভ্রমণ করিবেন, সেইখানে যেন আমার অঙ্গ আকাশ হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকে।
তছু—সেই। ঠাম—ঠাঁই, স্থান।

মিলন ও ভাবসম্মিলন

মিলন ও ভাবসম্মিলন

১

সখি আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায় ॥

১। সখি.....ভেল—সখি, আজ কুদিন সুদিনে পরিণত হইল।
ভেল—হইল। আওব তুরিতে—শীঘ্র আসিবে।
কপাল কহিয়া গেল—আমার অদৃষ্ট আমাকে বলিয়া গেল।
চিকুর ফুরিছে—আনন্দে চুলগুলি স্ফুরিত হইতেছে।
পুলক.....ভার—যৌবন বোঝার ন্যায় পীড়া দিতেছে না, বরঞ্চ যৌবনের ভার আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হইতেছে।
প্রভাত.....বসিল তায়—কাক ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিদিত। কাকচরিত্র পাঠ করিলে জানা যায়, কাকের বিচিত্র প্রকার ডাকে শুভ ও অশুভ সূচিত হয়। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমনবার্ত্তা শুনিবার জন্য রাধা ব্যাকুল হইয়া কত প্রশ্ন করেন—তাহাদিগকে খাবার জিনিষ দিয়া সুসংবাদ

মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল ॥

২

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার ॥

শুনিবার জন্য ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু কাকেরা খাবার খাইয়া চলিয়া যায়—তাঁহার কথার উত্তরে কোন শুভ ইঙ্গিত দেয় না। কিন্তু আজ তাহারা তাঁহার আহ্বানে প্রফুল্লচিত্তে নিকটে উড়িয়া আসিয়া বসিল।

মুখের তাম্বূল.....ফুল—আনন্দের চিহ্নস্বরূপ আপনা আপনি চর্ব্বিত পান খসিয়া পড়িতেছে এবং দেবতার মাথা হইতে আশীর্ব্বাদী ফুল হাতে আসিয়া পড়িতেছে।

বিহি.....অনুকূল—বিধাতা অনুকূল হইয়াছেন।

২। এস্থানে কৃষ্ণ দেহী নহেন—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন; এখানে সাধকের দেহই মঙ্গল-আচারের স্থান,—বাহিরের আঙ্গিনা ঝাঁট দেওয়ার দরকার নাই, সাধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাঁহার নিজের চিকুর দিয়াই সে বেদীতে ঝাঁট দেওয়া হইবে; এখানে বাহিরের আলিপনার দরকার নাই, শুভ্র মোতির হারই আলিপনা হইবে, মঙ্গল-কলসী স্থাপনের দরকার নাই, স্বীয় কুচযুগ্মই মঙ্গল-কলসী হইবে। "Human body is the highest temple of God" এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতে দৃষ্ট হইবে।

কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিনী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই এক পুলকে মিলব তুয়া পাশ॥

৩

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

দিশি দিশি……ঠাট—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বহু রমণীর উপস্থিতি আবশ্যক। আমি এরূপ বিচিত্র বিলাস-কলা বিস্তার করিব যে মনে হইবে বহু রমণীর সমাবেশ হইয়াছে।

চৌদিগে……হাট—মনে হইবে যেন চারিদিকে চাঁদের হাট মিলিয়াছে।

৩। এতেক……হ'লে—আমি অবলা—কোমলহৃদয়া, এজন্য এই কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কর্দ্দম কোমল—তাহাতে আঘাত করিলে তাহা ভাঙ্গে না, ফাটে না, নিপীড়িত হয় মাত্র। কিন্তু শক্ত জিনিষ পাথরে আঘাত পড়িলে তাহা ফাটিয়া যায়।

তোমার কুশলে কুশল মানি—আমার নিজের সুখদুঃখ বলিয়া কিছুই নাই, তোমার সুখেই আমার সুখ।

সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে॥

৪

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

কোরে—ক্রোড়ে।

এখন কোকিল.. ...চন্দ—কোকিলের গান, অলিকুলের গুঞ্জন, মলয়ানিল-হিল্লোল, এবং চন্দ্রের কিরণ বিরহীর পক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়া কবি-প্রসিদ্ধি আছে। তাই শ্রীরাধা বলিতেছেন, এখন তুমি আমার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছ, এখন আমি মলয়ানিল প্রভৃতিকে আর ভয় করি না।

৪। ভাগে—বহু ভাগ্যে। পেখলুঁ—দেখিলাম।
পিয়া-মুখ-চন্দা—প্রিয়ের মুখচন্দ্র। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন, অনুকূল।
দিশ—দিক্।

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হোউ
মলয়-পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যবহুঁ পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

৫

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

মঝু—আমার।

আজু মঝু.....দেহা—আজ আমার গৃহ গৃহ বলিয়া মানিলাম; আজ আমার দেহ দেহ বলিয়া মনে হইতেছে। গেহ—গৃহ।

বিহি—বিধি। হোয়ল—হইল। টুটল—দূর হইল। সবহুঁ—সকল।

সোই.....মন্দা—সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, এখন লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, কামদেবের পঞ্চ শর এখন লক্ষ শর হউক এবং মলয়পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হউক। পূর্ব্বে কৃষ্ণকে না দেখিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সুখরাশি আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল, এখন তদ্বিপরীত হইয়াছে। [পূর্ব্বপদের সহিত তুলনা করুন।]

৫। চিরদিনে—দীর্ঘ দিনের পরে। বহুকাল পরে মাধব আমার গৃহে আসিয়াছেন।

পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥

৬

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহা হোয়॥

আঁচর ভরিয়া.....পাঠাই—অর্থের জন্য স্ত্রী স্বামীকে প্রবাসে পাঠাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু আমি আঁচল ভরিয়া যদি মহামূল্যরত্ন পাই, তাহা হইলেও প্রিয়কে আর দূরে পাঠাইব না।

ওঢ়নী—গাত্রাবরণ, ওড়্না। গিরীষির—গ্রীষ্মের। দরিয়া—নদী। না—নৌকা।

৬। হাতক—হাতের। দরপণ—দর্পণ। মাথক—মাথার।
নয়নক—নয়নের। মুখক—মুখের। হৃদয়ক—হৃদয়ের।
গীমক—গ্রীবার। দেহক—দেহের। সরবস—সর্ব্বস্ব।
গেহক—গৃহের। পাখীক—পাখীর। মীনক—মীনের, মৎস্যের।
দুহুঁ—দুইজনে। দোহা হোয়—দুয়ের মত হয়।

এই পদের শেষের দুই ছত্রে একটা ইঙ্গিত আছে। রাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমার পক্ষে হাতের দর্পণ স্বরূপ (পূর্ব্বকালে হিন্দু মেয়েরা সর্ব্বদা মুখ দেখিবার

৭

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

জন্য হাতে দর্পণ রাখিতেন, সেটি তাঁহাদের বড় প্রিয় জিনিষ ছিল। উড়িষ্যা ও অপরাপর স্থলের অনেক পাথরে রচিত ও অঙ্কিত নারীমূর্ত্তির হাতে দর্পণ দৃষ্ট হয়। বিলাতের মহিলারা এখনও হাতব্যাগে একখানি ছোট দর্পণ লইয়া বেড়ান।) মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বূল, বক্ষের মৃগমদ, গ্রীবার হার, দেহের সর্ব্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পক্ষ, মৎস্যের জল, জীবের জীবন; অর্থাৎ আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে এত ভালবাসিয়াও তুমি কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভক্ত নিজের সর্ব্বস্ব ভগবান্‌কে দিয়া সেই বিরাট্ রহস্যের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধার ভাবে মনে ভাবেন, তিনি কে, যাহাকে সকলই দিলাম, তাঁহার তত্ত্ব তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি তো আমার সব—কিন্তু হে মাধব, তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। (তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।) বিদ্যাপতি বলেন, তোমরা দুইজনে দুইজনেরই মত; অর্থাৎ ভক্তের প্রেম যেরূপ অসীম, ভগবান্‌ও তেমনই অসীম। ভক্ত ও ভগবানের স্থান বৈষ্ণব সাহিত্যে একরূপ। দুইজনে সমান না হইলে তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ হইতে পারে না।—যথা চণ্ডীদাসে

"কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।"

৭। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ।

অনুভব মোয়—আমার ভাব (আমার অনুভব, ভাব=চিন্তাপ্রণালী) সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সোই.....হোয়—ভালবাসার গুণ বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কারণ ইহা অসাড় জড় পদার্থের মত এক অবস্থায় থাকে না। প্রেম কখনও পুরাতন হয় না, ইহা তিলে তিলে (প্রতি মুহূর্ত্তে) নূতন হয়। যাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন হয়, তাহাকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব?

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

নেহারলু—দেখিলাম। তিরপিত—তৃপ্ত। ভেল—হইল।
শ্রুতিপথে.....গেল—শ্রুতিপথে গিয়াও যেন স্পর্শ করিল না, অর্থাৎ শুনিয়াও যেন শুনিলাম না—আবার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।
মধু-যামিনী—বসন্ত কালের রাত্রি। রভসে—ক্রীড়াকৌতুকে।
না.....কেলি—ক্রীড়া কিরূপ তাহা বুঝিলাম না।
হিয়ে হিয়ে—বক্ষে বক্ষে।
তব.....গেলি—তবু বক্ষ জুড়াইল না। বিদগধ—রসজ্ঞ।
কত.....পেখ—কত রসজ্ঞ ব্যক্তিই দেখিলাম, কিন্তু কাহারও মধ্যে প্রকৃত অনুভব দেখিলাম না; অর্থাৎ কেহ যে বুঝিয়াছে, এমন দেখিলাম না। পেখ—দেখিলাম।

SOME OF THE CALCUTTA UNIVERSITY PUBLICATIONS ON RELIGION AND PHILOSOPHY.

A History of Indian Logic (ANCIENT, MEDIAEVAL AND MODERN SCHOOLS). By Mahamahopadhyaya Satischandra Vidyabhushan, M.A., Ph.D., &c., with a Foreword by Sir Asutosh Mookerjee. Demy 8vo, pp. 696. Rs. **15.**

A Short History of the Mediaeval School of Indian Logic (GRIFFITH MEMORIAL PRIZE, 1907). By the same author. Royal 8vo, pp. 210. Rs. **7-8.**

System of Buddhistic Thought. By Rev. S. Yamakami. Gives a complete view of the Buddhistic Philosophy, both of the Mahayana and Hinayana Schools. Royal 8vo, pp. 372. Rs. **15.**

Comparative Religion (STEPHANOS NIRMALENDU GHOSH LECTURES DELIVERED IN 1923). By Prof. A. A. Macdonell, M.A. (Oxon.), Ph.D. (Leipzig), D.Litt. (Edin.), D.O.L. (Cal.). Contains a survey of all important religions of antiquity Published in July, 1925. Royal 8vo, pp. 194. Rs. **3.**

Manu-Smriti. An English translation of the commentary of Medhatithi on the Institutes of Manu. Edited by Mahamahopadhyaya Ganganath Jha, M.A., D.Litt., Vice-Chancellor, Allahabad University. Five Volumes, each consisting of 500-600 pages. Royal 8vo. Each Vol. consisting of two parts and each part being priced at Rs. **6**— Rs. **8.**

Manu-Smriti, Notes. By the same author.

PART I—Textual. Dealing with the readings of the texts and allied matters. Royal 8vo, pp. 569. Rs. **12.**

PART II—Explanatory. Containing an account of the various explanations of Manu's text. Royal 8vo, pp. 870. Rs. **15.**

PART III—Comparative. Royal 8vo, pp. 937. Rs. **15.**

Manu-Smriti. Whole set including Notes. Rs. **50.**

System of Vedantic Thought and Culture (AN INTRODUCTION TO THE METAPHYSICS OF ABSOLUTE MONISM OF SANKARA SCHOOL). By Mahendranath Sarkar, M.A., Ph.D., Professor of Philosophy, Sanskrit College, Calcutta. Demy 8vo, pp. 340. Rs. **7.**

Hegelianism and Human Personality. By Hiralal Haldar, M.A., Ph.D. Contains a correct interpretation of the theory of Hegel. Demy 8vo, pp. 67. Rs. **3-12.**

Post-Chaitanya Sahajiya Cult. By Manindramohan Basu, M.A Royal 8vo, pp. 340.

Socrates (IN BENGALI). By Rajanikanta Guha, M.A. Vol. I—containing a most authentic account of Greek life and culture. Illustrated. Demy 8vo, pp. 584. Rs. **5.**

Do. Vol. II. Deals with the life and character of Socrates and contains the details of judgment and death and the teachings of Socrates. Demy 8vo, pp. 861. Rs. **8.**

Introduction to Advaita Philosophy. By Pandit Kokileswar Sastri, Vidyaratna, M.A. A brilliant exposition of the Sankara School of Vedanta Philosophy, showing evidence of much original research. Highly praised by distinguished scholars. Demy 8vo, pp. 290.

Philosophical Currents of the Present Day. By Dr. Ludwig Stein. Translated by Sisirkumar Maitra, M.A., Ph.D. Vol. I, Royal 8vo, pp. 250. Rs. **4-8.** Vol. II, Royal 8vo, pp. 162. Rs. **4-8.** Vol. III, Royal 8vo, pp. 237 Rs. **3-8.**

Newness of Life (STEPHANOS NIRMALENDU GHOSH LECTURES, 1925). By Prof. Maurice A. Canney, M.A. Royal 8vo, pp. 182. Rs. **3.**

Indian Ideals in Education, Philosophy and Religion and Art (FIRST SERIES OF KAMALA LECTURES). By Annie Besant, D.L., with a Foreword by the Hon'ble Sir Ewart Greaves, Kt. Demy 8vo, pp. 135. 1925 Rs. **1-8.**

Philosophical Discipline (THIRD SERIES OF KAMALA LECTURES). By Mahamahopadhyaya Ganganath Jha, M.A., D.Litt. Demy 8vo, pp. [illegible]

Prolegomena to a History of Buddhistic Philosophy. By B.M. Barua, M.A., D.Lit. Royal 8vo, pp. 52. Rs. **1-8.**

The Original and Developed Doctrines of Indian Buddhism. By R. Kimura. Sup. Royal 8vo, pp. 82. Rs. **3.**

The History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy. By B. M. Barua, M.A., D.Lit. Royal 8vo, pp. 468. 1921. Rs. **10-8.**

Adwaita Brahma Siddhi, Part I. Edited by Mahamahopadhyaya Gurucharan Tarkadarshantirtha and Pandit Panchanan Tarkabagis. Demy 8vo, pp. 106.

Vedanta Paribhasha (SECOND EDITION). By Mahamahopadhyaya Anantakrishna Sastri. Royal 8vo, pp. 534.

Yoga Philosophy in relation to other Systems of Indian Thought. By Prof. S. N. Dasgupta, M.A. Ph.D. Demy 8vo, pp. 380.

To be had of all leading book-sellers of Calcutta, Madras and Bombay.